রাম-নির্ব্বাসন।

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

(মথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত)

(শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস কর্তৃক সুরতানে গঠিত)

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্,

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩৩০ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র।

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, পরশুরাম, দশরথ, সুমন্ত্র, বয়স্য, গজকচ্ছপ (বয়স্যের পুত্র), বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, বামদেব, জাবালি, মুনিমন্যু (অন্ধমুনির অভিশাপ), ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রহ্মশাপ, নাগরিকগণ, সৈন্যগণ, রাক্ষসদ্বয়, রঘু ও অজবেশী রাক্ষসদ্বয়, পল্লী-বালকগণ, রাজদূত, পাইক, সেনাপতি, সিন্ধু ও অবিবাহিত দশরথ, বাদ্যকারগণ, দেবদূতদ্বয়, বন্দিগণ, কন্যাকর্ত্তা, মুটেগণ, দরিদ্রগণ, কারকানন্দ ইত্যাদি।

পাত্রী।

সীতা, উর্ম্মিলা, শ্রুতকীর্ত্তি, মাণ্ডবী, কৌশল্যা, কৈকয়ী, সুমিত্রা, অন্যান্য রাজমহিষীগণ, নিয়তি, রাজলক্ষ্মী, মন্থরা, নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ, পরিচারিকাগণ, সরস্বতী, সরস্বতীর সঙ্গিনীগণ, কনে ইত্যাদি।

রামনির্ব্বাসন।

(পৌরাণিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[বনপথ]

বাদ্যকরগণ, সৈন্যগণ, সুমন্ত্র, দশরথ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, বিবাহিত শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, নববধূবেশে সীতা, উর্ম্মিলা, শ্রুতকীর্ত্তি, মাণ্ডবী ও পরিচারিকাগণের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। শোন—শোন বাদ্যকরগণ!
সাবধানে বনপথ কর অতিক্রম,

সৈন্যগণ, হও অগ্রগামী,
রঘুমণি শ্রীরামের রথ যাবে পাছু পাছু।
হয় এ কান্তার ভয়ের আধার,
মাংসাশী হিংস্রক জন্তু যত
করয়ে বিহার।

শ্রীরাম। ভাই রে লক্ষ্মণ! হের অই দূরবন
অই খানে ক'রেছিনু তাড়কা-সংহার।

লক্ষ্মণ। ঐ আর্য্য! ঐখানে—
ঋষি সনে সংগোপনে ছিনু মোরা দুইজন।

বিশ্বামিত্র। দুইজন নহে বৎস! ছিলে মাত্র তুমি একজন।
ভয়ে ছিনু মৃতপ্রায় আমি! জানেন তা অন্তর্য্যামী;
অহো কি বিকটা তাড়কা রাক্ষসী—
এলোকেশী, দিগম্বরী, দীর্ঘদশনা,
আরক্তনয়না, ভীমা; সিংহনাদে তার কেঁপে যেত বন,
নিহত যে কত নিরীহ ব্রাহ্মণ—
নাহিক ইয়ত্তা তার!
দীর্ঘজীবি হোক্—শ্রীরাম আমার,
সে অরাতি নাশি ঘুচাল' ভুবনত্রাস।

দশরথ। ঋষি! রাম মম ব্রাহ্মণের দাস
করুন আশীষ তারে, যেন দেব-দ্বিজ-হিতে—
অনুদিন থাকে লক্ষ্য বাছার আমার—
সূর্য্যকুল রাজেন্দ্রের ইহাই গৌরব।

নেপথ্যে পরশুরাম —

তিষ্ঠ—তিষ্ঠ দাশরথি রাম !

(সকলের চমকিত হওন)

বশিষ্ঠ। অকস্মাৎ হইল কি মেঘের গর্জ্জন !

শতানন্দ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল,

মেঘনাদ না সম্ভবে কভু।

বিশ্বামিত্র। হের—হের সবে—আসে বুঝি কোন নিশাচর !

দশরথ। গুরুনাদ—সুগভীর মেঘমন্দ্র সম,

কোন বীরের হুঙ্কার অনুমানি !

লক্ষ্মণ। সত্য পিতা, আর্য্যে করে কোন বীরেন্দ্র আহ্বান !

নয় রঘুমণি !

শ্রীরাম। সত্য অনুমান ভাই !

রে লক্ষ্মণ ! সত্য ইহা বীরের গর্জ্জন !

দশরথ। হেন বীর কে—এ মহীমণ্ডলে,

যাহার হুঙ্কারে কাঁপিল এ বনস্থলী,

উড়ি ধূলি ঢাকে সূর্য্যতেজঃ।

নেপথ্যে পরশুরাম। মা গচ্ছ—মা গচ্ছ দাশরথি রাম ! আমি ভৃগুরাম, তোমায় দেখ্‌তে চাই।

লক্ষ্মণ। একমাত্র আর্য্য রাম ভবে—অন্য রাম কেবা পিতঃ !

দশরথ। কালান্তক মুনি,

একবিংশবার যিনি ধরা করিয়া ক্ষত্রিয়হীন,

এ সাম্রাজ্য ক্ষত্র—

কশ্যপেরে. কৈলা দান হ'য়ে দানবীর।
কাল ঋষি ক্ষত্রিয়-কুল-রাক্ষস!
ভীমকর্ম্মা অমিতবিক্রম, রুদ্রদরশন!
মহাব্রতে শুষ্ক তনুখানি,
তপস্যা-প্রতাপ এ দু'য়ের লীলাভূমি—
যেন সেই দেহে তাঁর।
করে শরাসন শর ভয়াল কুঠার,
পরিধানে কৃষ্ণাজিন, শিরে জটাভার,
স্কন্ধে ভীষণ তূণীর, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি,
মহাজ্যোতিঃ—গলে দোলে রুদ্রাক্ষের মালা!

অদূর হইতে পরশুরাম। ভো—ভো দাশরথি রাম! এখনও অপেক্ষা ক'র্‌ছ না! বলি—মৃত্যুই কি তোমার এত বাঞ্ছনীয়? জীর্ণ প্রাচীন হরধনুখানা ভঙ্গ ক'রেছ ব'লেই কি এতই গর্ব্বিত হ'য়েছে? আমিও পরশুরাম—একবিংশতিবার এই পৃথ্বীকে ক্ষত্ররক্তে নিমজ্জিত ক'রেছি। আমিই সেই ধূর্জ্জটী কুমার মহাবীর দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত ক'রে মহাগুরু রুদ্র কর্ত্তৃক আমার এই পরশু অস্ত্র লাভ ক'রেছি। এরই নাম সেই খণ্ড পরশু, যে পরশু এই মুহূর্ত্তে তোমার স্কন্ধে পতিত হ'য়ে পবিত্র ভৃগুকুলবৈরি ক্ষত্রিয়-সন্তানকে ভূপাতিত ক'রবে। ইহাই তোমার বিবাহ-মহোৎসবে মধ্যাহ্নসূর্য্যকে অস্তমিতপ্রায় ক'রে আনন্দে ক্রন্দন সমুপস্থিত করাবে। কেউ এর গতিরোধ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

আজি সসিন্ধুধরণী এক রাম বিনা
দুই রামে না ধরিবে বুকে।

সীতা। (জনান্তিকে) ওমা—ওমা, কি হবে উর্ম্মিলে!
রোষানলে প্রদীপ্ত ভার্গব আসে বোন্!

উর্ম্মিলা। চুপ কর দিদি, স্বামী তব—ভাসুর আমার—
অজেয় অদম্য বীর, সাক্ষী তার বিবাহে তোমার।

বাদ্যকরগণ। ও বাবা, যম না কি রে—পালা শালারা, পালা—পালা!

[বেগে প্রস্থান।

সুমন্ত্র। ওরে, যাস্‌নি, দাঁড়া দাঁড়া।

পরশুরামের প্রবেশ।

পরশুরাম। কৈ—কৈ দাশরথি রাম! এর মধ্যে কে রাম?

দশরথ। হে ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণের দাস আমি,
রামও আমার আপন নফর,
ক্ষমা কর তারে, ক্ষমাগুণ ব্রাহ্মণের; প্রণমি শ্রীপদে।

পরশুরাম। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ নিরুত্তরে!
ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই,
পিতৃবৈরি মোর ক্ষত্রিয়সন্তান!

দশরথ। ব্রাহ্মণ-দুর্ব্বাক্যে রুষ্ট নহি আমি, আশীষ সমান গণি,
দাস কোথা প্রভুবাক্যে রোষে! ক্ষম তপোধন!
কর পুত্রগণ ঋষিরে বন্দনা বধূ সহ!

(পুত্রচতুষ্টয় ও বধূগণের প্রণাম)

গীত।

করুণানিদান (তুমি) আশ্রিতজনশরণ।
ক্ষমা কর হে—ক্ষমার আধার মিনতি হে তপোধন॥
সহে ভার গিরি, গিরিভার কেবা করয়ে ধারণ,
ধরণীর বুকে দানব রাক্ষস কত দস্যু দুরাশয়,
তা বলে কি ধরা হয় গো চঞ্চল বল মহাজন,
মানবসমাজে তেমনি আদর্শ তুমি ত হে ব্রাহ্মণ॥

বশিষ্ঠ। বৎস! শান্ত হও, সূর্য্যবংশাধিরাজ সার্ব্বভৌম মহারাজ দশরথকে তুমি চিন নাই? যিনি দেব-দ্বিজের চির-হিতকাঙ্ক্ষী, এমন কি স্বয়ং পুরন্দর যাঁকে মিত্ররূপে গ্রহণ ক'রে আপনাকে সার্থক বিবেচনা ক'রেছেন, সেই প্রাতঃস্মরেণ্য, সর্ব্বজন-বরেণ্যে, প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম মহারাজ দশরথের সম্মুখে তোমার এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ কখন সমীচীন হয় না। আর যে শ্রীরামচন্দ্রকে তুমি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ ধারণা ক'রে সগর্ব্ব বচন বিন্যাসে আপনাকে শ্লাঘনীয় বিবেচনা ক'র্‌ছ, সেই লোকাভিরাম শ্রীরামও সামান্য জন নন্! ইনি বালক হ'লেও মূর্ত্তিমান্ বীরত্বের বিগ্রহ, শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষাৎ অবতার ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ইনিই সেই ভীমভয়ঙ্করা প্রচণ্ডবলশালিনী দণ্ডকারণ্যচারিণী উদ্ধতা তাড়কা রাক্ষসীকে অবহেলে বিনাশ ক'রেছেন।

পরশুরাম। আঃ—বড়ই উত্যক্ত ক'র্‌লে! শক্তিজ্বালাকর চাটুবাক্যে আমার প্রতি শিরাস্থ শোণিত আগ্নেয়ভূধরস্থ উত্তপ্ত ধাতুসম্বলিত স্রাবের ন্যায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল! ওগো!

ক্ষত্রদানগ্রাহী সঙ্কীর্ণমনা ভৃগুবংশপাংশুল শ্রোত্রিয় বৃদ্ধ! আমাকে তোমার নীতি উপদেশ দিতে হবে না! জানি জানি, তোমাকে আমি বিলক্ষণরূপে জানি, আর তোমার দশরথকেও আমার বিধিমতে জানা আছে। এত গর্ব্ব! এত স্পর্দ্ধা! চ্যবনের অনুরোধে আমি দিন কতক বাণদণ্ড ও কোদণ্ড ত্যাগ ক'রে শান্তভাব ধারণ ক'রেছিলাম ব'লে দুরাত্মা ক্ষত্রিয়গণের এত অহঙ্কার বর্দ্ধিত হ'য়েছে! কৈ আসুক, পৃথিবীর ক্ষত্রিয় সমষ্টিকৃত হ'ক, আজ আমি বসুন্ধরাকে অরামা ক'র্‌ব, আবার— আবার ধরা ক্ষত্রিয়হীনা হবে, দুরাত্মা ক্ষত্রিয়বটু আমার গুরুর ধনু ভগ্ন ক'রেছে—সে আমার সম্পূর্ণ বধ্য, কখনই ক্ষমার্হ নয়। কৈ রাম—

শতানন্দ। ভৃগুরাম! তুমিও শ্রোত্রিয় মহামুনি মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। হিরণ্যগর্ভ হ'তে আমাদের ও তোমার সকলেরই উৎপত্তি। কিন্তু তুমি ঘটনাবশে ও নিজ কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণবৃত্তি পরিহার ক'রে নিন্দিত পথে পরিভ্রমণ ক'র্‌ছ! অকুণ্ঠদৈহিক-শক্তির চঞ্চলতায় তোমার বংশগৌরব পূজ্যাস্পদ অপ্রমেয়তপা মহর্ষি বশিষ্ঠকে তুমি কটূক্তি ক'র্‌তে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হওনি! হায়—হায়! ইহাপেক্ষা ভৃগুবংশাবতংস উগ্রতপা ভার্গবের আর কি অধঃপতন হ'তে পারে! অতি গর্ব্বই ইহার একমাত্র কারণ। তাই বলি বৎস! তুমি ব্রাহ্মণকুলের গৌরবহার—

পরশুরাম। তুমি কে গো—ক্ষত্রিয়রাজসেবক—চাটুকার! আমায় আবার হিতোপদেশ দিতে এলে? তুমি বুঝি সেই

অঙ্গিরাকুলের কলঙ্ক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অধম শিষ্য, ক্ষত্রিয় জনকের প্রসাদোপজীবি সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মণ! তুমিই নয় আজ রামকে রক্ষা ক'র্‌তে ধনুর্দণ্ড গ্রহণ কর।

শতানন্দ। কি—কি—এতদূর তমঃ! এতদূর মদান্ধতা! ভার্গব—ভার্গব! এখনও বাক্ সংযত কর্; জানিস্—আমি এখনও ব্রাহ্মণ,: তোর ন্যায় ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের অবমাননা ক'রে অধঃপতিত হই নাই। সত্যই পুণ্যকর্ম্মা অবিরতযজ্ঞা রাজর্ষি জনক আমার যজমান, আমি তাঁর নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী, কার সাধ্য আমি বর্ত্তমানে আমার যজমানের জামাতা কাকুৎস্থ দাশরথি রামের অনিষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হ'তে পারে? ধনুর্দণ্ড গ্রহণ ক'র্‌তে হবে কেন? এই শাপোদকেই ভৃগুকুল-মহীরুহ ভূমিসাৎ হয় কি না দেখ্! (জল গ্রহণ)

বিশ্বামিত্র। আঃ—করেন কি—করেন কি! প্রাজ্ঞবুদ্ধি শতানন্দ! মক্ষিকাবিনাশের জন্য কখনও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হয় না। বিশেষতঃ আপনার আজন্মার্জ্জিত পুণ্য-তপস্যা—একটা অহঙ্কারী দুর্জ্জন মূঢ়ের শাসনের জন্য ব্যয়িত হওয়া সম্পূর্ণই অনুচিত। মহাতপা আদর্শচরিত মহর্ষি বশিষ্ঠ বা অঙ্গিরা-কুলের পুণ্যবেদী আপনি স্বয়ং শতানন্দও যে দুর্জনের উপহাসের পাত্র, তাকে উন্মত্ত বোধে ক্ষমা করাই বিহিত। ভৃগুরাম ব্রাহ্মণ হ'য়েও কদাচারী, এমন কি আপনার মাতৃশিরশ্ছেদী পাষণ্ড! তার জন্য আপনি ক্রুদ্ধ হ'চ্চেন?

পরশুরাম। বটে—বটে, বিশ্বামিত্র! এখনও বুঝি পূর্ব্বের

ক্ষত্রিয়স্বভাবজাত গর্ব্ব তিরোহিত ক'রতে পারনি! বশিষ্ঠ ও পূজনীয় হিরণ্যগর্ভের কৃপায়—এমন কি তাঁদের পদ-লেহনে ব্রাহ্মণ হ'য়েছ ব'লে তাই আজ ব্রাহ্মণ পরশুরামকেও দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌তে সাহসী হ'য়েছ! আরে আরে ক্ষত্রিয়বটু! ক্ষত্রিয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছিলি ব'লেই সেই ত্রিসপ্তবার ধরণীকে ক্ষত্রিয়হীন ক'র্‌বার কালে তুই আমার শাণিত পরশুর নিকট অব্যাহতি লাভ ক'রেছিস্, নতুবা তুই ভৃগুরামের নিকট ক্ষমার্হ ছিলি না! আয়—আয় দুরাত্মন্! পৃথ্বী অরামা ক'র্‌বার পূর্ব্বেই অগ্রে তোর শিরশ্ছেদন করি আয়, তার পর—ভার্গবের দ্বিতীয় কার্য্য।

(কুঠারোত্তলন)

দশরথ। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! এখনও সাবধান হোন! নতুবা আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হ'য়ে নরকার্ণবে নিমজ্জিত হ'ব। ব্রাহ্মণ! আমি অযোধ্যার রাজা, রাজার ধর্ম্ম—আশ্রিত ও গোব্রাহ্মণকে রক্ষা করা, আমার সেই ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে হ'লে আপনাকে—

পরশুরাম। আপনাকে! বল—বল ক্ষত্রিয়বটু, তার পর বল—ক্ষমা করা হবে না।

দশরথ। তাই, তাই ব্রাহ্মণ, তাই! তুমি আর ক্ষত্রিয় রাজার ক্ষমার্হ নও।

পরশুরাম। ক্ষত্রিয়! তাই তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম রক্ষা কর। আমি রাম সহ যুদ্ধপ্রার্থী। দশরথের সহিত সমরার্থী নই।

দশরথ। তাই, আমার প্রগাঢ় পুত্রস্নেহ থাক্‌লেও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হব না, তাই—রামই তোমার সহিত যুদ্ধ ক'র্‌বে।

ক্ষত্রিয়সন্তান সমরেচ্ছুকের সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে কখনই পশ্চাৎপদ হবে না। রাম! প্রস্তুত হও, ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ কর।

রাম। প্রণাম হে বিপ্র! চরণে তোমার।
কেন দেব! অপ্রসন্ন ক্ষত্রিয় দাসেরে?
ব্রাহ্মণ আপনি, ব্রহ্মণ্যদেবতা—
নররূপে বিহরও এ মহীমণ্ডলে।
হে বিভো! সামান্য রাম—
পদরেণু হ'তে অতি তুচ্ছ—অতি ক্ষুদ্র,
আপনি মহান্—গরীয়ান্,
ইচ্ছায় সমুদ্র শোষ, ভূধরে উড়াও,
অনিল অনল সোম হয় তব ইচ্ছায় বিস্তার,
নিমিষে এ বিশ্ব কোটী কোটী বার
পার করিবারে বিনাশ-সৃজন।
তপোধন! তাই বলি সম্ভবে কি কভু
কীট সনে সিংহের বৈরতা!

পরশুরাম। কি ক'র্‌ব—উপায়ান্তর নাই! এ ক্ষত্রিয়বটু বাস্তবিকই বিনয়-সৌজন্যের আধারভূত হ'লেও আমার সম্পূর্ণ বধ্য। একে শিশু, তায় নববিবাহিত, সম্পূর্ণ করুণার সঞ্চার হ'লেও একে আমি ক্ষমা ক'র্‌তে পারি না। আমার নিকট আবার ক্ষমা কি? কর্ত্তব্যতাই আমার জীবনের সার উদ্দেশ্য। তা না হ'লে কি পিতৃ-আদেশে মাতার শিরশ্ছেদন ক'র্‌তে পারি? না একবিংশ বার ক্ষত্রিয়-রুধিরে ধরণীকে পরিপ্লুতা ক'র্‌তে

পারি, না ক্ষত্রিয়বালার গর্ভস্থ ভ্রূণের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হই? দয়া আর কর্ত্তব্যের মধ্যে কর্ত্তব্যই আমার প্রিয়।

লক্ষ্মণ। ব্রাহ্মণের দাস বলি, আর্য্য
প্রকাশেন আপন গৌরব,
তাই বলি হে ব্রাহ্মণ! ক্ষম আর্য্যে।

পরশুরাম। বলি, বলি এ ক্ষত্রিয়বটুটী আবার কে হে! ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে মেঘবক্ষে লুক্কায়িত বজ্রের ন্যায় আত্ম-অহঙ্কার বেশ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত র'য়েছে! উঃ—এ যে সম্পূর্ণ অসহ্য! এরি মধ্যে ক্ষত্রিয়বালকটীর পর্য্যন্ত এত স্পর্দ্ধা সঞ্চিত হ'য়েছে! ধিক্—ধিক্ পরশু! এখনও নিরস্ত আছ? যে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য একবার নয়—একবিংশবার কঠোর কষ্টের বিপুল ভার বহন ক'রেছ, আজ সে প্রতিজ্ঞার স্মৃতি কি একেবারে বিস্মৃত হ'য়েছ? না এতদিন ইন্ধন-সমিধ্ কর্ত্তনে নিযুক্ত থেকে তোমার ধার ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়েছে! দেখি—দেখি, একবার পরীক্ষা ক'রে দেখি। (পরশু উত্তোলন)

লক্ষ্মণ। (অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক)
এস—এস দাম্ভিক ব্রাহ্মণ!
পরাক্রম বুঝি আজ বাক্যে ও বিক্রমে।
না চেন লক্ষ্মণে অন্ধ! আজি টুটাইব যত অহঙ্কার।

রাম। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ছিঃ ভাই, কারে কি বল?
ভূদেব ব্রাহ্মণ, তাঁরে রূঢ় বাণী না বল সম্ভবে।
বিশেষতঃ তেজিয়ান মহাবীর উনি,

একবিংশবার ধরণী ক্ষত্রিয়হীনা
উঁহারি প্রতাপে!

লক্ষ্মণ। এই গর্ব্ব করে বিপ্র—বার বার নিজ মুখে!
আপনিও কহি সেই বাণী—
বিস্তারেন ব্রাহ্মণগৌরব!
বলি আর্য্য! নিঃক্ষত্রিয়া কেন না হবে ধরণী,
ছিল নাই সেই কালে বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়সমাজ,
আর জন্মে নাই দাশরথি রাম।
তাই ভৃগুরাম করে পৃথ্বী ক্ষত্রহীন একবিংশ বার!

পরশুরাম। আবার নির্ব্বাণপ্রাপ্ত কৃশানু জ্বলিল,
আবার বিকৃত শিরঃ হইল আমার!
রাম—রাম—ধর—ধর ত্বরা ধনু,
সহে নাই "রাম রাম" বাণী এক ভৃগুরাম বিনা।

রাম। বার বার ব্রাহ্মণের অনুরোধ!
হে ব্রাহ্মণ, দেহপদধূলি, (পদধূলি গ্রহণ)
নাহি লও শ্রীরামের দোষ,
ক্ষমা কর ত্রুটী! লও শর—
নিক্ষেপহ অগ্রে গাত্রে মোর,
রাম না নিক্ষিবে অস্ত্র—
অগ্রে বর বিপ্রকলেবরে।

পরশুরাম। ব্রাহ্মণের বাক্য শোন রাম,
রাখ তুমি ব্রাহ্মণবচন—

তুমি অগ্রে মম গাত্রে করহ প্রহার।
আমি না বিন্ধিব অগ্রে বালকের তনু,
তা'হ'লে অখ্যাতি মম রটিবে ত্রিলোকে।

রাম। তাই, তাই, ব্রাহ্মণের বাণী আমি—
শ্রুতি সম গণি—তাই মুনি
ধর তুমি তব ভীম শরাসন,
দেখি কোন্ রূপে তাহে কর জ্যারোপণ!

পরশুরাম। ভাল, ভাল, ক্ষত্রবটু!

(ধনুকে জ্যারোপণোদ্যত, রাম কর্তৃক পুনঃ পুনঃ ছেদন)

আশ্চর্য্য করিল শিশু! অমিতপ্রতাপ!
কোনরূপে জ্যারোপিতে নাহি দেয় শরাসনে!
পুনঃ পুনঃ কাটে ছিলা, অবহেলা শ্রমে,
ম. ক্লান্ত তনু!
কেবা শিশু, সুন্দর সু[illegible],
মূর্ত্তি সৌম্য—নবদূর্ব্বাদাম—
নয়নাভিরাম—শক্তি যেন প্রত্যক্ষ আপনি—
নরদেহে!

রাম। এখনও কি করিছ মুনি,
জ্যারোপিতে কাটে কতকাল,
কি জঞ্জাল—রাখ ভীম ধনু—
এই লঘু ধনু লও করে।
বল ঋষি, মোর ধনুর্যুক্ত শর

কোন স্থানে করিব বিক্ষেপ!

পরশুরাম। কে তুমি, কে তুমি রাম—
দেহ দেহ সত্য পরিচয়—
নর নয়, শক্তিময় ভার্গববিজয়ী
ছদ্মবেশে রুদ্র কি আপনি—পদ্মযোনি—
কিম্বা বৈকুণ্ঠের স্বামী এলে—
ভার্গবের দর্প করিবারে চূর!

দেবদূতদ্বয়ের প্রবেশ।

দেবদূতদ্বয় গীত।

ধর ধর অমর বিজয়মাল্য উপহার।
বীরকুঞ্জর করি বিজয় ভাল যশঃ রাখিলে হে অজকুমার।
আমরা দেবদূত, পদ্মযোনি প্রেরিত,
পদ্মআঁখি তুমি ত সব জান সমাচার।
এই স্রক্ চন্দন, দেব সহস্রলোচন,
তোমার চরণপদ্মে দিয়েছেন অর্পিবার।
ইন্দ্রাণী বরুণানী, তোমায় হে রঘুমণি,
রতনমুকুটখানি, ধ'রেছেন পরিবার,
ক'রেছেন সযতনে, সীতানাথ রেখ মনে,
আশ্রিত দেবগণে (রাক্ষস পীড়নে) কি জ্বালা পায় অনিবার।

রাম। নমো—নমো দেবদূতদ্বয়!
দেববাণী লৈনু শিরোদেশে।

[দেবদূতদ্বয়ের প্রস্থান

রাম। বল ঋষি—মম অব্যর্থ সন্ধান
কোন্ স্থান করিবে বিলয় ?

পরশুরাম। পার তুমি সব রাম রঘুমণি—
অজ্ঞান পামরে তার' কর ক্ষমা,
দেহ—দেহ চরণে আশ্রয়—জয় জয় হে রাম রাঘব !

সকলে। জয় জয় হে রাম রাঘব !

রাম। (জনান্তিকে) হে ভার্গব ! বিষ্ণু অংশে জনম তোমার,
কি বলিছ তুমি ?
ভুল কেন কর মতিমন্ !
ক্ষত্রবীর্য্য হইলে প্রবল,
সেই বীর্য্যনাশে এলে ধরা'পর বিষ্ণু-অবতার।
আর কেন,
কার্য্য তব হইয়াছে শেষ.
ত্যজ—ত্যজ রুদ্রদত্ত ভয়াল পরশু।
যাও চলে—বিষ্ণুশক্তি মম দেহে করিয়ে অর্পণ।

পরশুরাম। তাই ওহে পূর্ণব্রহ্মময় !
এতক্ষণে চিনিনু তোমায়,
লও শক্তি মোর—যাই চ'লে তপস্যায়—
ধরা-পাপমোচন কারণ, সনাতন
অব্যর্থ সন্ধান তব—করুক্ করুক্ রুদ্ধ মম স্বর্গপথ।

রাম। এই রোধিলাম দেব. তব স্বর্গপথ।
যাও ঋষি ! ব্রাহ্মণের কার্য্য সাধ গিয়া। (শর নিক্ষেপ)

পরশুরাম। ইচ্ছাময়! ইচ্ছায় কে বাধা দেয় তব।
এতদিনে পেনু কর্ম্মের বিশ্রাম, কর্ম্মের বন্ধন ছেদি।
জয় জয় রাম রঘুপতে!

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ। সাধু—সাধু রামচন্দ্র!

বশিষ্ঠ। এতদিনের পর সূর্য্যকুলের যাজনক্রিয়া আমার সার্থক হ'ল।

শতানন্দ। আমার যজমান জনকও ধন্য, আর আজ আমিও ধন্য।

বিশ্বামিত্র। আজ ত্রিভুবন ধন্য। চ'লুন, চ'লুন, আর কালাতি-পাত না ক'রে অযোধ্যার মহোৎসবে যোগদান করিগে।

দশরথ। পুলকে আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'চ্চে, আমারই পুত্র কি আমার শ্রীরাম! বৎস রাম! তোর ন্যায় পুত্রের পিতা হওয়াও সার্থক! সুমন্ত্র—শীঘ্র রথ চালনা কর, ঐ যে স্বর্গ হ'তে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কর্‌ছেন। ধন্য, ধন্য আমি!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

গজকচ্ছপের প্রবেশ।

গজকচ্ছপ। বাবা বেটার নেহাত মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে! বলে রাম না হ'লে ছেলে! কেন বাবা, এই গজকচ্ছপ ছেলেখানা

কি মন্দ! রত্ন—রত্ন—রত্ন! বাবা বেটার বাপের বেজায় পুণ্যির চোটে এই লাকের মধ্যে একটা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মেছি! কিন্তু বাবা বেটার ত ঢু ঢু; জ্ঞানবুদ্ধির অষ্টরম্ভা, কেবল ভাঁড়ামিটুকু ছিল ব'লেই দুবেলা দুমুটো জুটছে! যাক্, শুন্‌ছি—সেই রামাটা নাকি আজ বিয়ে ক'রে আস্‌ছে। যে বৌটী আন্‌ছেন, সে নাকি ভোঁফোড়! সেই ভোঁফোড় বৌ পেয়ে রাজা দশরথের ভারি আনন্দ, তাই তার হুকুম হ'য়েছে, অযোধ্যার রাজপথ—রাজবাটী—নগর বেজায় বাহার ক'রে সাজিয়ে রাখ্‌বে। আনন্দের লাড্ডু চারদিকে ডিগ্‌বাজী খাবে। বৃদ্ধ রাজা এসে তাতে খাবি খাবেন। বাবা বেটা, তোবামুদে কিনা, তাই ক'র্‌তে ত তিনি আহার নিদ্রা ছেড়েছেন। আরে এই বোকা বাপ্‌টা নিয়ে কি করা যায় বল দেখি! তুই রাজার বয়স্য, ফোষ্টি নষ্টি ক'র্‌বি, মজাসে স্ফূর্ত্তি উড়াবি, তা না ক'রে একি বাবা! অবাক্! না, বাবাকে বেওয়ারিশ ক'র্‌তে হবে। তা না হ'লে বাবা বেটা সায়েস্তা হবে না! লোককেও জানাতে হবে যে, ছেলে স্বনামধন্য পুরুষ, বাপের নামে পরিচয় দিয়ে চলে না! এরি নাম ত মাথা!

বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। আরে গজাই, আরে গজাই! ছেলেটা কম্‌নে গেল—এ যে বাবা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লে। ব'ল্লুম, রাজার আদেশ—শীগ্‌গির শীগ্‌গির রাজবাড়ী রাজপথ—পল্লী নগর দিব্যরূপে

সাজাতে হবে, রামধন আমার বৌমা নিয়ে শীগ্‌গির এসে উপস্থিত হবেন, দেরী ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না। ছোঁড়ার আক্কেল দেখ্‌লে? কম্‌নে গেল, টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

গজকচ্ছপ। (স্বগত) শুন্‌ছ, অসভ্য বাপের কথাবার্ত্তা! বাবা, এ বাপ্‌কে কি বাবা বলা যায়! ছেলেকে ছোঁড়া! আরে এটা ত সম্পূর্ণ অশ্লীল বাক্য! ছুঁড়ীর পুংলিঙ্গে ত ছোঁড়া! তাহ'লে ত বাবা বেটা আপনার মেয়েকে ছুঁড়ী ব'ল্‌তে পারে! না বাবা, হ'লো না বাবা, বাবা ব'লে আর কত রেহাই দোব! আর বাহান্ন বাহান্ন আর তাঁহা তিপ্পান্ন। (প্রকাশ্যে) বলি আপনি কি ব'ল্‌ছেন? আপনি জন্মদাতা পিতা ব'লে তাই একবারের জন্য মার্জ্জনীয় হ'লেন, কিন্তু বারান্তরে সতর্ক হবেন।

বয়স্থ। সে কি রে গজাই, ক্ষেপ্‌লি নাকি! বাপের সঙ্গে এত উচ্চবাচ্য!

গজকচ্ছপ। বাচ্যের কথা পরে ব'ল্‌বেন, এখন নিজকথিত বাক্যের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ করুন।

বয়স্থ। ব্যুৎপত্তিলভ্য কি রে গজাই!

গজকচ্ছপ। এই ত, ব্যুৎপত্তিলভ্য কথারই অর্থ জানেন না, আর গজাইকে বলেন বাচ্য! বলি জন্মদাতা পিতা, ছোঁড়া বলে কাকে? তার ব্যুৎপত্তি কি? তার পর কথা, তা না হ'লেই এই পর্য্যন্ত ইতি বাবা!

বয়স্থ। কি অদৃষ্ট ক'রেছিলাম বাবা, ছেলে হ'য়ে এমন কথা বলে! এর চেয়ে যে মরণ ভাল রে গজাই!

গজকচ্ছপ। নিশ্চয়—নিশ্চয়! সৎ বিদ্বান্ পুত্রের অসভ্য পিতার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, সে আর একবার, সহস্র বার।

বয়স্য। ব'লিস্ কি রে গজাই, আমার বিষ খেয়ে যে ম'র্‌তে ইচ্ছে হ'চ্চে!

গজকচ্ছপ। কার্য্যে তা হবে না, মৌখিক! ইচ্ছা হয়—ম'র্‌তে পারেন।·তা হ'লে বুঝ্‌ব, আপনি সত্যবাদী, মুখে যা বলেন—কার্য্যে তা করেন। তাতে আমার জন্ম সার্থক হবে, আমি লোকালয়ে আপনার নামের গৌরব ক'রে কীর্ত্তি-ধ্বজা হাতে ক'র্‌তে পার্‌ব।

বয়স্য। ব'লিস্ কি রে গজাই, আমি ম'র্‌ব!

গজকচ্ছপ। তা পারেন কৈ! সে আর চারটি খানি কথা নয়, মনের বিশেষ বল চাই।

বয়স্য। দেখ্‌ছ বাবা, ছেলে খানা দেখ্‌ছ, আমি মহারাজ দশরথের বয়স্য কি না—তা বয়স্যের ছেলেই বটে! বলিস কি রে সোণার চাঁদ, তোর গে টা গামাখা এত জ্ঞান হ'য়েছে, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক বাবা—বংশের চূড়ো হীরের গুঁড়ো আমার, বেঁচে থাক। কি ছেলেই ফ দা ক'রেছি বাবা! চিড়িয়াখানায় রাখ্‌বার জিনিষ; তা ধন, চি ড়য়াখানায় চ'লে যাও না!

গজকচ্ছপ। দেখ বাবা, রাজসভায় ভাঁড়ামি কর ব'লে মনে করো না যে, ছেলে একটা খেলনার জিনিষ! ছেলে—ছেলে, বাপ—বাপ. তা হ'লেও গৌরব বাড়্‌বে, তা না হ'লে মান ত কেউ কারো সীমায় থাক্‌বে না।

বয়স্য। তার পর?

গজকচ্ছপ। তার পর আর কি, বাপের ইজ্জৎ পাবে না।

বয়স্য। তার পর?

গজকচ্ছপ। একি রহস্য পেলে না কি?

বয়স্য। তার পর?

গজকচ্ছপ। না, নিতান্ত অসহ্য!

বয়স্য। তার পর?

গজকচ্ছপ। কি অসভ্য, একেও বাপ ব'ল্‌তে হবে!

বয়স্য। তা ব'ল্‌বে কেন রত্ন, মুদ্দভরাসকে বাবা ব'ল্‌বে।

গজকচ্ছপ। শুন্‌ছ, ভাঁড়ের আক্কেলের কথা শুন্‌ছ! দেখ বাবা, খুব হুঁসিয়ার।

বয়স্য। এই ত সোণার চাঁদ, ধাতুপ্রত্যয় বোধ নেই! এখন হুঁসিয়ার হ'তে ব'ল্‌ছ? তোর জন্ম দেবার আগে যদি কেউ হুঁসিয়ার হ'তে বলতো, তাহ'লে আজ জানোয়ার ছেলের মুখে এ সব কথা শুন্‌তে হ'ত না! তখন পশুভাবে সন্তানোৎপাদন ক'রেছিলুম, তাই পশুর মত পুত্র পেয়েছি! তোর অপরাধ কিছুই নেই চাঁদ, অপরাধী আমি! হে পুত্রের পিতা সব! আজ এই দেখে জ্ঞানলাভ কর, যদি সংসারে পুত্র নিয়ে পূর্ব্বপুরুষের জলপিণ্ডের ভরসা কর, যদি পুত্র নিয়ে পোড়া সংসারে ক্ষণিক শান্তির প্রত্যাশা কর, যদি প্রকৃত সৎ পুত্রের পিতা হ'তে বাসনা কর, তাহ'লে শাস্ত্রোক্ত [illegible] সংযমী হ'য়ে পুত্রের জন্মদানের ব্যবস্থা কর, নতুবা এ[illegible] হয় —অবাধ্য—বিশ্বকাট

—নীচ—হেয়—ইতর পুত্রের জন্মদান ক'রে—পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করো না, নিজে জ্বলে পুড়ে ম'রো না, সংসারে বিষের বাতি জ্বালিও না! দূর হ, জানোয়ার, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ!

গজকচ্ছপ। হাঁ—দূর হব, কেন বল' ত, তুমি যে রাজার রাজ্যে বাস কর, আমিও সেই রাজার রাজ্যে বাস করি, তুমি দূর হ'তে ব'ল্‌তে কে? তোমার ত আর রাজ্য নয়!

বয়স্য। বটে গুণধর! এত ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রেছ! এতদিন লেখাপড়া শেখার বুঝি এই ফল! বলি সোণার চাঁদ, রাজ্যই যেন আমার না হ'ল, কিন্তু তোমার এই নধর ফুটফুটে দেহরাজ্যটী কার? এ রাজ্যটী কা হ'তে পেয়েছ?

গজকচ্ছপ। সে বিষয়ে নানা মতভেদ আছে, বিজ্ঞান জানা থাক্‌লে এ কথা তুমি উপস্থিত ক'র্‌তে না।

বয়স্য। হা তোর বিজ্ঞানের মুখে ছাই! বাপ মা বুঝি বৈজ্ঞানিক প্রকরণে তৈরি! নরাধম—কুলাঙ্গার—দূর হ, তুই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ, যদি না যাস্, তাহ'লে এখনি তার প্রতিফল পাবি!

গজকচ্ছপ। কি এতদূর অপমান! বাপ হ'য়ে আমার অপমান করে! আচ্ছা, দেখ্‌ব, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি কি না; তখন আবার সম্মুখে এসে দাঁড়াব! নৈলে মাতঃ সর্ব্বংসহে ধরিত্রি! তুমি তোমার বিশাল উদরে চোদ্দপোয়া জমিন দিও মা! কি এত অপমান! দেখ্‌ছি, দেখ্‌ছি, বাপগিরি ফলান'র মজা দেখাচ্চি! বাবা, তখন গজকচ্ছপ কেমন ছেলে

বুঝ্‌তে পার্‌বে। এই চ'ল্লুম, ওরে আমার বাপ রে! খুন ক'রে খেয়েছি!

গীত।

দোহাই ধাতা, বাবা কেন হয়।
সৃষ্টিপানা বাঁদরামি তোর—তাই বাবা বেটা নানান্ কথা কয়।
কারো যদি না থাক্‌তো বাবা, হবা রাজার মন্ত্রী গবা,
দিতাম অধীনতার মাথায় থাবা, বাবার তরেই স্বাধীনতা-ক্ষয়।
কে হে তুমি বিজ্ঞানবাদী, মাথার জোর থাকে যদি,
ভেবে তবে নিরবধি, যা হয় একটা কর উপায়,—
কর উপায় আপনা হ'তে, ছেলে যেন হয় এ জগতে,
নয় নীতি উল্‌টাও, বাবায় যাও ত্বরায় যমালয়॥

[প্রস্থান]

বয়স্য। বা, বা, ছেলে নয় ত যেন পেহ্লাদ! বেটার ছেলের মশানেও ভয় নেই, জহ্লাদের হাতেও ভয় নেই, হাতীর পায়ের তলেও ভয় নেই, আগুণে জলে—কোনটিতেও ভয় নেই! কি চীজ বানিয়েছি রে বাবা! ভাব্‌তে গেলেও মাথা ঘুরে! নাড়ীগুলো থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠে! এ মুষল নিয়ে কি ক'র্‌ব! আহা ধন্য রাজা দশরথ! ধন্য পুণ্য তাঁর! চার্‌টী ছেলে—আহা ছেলে ত নয়—যেন হীরের ধার, বাপের ইসারায় উঠ্‌ছে, ব'স্‌ছে! যেমন নম্র—তেমনি কোমল, দেখ্‌লেই যেন বুকে ক'রে রাখ্‌তে ইচ্ছা করে! যাক্—যাক্, বরাত্—বরাত্! বাবা এঁটোকুড়ের পাত কি স্বর্গে যায়! যাই, এখন রাজপথ, পল্লী, রাজবাটী কতদূর কিরূপে

সাজান হ'ল দেখিগে! বেলাও প্রায় মধ্যাহ্ন হ'য়ে এলো। মহারাজেরও বর-বধূ ল'য়ে আস্‌বার সময় হ'য়েছে। ঐ নয়—আগ্নেয়বাজীর ধ্বনি উঠ্‌ল! তবে মহারাজ উপস্থিত, আর বিলম্ব করা হবে না। ওহে, তোমরা সব প্রস্তুত হও, যাকে যা ব'লেছি, ঠিক মত কাজ ক'র্‌বে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার তোরণ পথ।

নাগরিকগণের প্রবেশ।

গীত।

প্রজাপতি! তোমায় নমস্কার।
বরবধূর শুভ ক'রো এ মিনতি বার বার॥
তুমি ত যৌতুক ঘটকরাজ, তোমার বিহিত এই ত কাজ,
তাই ত মিলিত দম্পতি আজ, লও লও ভার তার॥
আশীষ বানিয়ে রাখিও সুখে, জলে না পুড়ে না যেন হে দুঃখে,
চাহিও সতত করুণাচোখে, এ সংসার কারাগার॥

[প্রস্থান।

বাদ্যকরগণ, সুমন্ত্র, দশরথ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র,
শতানন্দ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন,
সীতা, ঊর্ম্মিলা, শ্রুতকীর্ত্তি,
মাণ্ডবী, ও পরিচারিকাগণের
প্রবেশ।

দশরথ। গুরুদেব! বয়স্যকে আমি যা যা ক'র্‌তে আদেশ দান ক'রেছিলাম, বয়স্য আমার তাই সম্পাদন ক'রেছে। আজ অযোধ্যাকে যেন যথার্থই স্বর্গ ব'লে ভ্রম হয়।

বশিষ্ঠ। অতি মনোহর, অতি মনোহর! অযোধ্যার প্রতি গৃহেই যেন আজ স্বয়ং লক্ষ্মী এসে অধিষ্ঠিতা হ'য়েছেন। রাজপথ, রাজপ্রাসাদ, রাজোদ্যান, রাজতোরণের ত তুলনাই নাই, এতদ্ব্যতীত অযোধ্যাই যেন পৃথিবীর সমুদায় সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারিণী জননী প্রতিমার ন্যায় বিরাজমানা। এই যে অন্তঃপুরমহিলারা এই দিকে আগমন ক'র্‌ছেন! সুমন্ত্র বরবধূগণকে রমণীদের সম্মুখে ল'য়ে যাও।

কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও পুরনারীগণের
প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। এস মা শ্রীরামজননি, আজ স্বয়ং বৈকুণ্ঠের কমলা, আপনার অঙ্কস্থা হবার জন্য বধূবেশে সমুপস্থিতা হ'য়েছেন।

লও মা রাজমহিষি! অনিন্দ্যা অতুলা জনকরাজনন্দিনীগণকে ক্রোড়ে লও! আসুন শতানন্দ—মহর্ষি বিশ্বামিত্র, আমরা ততক্ষণ অযোধ্যার মহোৎসব দর্শন করিগে।

[শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র সহ প্রস্থান।

দশরথ। আসুন, আমিও আপনাদের অনুগমন ক'র্‌ছি। মহিষি! মহিষি! আজ জন্ম সার্থক কর। ইনিই সেই অযোনিজা মৈথিলী পৃথ্বীদুহিতা সীতা—মহামহিনবর পূজ্যাস্পদ রাজর্ষি জনক যাঁকে যজ্ঞক্ষেত্রে হলকর্ষণে লাভ ক'রে ধন্য হয়েছিলেন, আর এইটী মহারাজারই পালিতা কন্যা—নাম উর্ম্মিলা। আর দুইটী মহারাজ জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঋষিকল্প মহাত্মা কুশধ্বজের কন্যা। ইঁহারা সকলেই সর্ব্বগুণসম্পন্না সম্পূর্ণমণ্ডল শশধরের জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল আনন্দদায়িনী ও অনুপমসৌন্দর্য্যশালিনী! মহিষি! আমাদের কোষাগার পরিপূর্ণ থাক্‌লেও এতদিন এই নিধিচতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ অভাব ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ হ'ল। এখন যাও, সানন্দে বরবধূগণকে ল'য়ে তোমার শান্তিময় সৌধ-ধবলিত মন্দির উজ্জ্বল করগে।

কৌশল্যা। ভগিনী কৈকয়ি, সুমিত্রে! দেখ্‌ছ বোন্! চারু বিচিত্র চারিটী তরুতে—চারিটি সুচারু কাঞ্চনলতিকা আজ কিরূপ শোভা বিস্তার ক'র্‌ছে। যেন চারিটী চন্দ্র—চারিটী চিত্রা বা রোহিণী, চারিটী ইন্দ্র—চারিটী ইন্দ্রাণী,চারিটী বেদ—চারিটী প্রধানা সংহিতা সম্মিলিতা! ঋষিদত্ত চরুর ফল চারিটী আনন্দ, আজ মহানন্দে

পরিণত হ'ল! এস মা গিরিজারূপিণী আয়ুষ্মতী জনকনন্দিনি, এস মা নন্দনপ্রস্ফুটিতা অপরাজিতা পারিজাত-মল্লিকা-নিন্দিতা কুশধ্বজদুহিতাগণ, আজ মা তোমাদের আগমনে অযোধ্যায় রাজ-ভবন আনন্দোৎফুল্ল উর্ম্মিপরিশূন্য প্রশান্ত সাগরবৎ শান্তি-শীতলতা প্রাপ্ত হ'ল। পুত্রবধূর মুখ দর্শনে পুত্রবতী জননী আমরা আমাদের জীবন সার্থক হ'ল। এস মা, পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়েছ, একটু বিশ্রাম ক'র্‌বে চল।

কৈকেয়ী। দিদি! তোমার পুণ্যেই সব, পুণ্যসলিলা জাহ্নবীবক্ষে সকলই বিশুদ্ধ—সকলই পবিত্র! নবদূর্ব্বাদল রাম আমার তোমারই আশীর্ব্বাদে তোমারই মহত্ত্বে মিথিলায় সমগ্ররাজন্ত-গর্ব্বহারী ভগবান ভবানীপতি মহারুদ্রের মহাধনুর্ভঙ্গে সমর্থ হ'য়েছিল। তাই আজ আমরা সেই সামর্থ্যের পরম পবিত্র পুরস্কার লাভ ক'রেছি। রাম আমার বেঁচে থাক্, তার কীর্ত্তিগাথায় আজ আমাদের রঘুকুলরমণীগণের গৌরব বেড়েছে! জয়ন্তজননী শচী-দেবী যে হর্ষ উপভোগ ক'র্‌তে পারেন নি, আজ আমরা তদপেক্ষাও সমধিক আনন্দ অযাচিতভাবে অনুভব ক'র্‌ছি। চল দিদি, পুত্র-বধূগণকে নিয়ে চল, যাদের নিয়ে উত্তপ্ত সংসারীর সংসার-সুখের নিকেতন, যারা বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, যারা কন্যাকাবস্থাতেই আমাদের মাতৃস্থানে আরূঢ়া, সেই সব নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পুত্তলিকাগুলিকে ল'য়ে সংসার-ক্রীড়ার আগারে ক্রীড়া করিগে চল!

সুমিত্রা। তাই বোন্, এই ত নারীজীবনের শেষ আনন্দ! এ আনন্দের আর তুলনা নেই! কত সাধের পুত্র আর কত

সাধের পুত্রবধূ! যে পুত্রবতী রমণী, সেই জানে—এ অমৃতের আস্বাদ কত স্বাদু, কত স্নিগ্ধ, কত কোমল!

কৌশল্যা। চল মা সব, শুভ মঙ্গলধ্বনি ক'রে আমাদের পুত্র-পুত্রবধূদিগে নিয়ে চল! আজ আমার রাম, আমার ভরত, আমার লক্ষ্মণ, আমার শত্রুঘ্ন, কি অমূল্য মণিময়ী মালিকা নিয়ে আমাদের আকাঙ্খাপীড়িত হৃদয়ে ধ'রেছে, তা কি তোরা বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌ না? আজ যদি বৃদ্ধ রাজা স্বর্গ জয় ক'রে আমাদের ইন্দ্রাণী ক'র্‌তেন, তাতেও এ আহ্লাদের কণা-মুষ্টিও লাভ ক'র্‌তে পার্‌তাম না। সমুদায় বসুন্ধরার রত্ন-ভাণ্ডারস্বরূপ সুমেরুর অধি-কারিণী হ'লেও এত সুখিনী হ'তাম না!

পুরনারীগণ। শাঁক বাজানা লো, উলু দে না।

(সকলের মঙ্গলধ্বনি ও মঙ্গলাচরণ)

বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। জল্‌দি সর, জল্‌দি সর, ভিড় কমাও, ভিড় কমাও বাবা সব, একটু জায়গা দাও, পরী উড়বে, পরী উড়্‌বে! আতস বাজী দেখাবে! বেজায় ফাঁদ পেতে আস্‌ছে বাবা! নৈলে সব ফাঁদে প'ড়ে যাবে! এমন পরী দেখনি, দেখ্‌বে না! বহু জায়গায় আমদানী!

দশরথ। কি বয়স্য, তুমি যে আজ একাই শত সহস্র!

বয়স্য। বেজায় হ'য় মহারাজ! এমন দিন আর হয় নি, আর কখন হবে নি! সহস্রের কথা কি ব'ল্‌ছেন, লক্ষ লক্ষ—কোটী

কোটী এরূপ একটা জুটিয়ে কথা ব'ল্‌লেও বরং এক রকম হ'ত! আমার রামধন আজ বিয়ে ক'রে এলেন, একি অল্প আনন্দ! কৈ দেখি, বৌমাদিকে দেখি! বা, বা, বেড়ে বেড়ে, বেড়ে ফুট্‌ফুটে মেয়ে! রং ত নয়, যেন কাঁচাসোণা, বেটী যেন স্বয়ং লক্ষ্মী! দিব্য দিব্য মুখশ্রী, আর এইগুলি বুঝি রাজর্ষি শিরোধ্বজানুজ মহাত্মা কুশ-ধ্বজের কন্যা? সব যেন দক্ষকন্যা রে বাবা, এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ! বেড়ে, বেড়ে, বেড়ে নে বেটীরা আমার পায়ের ধূলো নে। আমি বামুন, গলায় নবগুণ উপবীত ধপ্‌ ধপ্‌ ক'র্‌ছে, দেখ্‌ছিস বেটীরা!

(পদোত্তোলন)

কৌশল্যা। লও মায়েরা, মহারাজের প্রিয়বয়স্য নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের পদরেণু মস্তকে লও। বৎস রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, তোমরাও ব্রাহ্মণ বয়স্যের পদধূলি গ্রহণ কর। আমাদের ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদেই সব! ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদেই তোমাদিগকে লাভ ক'রেছি বাবা!

(সকলের পদধূলি গ্রহণ)

বয়স্য। হা, হা, হা, আমি কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব! হা, হা, হা, মহারাজ! আমি বাছাদের কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব!

দশরথ। যা তোমার ইচ্ছা হয় বয়স্য, তাই ব'ল্‌বে।

বয়স্য। উঁ, হুঁ, হুঁ, কিছু উগ্‌রাচ্চে না কেবল খাবারের কথা মনে প'ড়ছে! মহারাজ! হালুইকারেরা অতি উৎকৃষ্টই

মিষ্টান্ন প্রস্তুত ক'র্‌ছে। নিয়ে এসে বাছাদিকে খাইয়ে দোব? গোটাকতক আমও আহারের জন্য সুবন্দোবস্ত ক'রেছিলাম, সেই কটাই দি, ধর, ধর, রাম আমার, লক্ষ্মণ আমার, ভরত আমার, শত্রুঘ্ন আমার, বৌ মায়েরা, ধর, ধর, নধর মনোহরা নাম্নী মনোহরা মুর্খপ্রস্তুতনাকে ধর। (প্রদান) ইঁহার জন্ম-ইতিহাস শ্রবণ কর, ইনি মর্দ্দিত ঝুনানারিকেল সহিত শর্করা রস অর্থাৎ চিনির রসে ঝুনানারিকেল বাটায় জন্ম লাভ করিয়াছেন, আরও মহারাজ, এই মহাদেবী অতি সরলভাবে যে সে স্থানে বিরাজ ক'র্‌লেও এঁর উপাসকের অভাব নাই। এই দেখুন না কেন, তাহ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন! অয়ি মহাদেবি মনোহরে! একবার মা, তোমার ভক্তের সমাজ মহারাজকে দেখাও ত। এস দেবি! ভক্ত ল'য়ে আগমন কর! (চতুর্দ্দিকে মনোহরা বিক্ষিপ্তকরণ ও সাধারণ বালক ও বালিকাগণ ও রে ও রে—মনোহরা রে, কুড়িয়ে নে, কুড়িয়ে নে বলিতে বলিতে গ্রহণ ও ভক্ষণ) কেমন দেখ্‌ছেন মহারাজ! ভক্তগণ দেবীর মহাসন কোথায় রেখেছেন! ও রে যা, যা, আর মহারাজকে দেখাতে হবে না। থাক দেবি, তুমি এই ব্রাহ্মণের বিরাট উদরে লুকায়িত থাক। (ভক্ষণ) উঁহু, হ'ল না মহারাজ। নর্ত্তকীরা আস্‌ছে, এইখানে একটুকু নৃত্যগীত হবে! এস—এস মনোহরার পর মনোহারিণীরা এই—এইখানে—এইখানে! গীত গাহিতে গাহিতে অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে—সময় সংক্ষেপ, অতি শীঘ্র—

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

ওলো বকুল ফুল, ওলো বকুল ফুল,
দেখ্‌বি যদি, আয় দেখ্‌বি যদি আয়।
রসে ডগ্‌মগ তনু, ল'য়ে সাথে ফুলধনু,
অই অই টুক্‌টুকে বর ক'নে যায়।
আহা রাঙা ঠোঁট দুটী, ঘন ঘন কাঁপে উঠি,
মরি কিবা পরিপাটী, সরোবরে নলিনী খেলায়।
দুইজন ছিল কত দূর, কেউ কারো না শুনিত স্বর,
মন্ত্র পড়ি পুরুতঠাকুর, কি বাঁধনে বাঁধিল তাহায়।

বয়স্য। দূর হতচ্ছাড়ী বেটিরা, এর নাম কি গান? এর শেষকালটা যেন গীতার আধ্যাত্মিক ভাব এল, এতে বাবা, ফূর্ত্তি জমায় না। একটা সাদাসিদে আদিরসের গান ধর্ না!

নর্ত্তকীগণ। গীত।

বল দেখি সই ভালবাসার কি কি উপাদান।
মিছ্‌রি চিনি না নলেন গুড় লো, তার না জানি সন্ধান।
শুনেছিলুম বিধুমুখী, চাঁদে গড়ে বিধি না কি,
চন্দনের রসে ঢাকি, ক'রেছিল তাহার ভেয়ান।
তা নয় রসিক ব'লে, ও দুটোর কলঙ্ক মিলে,
অকলঙ্ক ভালবাসা—অতুলন অমৃত সমান।

দশরথ। বয়স্য! সুন্দর নর্ত্তকী এনেছ, এদিগে পুরস্কার

দিয়ে বিদায় দান করগে। অপরাহ্ন হ'য়ে এল, চল মহিষি! বাছাদিগে ল'য়ে অন্তঃপুরে চল।

[পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনি ও সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপুরীর পার্শ্বপথ।

মুনিমন্যুর প্রবেশ।

মুনিমন্যু। গীত।

আহো বুক ফেটে যায়—বুক ফেটে যায়।
কোথা সিন্ধু গুণসিন্ধু আয় বাপ আয় আয়।

"এই বলি অন্ধমুনি পুত্রশোকে অভিশাপ করিল প্রদান,
ওহে রাজা দশরথ! মম সম পুত্রশোকে যাবে তব প্রাণ।"

গীত।

সেই মুনিমন্যু আমি, সেই হ'তে সদা ভ্রমি,
জলন্ত গরল—জলন্ত গরল—প্রলয়ের বহ্নিপ্রায়।
যাউক অযোধ্যা জ্বলে, ঘোর পুত্র-শোকানলে,
ম'রুক সে বৃদ্ধ রাজা, মম শাপে অচিরায়।

দ্রুতপদে বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। আবার মুনিমন্যু, তুমি এসেছ? তুমি কি জান না, এখনও সূর্য্যবংশহিতকাঙ্ক্ষী বশিষ্ঠ এখানে বর্ত্তমান?

মুনিমন্যু। ব্রাহ্মণ! অভ্রান্ত ঋষিবাক্যের কি অন্যথা হবে?

বশিষ্ঠ। অন্যায় ঋষিবাক্য অন্যথা হবে বৈ কি! অন্ধমুনি পুত্রস্নেহে ক্রোধান্ধ হ'য়ে পুণ্যশ্লোক মহারাজ দশরথের প্রতি অযথা অভিশাপ—তোমাকে প্রদান ক'রেছিলেন! আমি জানি, মহারাজ এতে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলেন!

মুনিমন্যু। গীত।

হা পুত্র হা পুত্র সিন্ধু, কোথা গেলি গুণসিন্ধু,
বৃদ্ধ অন্ধমুনি যে রে (মোরে) রেখে গেছে এ ধরায়॥

বশিষ্ঠ। অভিশাপ! তুমি এখনও স্থির হ'তে পার্‌লে না? আমাকে পর্য্যন্ত আঘাত ক'র্‌ছ! সাবধান, তোমার তপ্ত অশ্রু বশিষ্ঠকেও আজ অস্থির ক'রে তুল্‌ছে!

মুনিমন্যু। ঋষি—ঋষি—তুমি আর মুনিশাপ ব্যর্থ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র না।

বশিষ্ঠ। কি নিষ্ঠুর! কি ব'ল্‌লি, আমি পুণ্যশ্লোক মহারাজের মৃত্যু দর্শন ক'র্‌ব! যাকে আমি আমার আজীবন তপস্যা দানে রক্ষা ক'রে আস্‌ছি, যে সূর্য্যবংশ আমার নিজ শোণিত অপেক্ষাও প্রিয়তর পদার্থ, তাদের অকল্যাণ সাধন ক'রে তোর বাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব! এর চেয়ে বশিষ্ঠের মৃত্যু শ্রেয়স্কর! একবার নয়—শত সহস্র বার শ্রেয়স্কর! কিছুতেই তা হবে না মুনিমন্যু! তোমার শত সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ হবে! ব্রহ্মাবিষ্ণুমহারুদ্রও বশিষ্ঠকে সঙ্কল্পচ্যুত ক'র্‌তে পার্‌বেন না। রাজর্ষি গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র বহু চেষ্টায় তাঁর ব্রহ্মণ্যলাভের সময় যে বশিষ্ঠকে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত ক'র্‌তে পারেন নি, তুমি আজ সেই

বশিষ্ঠকে তাই ক'রছ। আমি মাঝে মাঝে ধৈর্য্যহারা হ'য়ে প'ড়ছি; মুনিমন্যু, ক্ষমা কর; মহারাজ দশরথকে নয়—আমাকে ক্ষমা কর। আমি সূর্য্যকুলরাজবংশধরগণকে পক্ষাবৃত পক্ষিশাবকের ন্যায় রক্ষা ক'রে আসছি, আমার সে পক্ষকে তুমি নষ্ট ক'রো না। মুনিমন্যু, তুমিও বুঝে দেখ, মহারাজ মুনিপুত্রকে হত্যা ক'রবার নিমিত্ত রাত্রিকালে শব্দভেদী বাণ সংযোজন করেন নাই; তিনি মৃগয়াকৌতুকী, মৃগয়ার জন্যই শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ ক'রেছিলেন। কর্ম্ম বা ভাগ্যের ফলে মুনিপুত্র তপস্বী সিন্ধু ইহলীলা সম্বরণ ক'রেছিলেন; আর সেই অন্ধমুনি মহাযোগে কি সে সকল বিষয় অবগত হন্ নি? স্নেহান্ধতা বশতঃই তিনি মুনিবিগর্হিত ক্রোধজালে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে এরূপ অন্যায় অভিশাপ তোমাকে সৃষ্টি ক'রে গেছেন। তাই বলি মুনিমন্যু, এখনও সংযত হও, বশিষ্ঠকে আর বৃথা ক্লেশ প্রদান ক'রো না।

মুনিমন্যু। গীত।

ছলনা ত্যজ হে ঋষি, ধরি তব শ্রীচরণ।
সিন্ধুশোকে দেখ আমার, সর্ব্বাঙ্গ হ'তেছে দহন॥
অন্ধ পিতামাতার কারণ, গিয়েছিল প্রাণধন,
জল অন্বেষণে—
হেন কালে দুষ্ট রাজা, দেখিল না নিজ প্রজা,
বধিল হে প্রাণে,
সেই প্রতিহিংসা ঋষি, কিসে আর বল নাশি,
এক পুত্রশোকে তার ঘুচুক জীবন,
তবে মুনিমন্যু আমি মম থাকিবে বচন॥

বশিষ্ঠ। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়। বশিষ্ঠের আজীব পুণ্য-তপস্যার বিনিময়েও নয়। অভিশাপ! তোমার প্রবল প্রতাপে এই ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের জীবন সংশয় হ'লেও নয়। ক্রোধ ক'র্‌ছি ন মুনিমন্যু! তোমায় মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, তুমি অযোধ্যা হ'তে অন্তর্হিত হও। এ ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা কর।

গীত।

বশিষ্ঠ। মম আশ্রিত জনে মুনিমন্যু দেহ হে আশ্রয়।
ব'ধো না ব'ধো না রাজায়—হবে কলঙ্ক ত্রিলোকময়॥
মুনিমন্যু। ত্যজ ঋষি ত্যজ তুমি ছল, জ্বল মন্যু দীপ্ত ক্রোধানল,
কে তারে ক্ষমিবে, ক্ষমা নাই, সে ত ক্ষমাযোগ্য নয়॥
বশিষ্ঠ। অভিশাপ কর ভস্ম মোরে, মমাশ্রিত জনে কিছু ব'ল না রে,
রাখ নৃপপ্রাণ, কর তারে ত্রাণ, গাহিব তোমার জয়॥
মুনিমন্যু। তা হবে না কভু ঋষি! ঋষি অভিশাপ ব্যর্থ নাহি হয়॥

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পল্লীবালকগণের প্রবেশ।

পল্লীবালকগণ। জয় সীতারামকি জয়, জয় সীতারামকি জয়

(ছড়া)

"শুন শুন হে অজের কুমার,
ভরিল খ্যাতি ভুবনে তোমার।

জনকদুহিতা বিবাহ করি,

তাহাতে ভাসালে যশের তরী।"

জয় সীতারামকি জয়, জয় সীতারামকি জয়, জয় সীতারামকি জয়। (হাস্য ও করতালি প্রদান)

গজকচ্ছপের প্রবেশ।

গজকচ্ছপ। নে, লাগা খুব হাততালি, রামা বেটা যখনই বেরুবে তখনি এই ছড়া ধর্‌বি। কিছুতেই ভয় খাবি না। দেখি রামা চটে কি না! বাবা বেটা ত রামার কথা ব'ল্‌তেই অজ্ঞান! শ্রাবণের ধারার মত লাল ঝরে! দেখা যাক না একবার পরক ক'রে যদি রামাকে চটাতে পারিস্‌—তা হ'লেই বাস্‌।

১ম পল্লীবালক। আগো গজাই মামা, ছড়ায় রাজপুত্তুর রাম ত চটে না।

২য় পল্লীবালক। হাসে—হাসে! বলে, ভাই সব, এ কবিতা কা'র রচনা?

৩য় পল্লীবালক। আমি ব'ল্লাম গজকচ্ছপ দাদা শিখিয়েছে, অমনি সে একটা সোণার টাকা আমার হাতে দিয়ে ব'ল্লে এইটা তোমার দাদাকে দিও, এ রচনায় পারিপাট্য আছে। আবার আমাদিগে সন্দেশ খেতে পয়সা দিলে। কৈ দাদা, সে ত চ'ট্‌ল না।

গজকচ্ছপ। চ'ট্‌বে চ'ট্‌বে—দে আমার টাকা দে। (গ্রহণ) আরে, রামা বেটাটা কি হাঁদা! ঠিক বাবার মতন! চ'ট্‌বে—

ক্তা না হ'য়ে হাসে! যাক্, তোরা ও ছড়া ছাড়স্ নে, দেখ্লি ত ছড়ায় সন্দেশ মিলে। ধর্—ধর্—

সকলে। "শুন শুন হে অজের কুমার,

ভরিল খ্যাতি ভুবনে তোমার।

জনকদুহিতা বিবাহ করি,

তাহাতে ভাসালে যশের তরী।"

জয় সীতারামকি জয়, জয় সীতারামকি জয়, জয় সীতারামকি জয়। (হাস্য ও করতালি প্রদান)

বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। ফের, আবার। কি কুচুটে ছেলেগুলো বাবা! রাজার ছেলেকে শ্লেষ! বেটাদের গর্দ্দান যাবার ভয় নেই। এই যে দেখ্‌ছি, আমার বংশোজ্জ্বল রত্নও ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকবৎ এদের দলে এসে জুটেছেন। এমন না হ'লে ছেলে, এ ছেলে না হ'লে—কুল রাখ্‌বে কে?

গজকচ্ছপ। ওরে, ওরে, ঐ কে একজন আস্‌ছে, ছড়া ধর্, ছড়া ধর্. কারেও ভয় খাস্‌নি!

সকলে। "শুন শুন হে অজের কুমার,

ভরিল খ্যাতি ভুবনে তোমার,

জনকদুহিতা বিবাহ করি,

তাহাতে ভাসালে যশের তরী।"

জয় সীতারামকি জয়, জয় সীতারামকি জয়, জয় সীতারামকি জয়। (হাস্য ও করতালি প্রদান

বয়স্য। (স্বগত) দেখ্‌ছ বাবা—ছেলের ইংরিমি! বলি হাঁ রে গজাই, তুই কি আমায় রাজ্য হ'তে তাড়া.ব, না তোর কি মৎলবখানা বল্ দেখি ?

গজকচ্ছপ। বলি মহাশয়! কে আপনি ? আপনাকে ত আমি চিন্‌তে পার্‌ছি না! কেমন বন্ধুগণ! তোমরা কি এই আগন্তুক অভ্যাগতকে চেন ?

১ম পল্লীবালক। আগো গজাই মামা, ব'ল্‌ছ কি! তোমার বাবাকে তুমি চিন্‌তে পা.র্‌ছ না ?

গজকচ্ছপ। বাবা ? কার বাবা ? বাবা শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ? বাবাকে কিরূপে লাভ করা যায়। বাবা ত একটা উপাধি মাত্র! ভগবানের বিশ্বরাজত্বে এমন বাবা যাকে তাকে ব'ল্লেই হ'ল।

বয়স্য। হা প্রণয়িনি! কোথায় তুমি, তোমার রত্নগর্ভে যে এমন কুলরত্ন সন্তান জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে—তা ত স্ব.প্নও ভাবিনি! হারে গজাই, হ'লি কি ? তোর মৎলবখানা কি ? বাবা! আমাকে একবারে থ ক'রেছিস্! মৎলবখানা কি বল্ দেখি ?

গজকচ্ছপ। কেন, তুমি আমার কি মৎলবটা দেখ্‌লে যে, যেখানে সেখানে এমন কথা ব'ল্‌ছ ? জান, এরা সব আমার বন্ধুলোক! এদের কাছে—আর বাবাগিরি ফলিও না, এতে আমার মাথা হেঁট হয়।

বয়স্য। দেখছ, নফরবন্দা ছেলের কথাবার্ত্তা!

গজকচ্ছপ। কথা আবার বার্ত্তা, বাবা তোমার একেবারে ভাষাজ্ঞান নেই! কি পরিতাপ!

বয়স্য। বলি গজকচ্ছপ, হয় তুই এ রাজ্যে থাক্, নয় আমাকে বল্ যে, তুমি এ রাজ্যে থেকো না। একি সহ্য হয়! শ্লেষে রাজপুত্রকে এ সব কথা বলা! গুণনিধি রাম আমার এ সকল শুন্‌লে কি মনে ক'র্‌বেন।

গজকচ্ছপ। হাঃ—হাঃ, তাই ত বলি বাবা, তুমি আর বেশী কথা কয়ো না, তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই। দেখ, ও সব পুরণ কেলে মান্ধাতার আমলে বাবাগিরি আর এ ত্রেতাযুগে চ'ল্‌বে না! এই দেখ, সোণার চাঁদ—রূপচাঁদ নয়, সোণার চাঁদ! ঐ এক কবিতা রচনা ক'রেই তোমার ভেড়াকান্ত রামকে মুগ্ধ ক'রেছি! আমাকে সে অযাচিতভাবে এই সোণার চাঁদ উপঢৌকন দিয়েছেন! ছিঃ বাবা, তুমি গজাইকে জন্ম দিয়েও গজাইয়ের বিরাট কেরামতিটা বুঝলে না—এই আমার দুঃখু। এই ছেলেগুলো এই ছড়া তোমার রামের কাছে বলে, তাতেই তোমার রাম কবিতারচয়িতার উপর বেজায় সন্তুষ্ট হ'য়ে—এই সোণার চাঁদ! বুঝ্‌লে?

বয়স্য। বলে কি, সত্যি নাকি! আহা! ধন্য রাম আমার, ধন্য তোমার ভাবুকতা! তুমি গুণগ্রাহী, সারগ্রাহী, ভাবগ্রাহী; তুমি কবিতার শ্লেষের তিরস্কারকে গ্রাহ্য না ক'রে তার গুণভাগই গ্রহণ ক'রেছ। তাই তাতে পুরস্কার দান ক'রেছ। এই বালকবয়সেই তোমার এত ধৈর্য্য! ওরে গণ্ডমূর্খ্যু কুলাঙ্গার, এতেও তুই আমার রামকে কটুভাষা প্রয়োগ ক'র্‌ছিস্? দেহ বদ্‌লে আয়, তবে যদি রামচরিত্রের কণার কণা লাভ ক'র্‌তে পারিস্! স্বর্গ আর নরক, মুক্ত আর ঝিনুক, ধ্রুবতারা আর জোনাকী-

পোকা, ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল—এদের মধ্যে যত তফাৎ—তোর সঙ্গে আমার রামের তত তফাৎ।

গজকচ্ছপ। না, পোষাল না, চল্ রে ভাই, আমরা পাড়ার দিকে যাই, কোথায় বাবাশূন্য দেশ আছে, সেই দেশ দেখিগে চল্। এ বাবা বাঘের পেছুনে ফেউ লেগেই আছে! কোথায় ছেলের বাহাদুরী দেখে বাপের আমোদ হবে, তা না হ'য়ে—আমাকে অপমান! পুরস্কারের বদলে কিনা তিরস্কার! দূর হোক্—ধর্ রে ভাই ছড়া ধর্, আমি আর কারেও ভয় করি না!

পল্লীবালকগণ। "শুন শুন হে অজের কুমার,
ভরিল খ্যাতি ভুবনে তোমার।
জনকদুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরী।"

[হাস্য ও করতালি দিয়া গজকচ্ছপের সহিত প্রস্থান]

বয়স্য। যমের অরুচি, যমের অরুচি, উঃ—কি অবাধ্য সন্তান! এতেও লোকে পুত্রের পিতা হতে বাঞ্ছা করে! পত্নী চিরবন্ধ্যা হোক্, বংশ নির্ব্বংশ হোক্, তবু আর পুত্র কামনা করি না। আমার রহস্য টহস্য একেবারে গেছে! বুকের ভিতরে যেন কুলকাঠের আঙ্‌রা জ্বল্‌ছে! কেউ যেন সেকুল কাঁটাতে বিঁধে টানছে! মাথা যেন কুমারের চাকের মত ঘুরছে! হে ভগবন্! এই জ্বালা কি শুধু আমার—না আমার প্রতিবাসীরও আছে! তারাও কি আমার মত জ্ব'লে পুড়ে ম'রছে! তারাও কি আমার মত দুর্ভাবনায়

সারারাত্রি জেগে অস্ত্রের উদ্গার করে! অহো ভগবন্! এক মৃত্যু ভিন্ন বুঝি এ রোগের আর ঔষধ নাই!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদোদ্যান।

সীতা ও উর্ম্মিলার প্রবেশ।

সীতা। দেখ্ অমন ক'র্‌লে আমার সঙ্গে ব'ন্‌বে না বোন্!

উর্ম্মিলা। কেন দিদি! আমি তোমার কি ক'র্‌লুম?

সীতা। তুই কি এক মুহূর্ত্তও ঠাকুরপোর কাছে থাক্‌বি না? আমার কাছে তোর কি বল্ দেখি?

উর্ম্মিলা। তুমি যে আমায় ভালবাস।

সীতা। কেন বোন্‌টী, ঠাকুরপো কি তোমায় ভালবাসে না?

উর্ম্মিলা। তুমি আমায় মায়ের চেয়েও ভালবাস।

(সীতার অঞ্চল ধারণ)

সীতা। কেন উর্ম্মিলা, সত্যি বল্ না বোন, ঠাকুরপো কি তোকে ভালবাসে না? আমার কাছে ব'ল্‌তে লজ্জা কি?

উর্ম্মিলা। দিদি, তোমার ভালবাসায় আমি সব ভুলে যাই! মিথিলা হ'তে যখন অযোধ্যায় এলুম, তখনও বুঝ্‌তে পারি না যে, আমি মিথিলায় বাপমাকে ছেড়ে যাচ্চি।

সীতা। তা ত আমি তোকে ছেলেবেলা হ'তেই জানি বোন্,

তুই আমায় বড় ভালবাসিস্, কিন্তু আমি যে কথা তোকে প্রশ্ন ক'র্‌ছি, তার উত্তর কি বল্ না ?

উর্ম্মিলা। তার পর দিদি, তোমার ভালবাসায় এ অযোধ্যায় একদিনের জন্যও মাকে আমার মনে পড়ে না।

সীতা। দুষ্টু মেয়ে! ব'ল্‌বি না, আমায় বুঝি তুই আন কথায় ভুলুতে চাস্! (চিবুক ধরিয়া) আজ তোকে কিছুতেই ছাড়্‌ছি না, ব'ল্‌তেই হবে—সত্যি সত্যি ঠাকুরপো তোকে ভালবাসে কি না ?

উর্ম্মিলা। আমি আগে ঐ ফুলটা তুলে আনি দিদি, আজ তোমায় মনের মত ক'রে ফুলের রাশিতে সাজিয়ে দোব। আমি পূজো ক'র্‌ব, আর একজন এসে তোমায় পূজা ক'র্‌বেন ব'লেছেন।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

সীতা। লজ্জাবতী উর্ম্মিলা কিছুতেই স্বামীর ভালবাসার কথা ব'ল্‌বে না। স্বামীর কথা ব'ল্লেই কিশোর-যোগিনী সরলা আমাকে উন্মনস্ক ক'র্‌বার চেষ্টা করে, সে চেষ্টায় আবার তার বালিকাসুলভ সারল্যই সমধিক প্রকাশ পায়। তাতে এত কমনীয়তা যে নিজেকে নিজে আমি হারিয়ে ফেলি! পূর্ব্ব জন্মের অনেক পুণ্যের মহিমায় এ জন্মে উর্ম্মিলাকে আমি বাল্যে ভগিনী—যৌবনে শ্বশ্রুগৃহেও আর্য্যপুত্রের ভ্রাতৃপত্নীরূপে লাভ ক'রেছি। আহা। তার পদ্মতুল্য সুন্দর মুখখানিতে যেন স্বর্গের করুণা-মহিমা—গঙ্গাযমুনার বিশুদ্ধতা এসে ছেয়ে-

রেখেছে। সে পবিত্র সুন্দর মুখখানি যখনই দেখি, তখনি আর্য্য-পুত্রের ক্ষণিক বিরহের তাপও অনুভব ক'র্‌বার সময় পাই না। তার পর—দেবর লক্ষ্মণ—আ মরি মরি, উভয়ের আর উপমা নেই! যেমন আকাশ আর সমুদ্রের উপমা পরস্পর, উভয়েই দিগন্তবিস্তৃত—অনন্ত আর অসীম, উভয়ের মধ্যে একটীকে ত্যাগ ক'রে অপর কোনটীর সহিত উপমা দেওয়া যায় না, এও তাই, উভয়েই উভয়ের উপমার স্থান। উভয়েই চিরস্নেহময়, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বশ্য। আর্য্যপুত্র আর আমাকে যেন সেই হীরক-তরু আর কাঞ্চন-লতিকাটী পিতামাতা হ'তেও মহা উচ্চ সুবর্ণময় আসনে সংস্থাপন ক'রে দিবারাত্রিই পূজা ক'র্‌ছে। সে পূজার উপকরণই আবার কি! সে পদার্থ মর্ত্তের নয়—স্বর্গেরও নয়, আপনাদের—আত্মসম্ভূত—ভক্তিসারল্যের অতুল্য অবর্ণনীয় মহামূল্য সম্পদ্। সে সম্পদ কুবেরের রত্ন-ভাণ্ডারেও দুষ্প্রাপ্য। ধন্যা আমি, আমার তুল্য জগতে সৌভাগ্যশালিনী আর কে? যার স্বামী মহাগিরির ন্যায় অটল, ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিধারী, বিশ্বপূজ্য চরিত্রশালী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, যার শ্বশুর ধর্ম্মাত্মা, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সসাগরা ধরার একচ্ছত্রাধিপতি ও রাজোচিত মর্য্যাদায় সমগ্র রাজন্যবর্গের অগ্রণী, যার শ্বশ্রূ পতিব্রতা, সাধ্বী, যশঃস্বিনী, প্রিয়ভাষিণী, যার দেবর চিরসুহৃৎ, চিরসেবক, যার দেবর-জায়া—সতত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী—নৈতিক মহিমার প্রতিমারূপিণী,—তার সমান পৃথিবীতে আবার ভাগ্যবতী কে!

ফুলহস্তে উর্ম্মিলার প্রবেশ।

উর্ম্মিলা।　　গীত

ইন্দুনিভাননা ইন্দীবরাননা এস এস দিদি, নির্ম্মলহাসিনী মধুরভাষিণী।

(তোমায় সাজাব আজ মনের মত, হের ফুল্ল ফুল কুমুদ কমল,

মল্লিকা মালতী এনেছি তুলে,

তোমার লীলা লবেবিত মন্দ মারুত চালিত অঙ্গে দিব ব'লে)

সাজ সাজ ফুলরাণী, ফুল্ল অঙ্গে ফুল দানি,

নয়ন ভরিয়া আমি—নেহারি সুষমারাশি কমলারূপিণী।

(কিবা রূপের তরঙ্গ চলে রে, দেবী মন্দাকিনী পরে)

ফুলহার পর পর. সীমন্তে সিন্দূরধর,

আজি নারায়ণবামে বিরাজিতা হবে নারায়ণী;

ফুলময় সিংহাসনে, ফুলময়ী সীতা সনে, নিহারিবে ভক্তগণে,

অপরূপ রামরূপ যুগলপ্রতিমাখানি॥

(আমরা মনের সাধে দেখব দিদি, জয় সীতারাম জয় সীতারাম ব'লে)

সীতা। হ'য়েছে, উমু আমার, হ'য়েছে? ভালবাসারূপ মহাসমুদ্রের উর্ম্মি বোন উর্ম্মিলা আমার, সাধ মিটেছে বোন্! আমি তোমার সাধ মিটুলুম, তুমি আমার সাধ মিটাও।

উর্ম্মিলা। দিদি, তোমার কি সাধ?

সীতা। আমার কোলে আয় বোন, কোলে ব'সে বল্ দেখি, ঠাকুরপো তোকে কেমন ভালবাসে?　　(ক্রোড়ে গ্রহণ)

উর্ম্মিলা। আমার বড় লজ্জা করে দিদি! আমি যে তোমার দাসী।

সীতা। দাসী? উমু আমার দাসী? উমু আমার সাগর-

সেঁচা উজ্জ্বল মুক্তোর কণ্ঠী! উমু আমার আদৃত হীরকজড়িত পদ্মকাঞ্চনের বুকের হার! সে আমার ভালবাসার স্বর্ণ-কিরীটিনী রাজলক্ষ্মী! বল্, বল্, উমু! ঠাকুরপো তোকে ভালবাসে কি না, তোর মুখে আমি তা আজ শুন্‌ব।

উর্ম্মিলা। দিদি, বড় লজ্জা ক'র্‌ছে।

সীতা। আমার কাছে লজ্জা ক'র্‌বি, তবে বুঝি ঠাকুরপো ভালবাসে না?

উর্ম্মিলা। ভালবাসে না? দিদি, এমন কথা ব'লো না, তাঁর ভালবাসার তুলনা নেই। সে ভালবাসা আকাশের চেয়েও বড়, সাগরের চেয়েও অসীম, সে ভালবাসা-তরু পল্লবিত, পুষ্পিত, সদ্য যৌবনে সে ভূষিত।

সীতা। সুখিনী হ'লুম বোন্! তুমি আমার চিরস্বামি-সোহাগিনী হ'য়ে থাক, এই সীতার আশীর্ব্বাদ, এই সীতার আহ্লাদ। উমু, সংসারে স্বামী বাড়া আর ধন নেই! স্বামীই স্ত্রীর সর্ব্বস্ব। তুমি আমার সেই স্বামিসোহাগে সমাদৃতা—এর চেয়ে আর আমার আনন্দ কি! আচ্ছা, উমু, তোকে আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, বল্‌বি ত?

উর্ম্মিলা। কি দিদি!

সীতা। সত্যি বল্‌বি, আচ্ছা উমু, তুই আমার কাছে এমন ক'রে দিনরাত্রি থাকিস্, তাতে ঠাকুরপো তোকে কোন কথা বলে না?

উর্ম্মিলা। কি ব'ল্‌বেন দিদি, তোমার কাছে থেকে

তোমার সেবা ক'র্‌তে—তাঁরই ত আদেশ। তিনি আমার নাম ধ'রে ব'ল্লেন, উর্ম্মিলা! রামসীতার সেবা-পূজাই আমাদের স্ত্রীপুরুষের উভয়েরই জীবনের ধর্ম্ম। দেবী সীতা যাতে সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন, এই তোমার কার্য্য, আর আর্য্য প্রভু রামচন্দ্র যাতে নিয়ত সন্তুষ্ট থাকেন, এই আমার কর্ম্ম। রামসীতাই আমাদের জীবনের কাম্যফল! আমাদের ইষ্টদেবদেবীই তাঁরা, তুমি সর্ব্বদা দেবীকে প্রসন্ন রাখ্‌তে যত্ন ক'র্‌বে।

সীতা। তা জানি উমু, তবু তোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম। ঠাকুরপোর গুণ আমি এক মুখে বল্‌তে পারি না। লোকে অভীষ্ট বিগ্রহকে যেরূপে পূজা করে, ঠাকুরপোও সেইরূপ আর্য্যপুত্রকে মান্য করে। আমাকেও সেইরূপ জননী-সম্মানে সম্মানিত করে। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যে আমি এ সকল পেয়েছি। ঐ শ্রুতকীর্ত্তি—মাণ্ডবী নয়?

শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবীর প্রবেশ।

মাণ্ডবী। দিদি, উমু বুঝি তোমায় পূজো ক'র্‌লে! আমরা কি ক'র্‌লুম দিদি!

শ্রুতকীর্ত্তি। আমরাও দিদিকে পূজো ক'র্‌বো। দিদি তুমি সেজদির পূজো নিলে, আমাদের পূজো নিবে না?

সীতা। (মাণ্ডবীর চিবুক ধরিয়া) গীত

ফুল নলিনী, কেন এত আকুল।

অশ্রুবাষ্পিতা ছল্ ছল্ আঁখি কেন রে সোণার ফুল।

কেন রে সোহাগ সোহাগ করে, কাঁপাইয়া ঠোঁট আছ মানভরে,
অভিমানিনী,—
আয় আয় বুকে—দুলালী আমার ঘুচা বোন্ মর্ম্মশূল,
আমার হৃদয়-মরুর শ্যামা লজ্জাবতী লতা স্নেহের মুকুল।

ঊর্ম্মিলা। ঐ দিদি, আর্য্যপুত্র আস্‌ছেন।

মাণ্ডবী। চল্ উমু, পালাই চল্। আয় লো আয় মাণ্ডবী!

[সীতা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

রামের প্রবেশ।

রাম। মৈথিলি! আমি এসে তোমাদের আনন্দে বিঘ্ন দান ক'র্‌লুম। আমি জান্‌তাম, তুমি একাই আছ।

সীতা। ঊর্ম্মিলা কি আমায় একা থাক্‌তে দেয় নাথ!

রাম। এ দিকে লক্ষ্মণেরও আমার তাই, এতক্ষণ সে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। আবার এক বায়না ধ'রেছে, আজ সে তোমাকে—আমাকে পূজা ক'র্‌বে, তাই অদূরস্থ লতা-নিকুঞ্জে ফুল তুল্‌ছে।

সীতা। এই যে এতক্ষণ ঊর্ম্মিলা আমাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে গেল, কিছুতেই ছাড়্‌লে না।

রাম। সুন্দর দেখিয়েছে! সীতা যেন আমার সে সীতা নয়, যেন প্রমোদোদ্যানের ফুলেশ্বরী—অধিষ্ঠাত্রী।

সীতা। তবে আমি বড়মা'র কাছে যাই। (গমনোদ্যত)

রাম। কেন সীতা—রামের সান্নিধ্য কি ভাল লাগ্‌ছে না?

সীতা। এ কথাটা কিন্তু আর্য্যপুত্রের সঙ্গত হ'ল না। কে না

জানে কুমুদী-চন্দ্রেরই পিপাসা! কোন্ পৃথিবীবাসী না স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করে?

রাম। তবে তুমি মা'র কাছে যাই ব'লে, যাচ্ছিলে কেন?

সীতা। আপনি দাসীর অধিক সম্মান করেন ব'লে! কেন নাথ, দাসীর এত প্রশংসা? আমি আপনার শ্রীচরণেরও যোগ্যা নই, সীতার পূর্ব্বজন্মের তপস্যায় এই নরশ্রেষ্ঠ দেবতুল্য স্বামী আপনাকে পেয়েছি। এত গৌরব কার? এত সুখিনী কে? যখন আপনার পদ্মসদৃশ পদ দু'খানি দেখি, তখনি আমার চক্ষে সংসারসুখের শেষ দৃশ্য এসে পৌঁছায়, অমনি নারী-সুখের একটা গর্ব্ব, একটা অভিমান, একটা আত্মশ্লাঘা স্বতই হৃদয় মধ্যে প্রণোদিত হ'য়ে উঠে। নমিত প্রাণ আনন্দে স্ফীত হ'য়ে পড়ে। কেন নাথ! এর অপেক্ষা আরও গৌরব আমার? সে গৌরব চাই না, মনে হয়, উচ্চ মহাগিরিশৃঙ্গের উপর যেমন শূন্য আকাশ, তেমনি অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রের তলের পরেও কোন দুঃখজনক অজ্ঞাত রাজ্য!

রাম। চারুচরিত্রে! ঐ স্বভাবশৃঙ্খলেই ত তুমি রামকে অবাধে বেঁধেছ। একাধারে রূপগুণের সংমিশ্রণেই এই মুগ্ধ রামের তুমি ভ্রান্তিদায়িনী। সে বিষয়ে অপরাধী কে? সীতা—সীতা, এত রূপ মানবীর কেন হয়, এত গুণ মানবী কেন ধরে! তুমি যে আমায় সব ভুলিয়েছ! যখন আমি প্রণয় চাই, তখন তুমি প্রণয়িনী হ'য়ে সম্মুখে দাঁড়াও, যখন প্রাণ আমার সখ্যভাবে আকুল হ'য়ে উঠে, তখন তুমি সখী হ'য়ে আমার প্রাণকে

পুলকিত কর, যখন আমার কোন শুশ্রূষা ক'রবার জন্য পরিচারিকার আবশ্যক হয়, তখন তুমি দাসী হ'য়ে আমার সেবায় রত থাক। আমি তোমায় সকল ভাবেই লাভ ক'রেছি। এ সৌভাগ্য কার? রামময়জীবিতা সীতা—এতে সীতার গৌরবের সঙ্গে রামেরও গৌরব জড়িত। তাই ত সীতা, তোমার এত প্রশংসা করি। বল দেখি হাস্য-প্রফুল্ল কমলিনি, তাতে কি তুমি রাম-প্রভাকরের প্রতি অপ্রসন্ন হও?

সীতা। আর্য্যপুত্র, বলুন বলুন, পৃথিবী আর স্বর্গে প্রভেদ কি! কেন পৃথিবীবাসী স্বর্গবাসী হবার নিমিত্ত কামনা করে! সুখের শেষ কোথায়—সুখের উপাদানে কোন্ কোন মহার্ঘ রত্ন আছে? যদিও স্বর্গের সুখ অনুভব করি নাই, কিন্তু সুখ ত সুখ, সুখের উপর যে সুখ, সে সুখ কি আর্য্যপুত্রের সহবাস হ'তেও অধিক সুখ? যদি সে সুখ অধিক হয়, তাহ'লেও সে সুখ চাই না, আপনার সান্নিধ্যসুখই আমার স্বর্গ হ'তেও উচ্চ, মন্দাকিনীসলিল হ'তেও পবিত্র, আপনি আমার বৈকুণ্ঠের নারায়ণ। ঐ যে ঠাকুরপো আস্‌ছে।

ফুলহস্তে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম। এস ভাই এস, সীতাকে আমি তোমার কথা ব'লেছি।

লক্ষ্মণ। দেবি, লক্ষ্মণের বাসনা পূর্ণ করুন।

সীতা। দেবর! আর্য্যপুত্র বা আমার তোমাকে অদেয় কি আছে? তুমি এবং উর্ম্মিলা—আমাদের দুই জনের যে দুই চক্ষের তারা।

রাম। দক্ষিণ হস্ত আর বাম হস্ত! রাম-লক্ষ্মণ যে কায়া-ছায়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভাই!

লক্ষ্মণ।

গীত

ওরে ফুল ভালবাসায় ভুলে যাস্ না।
চরণে শরণ নিয়ে কর্ কর্ কাম্য সাধনা॥
হরিতনবদূর্ব্বাঙ্গ রাম, সীতা বিদ্যুৎবরণী,
তোর হৃদারণ্য মাঝে নে রে বালারুণদীপ্তিখানি,
আলোকে পুলক প্রাণে, ধাও রে ফুল ফুল্লমনে,
সীতারাম শ্রীচরণে গিয়ে প্রেমানন্দে ভাস না,
বলি "সীতারাম সীতারাম" অবিরাম ঘুচা শমন-তাড়না॥

ইষ্টদেবতা, সর্ব্বস্বপ্রভো! দীন লক্ষ্মণের অনবদ্য প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর।

রাম। } প্রাণের লক্ষ্মণ! তোমায় এ ভক্তির পুরস্কার, আমা-
সীতা। } দের এই স্নেহের চুম্বন ভাই! (চুম্বন)

রাম। চল লক্ষ্মণ! এখনও পিতৃদেবের পাদোদক লওয়া হয় নাই। এস দেবি!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[বশিষ্ঠ-আশ্রম, নির্জ্জন স্থান]

বশিষ্ঠ আসীন।

বশিষ্ঠ। বিশ্বাধিপ সম্রাট্ দশরথ কি বশিষ্ঠের রক্ষণীয় নয়? যথার্থ শিষ্যের নিশ্চিত আসন্ন বিপদে যথার্থ গুরুর কর্ত্তব্য কি?

স্ফুরিতবিদ্যুৎপ্রভ মুনিমন্যুর উৎকট ভ্রুভঙ্গী দেখে বশিষ্ঠ শঙ্কিত হবে? নিশ্চিন্ত থাক্‌বে? সামর্থ্যের আয়ত্ত না হোক—চেষ্টার ত অতিরিক্ত নয়। কে না জানে, বশিষ্ঠের আশ্রিত—এই পবিত্র পুণ্যবেদী সূর্য্যবংশ। এই বশিষ্ঠনিষেবিত পুণ্যবেদীর স্বুবর্ণ ঘট প্রবল ঝঞ্ঝায় যদি বেদীচ্যুত হয়—তাহ'লে—তার দায়ী কে? অহো আত্মস্থ হ'তে পার্‌ছি না। ধন্য মায়াময়ের মায়া! সংসার কি দুর্গম! যে প্রবাহ একবার সাগরে সম্মিলিত হ'য়েছে, যে আয়ুর অংশ একবার ব্যয়িত হ'য়ে গিয়েছে, সে কি আর পুনরাবর্ত্তন ক'রবে! হা স্নেহার্দ্র তাপস, মিথ্যা পুত্রস্নেহে তুমি জ্ঞানী হ'য়েও এ কুবাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলে কেন? তুমি ত জান্‌তে—নীতি-আঢ্যবান্‌ রাজোচিত গুণধারী দশরথ নিষ্পাপ; তাকে তোমার অভিশাপ প্রদান করা কি সঙ্গত হ'য়েছে? কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য—হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমায় কর্ত্তব্য বুদ্ধি দান কর। একদিকে মুনিকথিত বাক্য মিথ্যা হয়, অন্য দিকে হে ব্রহ্মণ্যদেব! তোমার দাসানুদাস অহিংস তপস্যাদিপরায়ণ দশরথের আয়ু শেষ ঘটে—এই ধনধান্যসমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যা-লক্ষ্মী অনাথা হ'ন। বশিষ্ঠের চক্ষের সম্মুখে সে দৃশ্য—অতি শোকাবহ—অতি দুঃখপূর্ণ!

বামদেবের প্রবেশ।

বামদেব। প্রত্যক্ষদেবতা পিতৃদেব! ভৃত্য বামদেবের প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

বশিষ্ঠ। এস বৎস! ধ্যানে ও সংযমে অটলচিত্ত হও।

তোমার ইষ্টদায়িনী তপস্যা ফলবতী হ'ক। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে এত বেদনাতুর দেখ্‌ছি কেন ?

বামদেব। আপনার উগ্র চঞ্চলতায় আজ আমি অতি ব্যথিত হ'য়েছি পিতা! আপনি গতকল্য সমস্ত নিশীথিনী আদৌ নিদ্রা যান নাই। আমি ধ্যানসমাপনান্তে দেখ্‌লাম, পৌর্ণমাসী চন্দ্রিকালোকে সমুদ্ভাসিত এই জীর্ণ কুটিরে আপনি ম্রিয়মাণহৃদয়ে তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌ছিলেন! মারুত-হিল্লোলে সেই তপ্ত নিশ্বাস শনৈঃ শনৈঃ যেন এই সমগ্র ফলশস্যাভরণা পুষ্পিতা অরণ্যানীকে উষ্ণ ক'রে তুল্‌ছিল। তৎকালে সে মূর্ত্তি দর্শন ক'রে আমি আপনার সম্মুখে অগ্রসর হ'তে সাহসী হ'লাম না। ভাব্‌লাম, পিতার এ ভাবান্তর—অচিন্তনীয়! প্রশান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ সমুত্থিত! সুদৃঢ় অটল সুমেরু আর্দ্র ও বিচঞ্চল। সংযমে পৃথিবী জয়ের শক্তি—আজ তৃণাহত হ'য়ে প'ড়েছে। তখন প্রাণে অতি বেদনা পেলাম পিতা! তদবধি আমারও কোন কার্য্য হ'ল না, কেবল আপনার নিকট সমাগত হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার জন্য সময় ও সুবিধা অন্বেষণ ক'র্‌তে লাগ্‌লাম।

বশিষ্ঠ। প্রাণাধিক পুত্র! তোমার অনুমান ধ্রুব। সত্যই আজ আমি বিচঞ্চল, সত্যই আজ আমি আত্মহারা, সত্যই আমি আজ অস্তিত্বশূন্য। আমার সংযমের বিশাল সমতল ক্ষেত্র আজ ভীষণ ভূমিকম্পে বন্ধুর ক্ষেত্রে পরিণত হ'য়েছে। উর্ব্বর স্থানে কণ্টকিলতা জন্মেছে। বৎস! জান না কি সূর্য্যকুলের রাজবংশধরগণ আমাদেরই চির আশ্রিত ?

বামদেব। জানি পিতা!

বশিষ্ঠ। তবে তপস্যাপরায়ণ জ্ঞানবান পুত্র! যদি সেই সূর্য্যকুলাকাশের ধ্রুব নক্ষত্র আজ ভূতলশায়িত হবার উপক্রমিত হয়, তাহ'লে সেই সূর্য্যবংশাশ্রয়কারীর প্রাণ কি নিষ্কম্প—সুস্থির হ'য়ে অবস্থান ক'র্‌তে পারে? তাই চঞ্চল হ'য়েছি, তাই অস্থিরতা—অসংযমিতা আজ বশিষ্ঠের হৃদয়রাজ্যে এসে উদয় হ'চ্ছে। বৎস! তুমি ত বিদিত আছ যে মহারাজ দশরথের প্রতি সেই বালক সিন্ধুর পিতা পুত্রশোকাতুর তাপসের অভিশাপ! সেই মুনিমন্যু—আজ প্রদীপ্ত ভাস্কর-প্রতিম হ'য়ে মহারাজের ধ্বংসের জন্য অযোধ্যায় বিচরণ ক'র্‌ছে। আমি তাঁকে অনেক মিনতি ক'র্‌লেম, ক্ষমা চাইলেম, কিছুতেই নয়, কিছুতেই সেই মুনিমন্যু—আমাকে গ্রাহ্য ক'র্‌লে না! উত্তরোত্তর তার সৃষ্টিনাশী তেজ উদ্দীপন ক'র্‌তে লাগ্‌ল! আমি আশ্রমে এসে মনে মনে সেই বিষয়েরই আলোচনা ক'র্‌ছি। প্রাণাধিক বামদেব! উপায় কর। সূর্য্যবংশাধিরাজ মহারাজ দশরথকে রক্ষা কর। আপনাদের কুলধর্ম্ম রক্ষা কর, গুরুকুলের গৌরব বিধান কর! আজ যদি আজীবন পুণ্যতপস্যার বিনিময়েও মহারাজকে রক্ষা ক'র্‌তে পার, তাহ'লে ইহলোকে পুণ্যপ্রতিষ্ঠা ও পরলোকে অক্ষয় শান্তিতরু স্থাপন ক'র্‌তে পার্‌বে, পিতৃপ্রসাদ লাভে সক্ষম হবে।

বামদেব। তাই হবে পিতা! আপনার বেদবিহিত আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। মহারাজের জয় হোক! এই আমি মহারাজের জয়ার্থে তপস্যায় বহির্গত হ'লাম।

বশিষ্ঠ। প্রাণাধিক! আমার হোমাগ্নির আয়োজন ক'রিয়ে দিয়ে যাও।

[বামদেবের প্রস্থান।

আমিও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। দেখি, সেই অগ্নিদেবের কৃপায় ব্রহ্মণ্যদেবের অনুগ্রহ লাভ ক'র্‌তে পারি কি না? পতঞ্জলি! আমার হোমস্থণ্ডিল নিয়ে এস। বশিষ্ঠ আজ সূর্য্যকুলধুরন্ধর মহারাজ দশরথের জন্য সব ক'র্‌তে প্রস্তুত।

হোমস্থণ্ডিল লইয়া পতঞ্জলির প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। এই স্থানে রক্ষা কর! কৈ প্রাণাধিক বামদেব! আমার মন্ত্রপূত সমিধ ল'য়ে এস।

সমিধ লইয়া বামদেবের প্রবেশ।

বামদেব। এই পিতা, সমিধ!

বশিষ্ঠ। উত্তম, যথাস্থানে রক্ষা কর। তুমি এবার যেতে পার, নিজ কার্য্য সাধন করগে।

[বামদেব ও পতঞ্জলির প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। জ্বল—জ্বল বৈশ্বানর। স্বীয় প্রদীপ্ত প্রভায় জ্বল। বশিষ্ঠের অর্জ্জিত তপস্যায় প্রজ্বলিত হও। হে অগ্নিদেব! তবু আমি মহারাজ দশরথের অশুভ দর্শন ক'র্‌তে পার্‌ব না।

(অনলকুণ্ড হইতে ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব)

ব্রহ্মণ্যদেব। গীত

নম নম হে ব্রাহ্মণ ভুবন হিতকারী।
হে ব্রাহ্মণ—হে ব্রাহ্মণ—আমি তোমারি।

তব তেজে আমি তেজীয়ান্, তব মহিমায় আমি মহিয়ান্,
তুমি গুরু ব'লে আমি গরিয়ান্, বল বল কি সাধিব বেদময় বেদবিহারী ॥
তুমি ধৈর্য্য প্রত্যক্ষ সংযম, তুমি শান্ত দান্ত সর্ব্বক্ষন,
তুমি জয়ী কালের নিয়ম,—তুমি ওহে সৃষ্টিস্থিতিকারী সংহারী॥

(ক্রুদ্ধমূর্ত্তি ধারণ)

দেবগণের প্রবেশ।

দেবগণ। গীত

রাখ সৃষ্টি, রাখ সৃষ্টি, ওহে ব্রহ্মণ্যদেবতা!
তুমি বেদবেদান্ত-সংহিতা-ছন্দ-বন্দ-কবিতা।
হে ব্রাহ্মণ ক্রোধ কর সম্বরণ, পুণ্যতপস্যা না দিও বিসর্জ্জন,
স্থির অচল সচল কি কারণ, নম দেব বিভাবসু সম্বর তেজ জীবনশক্তিদাতা। ॥

ব্রহ্মণ্যদেব। ব্রাহ্মণকারণ, পারে সব ব্রহ্মণ্যদেবতা।

[বেগে প্রস্থান।

সকলে। চল ঋষি, কর সৃষ্টিরক্ষা আজ।

বশিষ্ঠ। রক্ষ, রক্ষ, দেব জগৎপতে!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[অযোধ্যা-অন্তঃপুর]

সীতা, উর্ম্মিলা, শ্রুতকীর্ত্তি, ও মাণ্ডবীর প্রবেশ।

সীতা, উর্ম্মিলা,
শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবী।

গীত

করি ফুলের মত প্রাণ।
আমরা চারিটী বোনে একটী হ'য়ে গাহিব সুখের গান॥
স্বামী মো সবার অভীষ্ট রতন, শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁর পূজ্য হন,
সদাই তাঁদেরে তোষিব পূজিব, ত্যেয়াগিয়ে সব অভিমান॥
দাসদাসীগণে বিশেষ যতনে, ভালবাসা লব সুমিষ্ট বচনে,
থাকি পরিষ্কার লক্ষ্মীর আগার সাজাব এ পুরী বৈকুণ্ঠ সমান॥

মাণ্ডবী। সত্যি দিদি, বড় মা যেন সত্যি সত্যি আমার মেয়ে!

শ্রুতকীর্ত্তি। তোমার মেয়ে, না আমার মেয়ে?

কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। কে কার মেয়ে মা [illegible] মা!

শ্রুতকীর্ত্তি। তোমায় ব'ল্‌তে হবে বড় মা, তুমি আমার মেয়ে না সেজদিদির মেয়ে?

কৌশল্যা। এই দেখ দেখি, আমার পাগল মেয়ের কথাবার্ত্তা?

শ্রুতকীর্ত্তি। না বড় মা, বল, নৈলে আজ আর আমি তোমার কোলে বসে খাব না।

কৌশল্যা। কেন সেজবৌমা, তুমি আমার ছোট মাকে রাগিয়েছ? ঐ দেখ দেখি, বাছা আমার অভিমানভরে চোখ দুটাকে ছল ছল ক'রে দাঁড়াল!

মাণ্ডবী। শ্রুতকীর্ত্তি কেন মা তোমায় একলার ক'র্‌তে চায়? তুমি ত আমার মেয়ে মা, কতদিন আমায় ব'লেছ।

শ্রুতকীর্ত্তি। শুন্‌ছ মা, আমি এখান হ'তে চ'লে যাব, আমি আজ নাবোও না, খাবোও না।

ঊর্ম্মিলা। তুমি না নাইলে না খেলে বুঝি নিজের মেয়েকে কেউ পরকে দেয়! জানিস্ শ্রুতকীর্ত্তি, বড় মা, তোর মেয়েও নয়, আর সেজদিদিরও মেয়ে নয়, বড় মা আমার মেয়ে। নয় মা, তুমি তাই ব'লেছ কি না?

কৌশল্যা। কেন মা, তোমরা আর ছেলে মানুষকে রাগাও? না মা, আমি তোমারই মেয়ে। মেজ মা—সেজ মা, আমার সৎমা!

শ্রুতকীর্ত্তি। (অঞ্চল ধরিয়া মৃদুস্বরে) আর বাবা আমার ছেলে।

মাণ্ডবী। শ্রুতকীর্ত্তি চুপি চুপি কি ব'ল্লে মা?

শ্রুতকীর্ত্তি। (কৌশল্যার মুখে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) না মা, তুমি ব'লতে পাবে না, না মা, তুমি ব'লতে পাবে না।

সীতা। আমি কিন্তু শুনেছি শ্রুতকীর্ত্তি!

শ্রুতকীর্ত্তি। (সীতার মুখে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) না দিদি, তুমি ব'ল না. তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তুমি আমার মাথা খাও দিদি, তুমি কিছু ব'ল না।

মাণ্ডবী। না দিদি, তুমি বল, না মা, তুমি বল।

ঊর্ম্মিলা। শ্রুতকীর্ত্তির কথা শুন না মা, ও তোমায় চুপে চুপে কি ব'ল্লে, সেই কথাটী বল।

কৌশল্যা। না, বাছা, তাহ'লে ছোট মা আমার মনোকষ্ট ক'রবে। সে কথা তোমাদের শুনে কি হবে?

ঊর্ম্মিলা। না মা, তুমি বল, ও শুধু এক মেয়ে নিয়ে আনন্দিতা নয়, আবার একটী ছেলেও নিতে চাচ্চে।

সীতা। সেটী আমার ছেলে বোন্, সে ছেলেটী কেউ পাবে না। এ আমি আগে হ'তে ব'ল্‌ছি (

মাণ্ডবী। না দিদি, তোমার ছেলে আমরা কেউ নোব না।

শ্রুতকীর্ত্তি। না মা, তুমি বল না, সে ছেলে আমি কারেও দোব না। তুমি, মেজ মা, ছোট মা, সব আবার মেয়ে!

কৈকয়ীর প্রবেশ।

কৈকয়ী। কি হ'য়েছে রে ছোট মেয়ে, ননীর পুতুল আমার, কে তোমায় রাগিয়েছে মা! এস, আমার কাছে এস।

কৌশল্যা। এস বোন, দেখ, তখন হ'তে এরা আমায় আর একদণ্ড স্থির হ'তে দিচ্চে না। ছোট বৌমা আমার অভিমানিনী! ওর আবদার বেশী, ও কারেও আমাদের দেবে না। বলে বড় মা, মেজ মা, ছোট মা, সব আমার মেয়ে, আর মহারাজটী ওর এক ছেলে! তাতে বড় মা, মেজ মা, সেজ মা সকলে একমত হ'য়ে রাজী হচ্চে না। এখন কি ক'রে বুঝাবে বোন, বুঝাও।

কৈকয়ী। দেবদেবীর স্বর্গ আর কোথায়! এই অপত্যস্নেহের উন্মুক্ত উদ্যানে। এই খানেই স্বর্গীয় সমীরতরঙ্গে পারিজাতের সৌরভ বয়, কুঙ্কুম অগুরু চন্দনের প্রীতিপ্রদ চিত্তসন্তাপহারী সৌগন্ধ প্রসুপ্ত থাকে, শুভ্র চন্দ্রলেখার ন্যায় তা আবার বিধৌত—নির্ম্মল! দিদি, এ আনন্দ কি আমাদের আমৃত্যু বিরাজ ক'র্‌বে, না কল্পনার জীবন্তমূর্ত্তি বিভিন্ন ভাবপঙ্কে প্রোথিত হবে? তাই ভাবি দিদি—তাই ভাবি, এই প্রগাঢ় আনন্দের আয়ুকাল অনন্ত, না স্বপ্নের বা জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী! চিন্তা ক'র্‌লে আর কুল পাই না, ভাস্‌তে ভাস্‌তে কন্‌নে চ'লে যাই! যাক্‌, কিসের অভিমান ছোট বৌমা! আমি ত আর কারো মেয়ে নই মা, আমি তোমার মেয়ে।

শ্রুতকীর্ত্তি। তুমি আমার মেয়ে, বড় মা, ছোট মা সব আমার মেয়ে।

কৈকয়ী। আমি বাপু, এত মেয়ের মায়ের মেয়ে হ'তে পার্‌ব না, আমাকে একলা মায়ের মেয়ে হ'তে হবে, নৈলে মায়ের বেশী আদর পাব না!

স্থমিত্রার প্রবেশ।

স্থমিত্রা। কি হ'চ্চে দিদি, তোমরা এদিকে আনন্দ ক'র্‌ছ, আর ওদিকে বাবা আমাদের সব আনন্দের হন্তা হ'য়েছেন !

কৌশল্যা। কি স্থমিত্রা, কার বাবা, কে আমাদের এ নিরবচ্ছিন্ন নিশ্মল আনন্দের প্রতিবাদী বোন্‌ ?

স্থমিত্রা। মহারাজ কেকয়রাজ আজই আমাদের বাছাদিগে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছেন।

কৈকয়ী। বাবার বোন্‌, ঐ একধারা, তিনি অযোধ্যায় এসে ছদিন থাক্‌তে পার্‌বেন না, আর লোকের উপর লোক পাঠিয়ে— আমার বাছাদিগে এখানে থাক্‌তে দিবেন না। তা বেশ, তিনি ভরতকে নিয়ে যান, আমি কিন্তু রামকে প্রাণ ধ'রে ছেড়ে দিতে পার্‌ব না। রামকে চক্ষুর অন্তরালে রেখে আমি কিছুতেই বাঁচবো না !

কৌশল্যা। মহারাজ কি ব'ল্‌ছেন, তা কি কিছু শুনেছ বোন !

স্থমিত্রা। শুনলাম, তাঁর সম্পূর্ণ অনভিমত। তিনি ব'ল্লেন, এই ত বিবাহ হ'য়েছে, দিনকতক বাছারা অযোধ্যায় থাকুক, তার পর কেকয়রাজ তাঁর বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বেন। কিন্তু যে লোকটী এসেছেন, তিনি যেন কিছুতেই ছাড়্‌ছেন না।

মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। বলি, এ দিকে আসা হোক না। (স্বগত) গেলেন

আর কি, সন্তানদের সঙ্গে আমোদ কিসের ল্যা! কাঁচখুঁকি আর কি! মরণ, মরণ আমার, দিনরাত্রি মন্ত্র প'ড়ে কিছুতেই কিছু ক'র্‌তে পার্‌লুমনি! এত কাণ বিঁদিয়ে বলি—

ওলো—রাজার ঝি, সতীন নয় কভু আপন,
উপরে কাঁটা নীচে কাঁটা—নে নে সতীনের জীবন।

তা কি—অভাগার বেটী শুন্‌বে! সতীন অন্ত প্রাণ, সতীনের সঙ্গে সঙ্গে না থাক্‌লে ওঁর পেটের খাবার হজম হয় না! মর্‌ মর্‌ এখনি ইচ্ছে করে, দু'চক্ষু যেমনে যায় তেম্‌নে চ'লে যাই। তা যে পারি না, ভরতটাকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, আর কেকয়রাজ আমাকে অভাগীর চির চেড়ী ক'রে পাঠিয়েচেন, এই দুই আমার বেড়ী! (প্রকাশ্যে) বলি হাঁগো, আমোদ ক'র্‌বার কি আর সময় পাবে না, আমোদে যে বাপ মায়ের সংবাদ নিতেও ভুলে যাচ্চ!

কৈকয়ী। কি মন্থরে! কি হ'য়েছে! দেখ্‌ না আমার মায়েদের দেখ্‌ না! কেমন ফুটন্ত ফুলগুলি দুল্‌ছে, খেল্‌ছে, হাস্‌ছে!

মন্থরা। (স্বগত) মেয়ের আদিখ্যাতা দেখেছ! এমন হাব্‌লা বোকা ক্ষেপ্‌লি মেয়েও থাকে বাছা! মায়েরা! ও আমার মায়েরা! একটা ছাড়া—পাশ পেড়ে কাটি না রক্তে ভিজে মাটি? বেটী কি বোকা! সতীনের বৌ আবার বৌ! সতীন আবার আপনার লোক! তাই তাদের বৌ আবার আপনার! আরে, তা কি কখন হয়, কালনাগিনীর ঝাড়—যাদের

নিশ্বাসে বংশ উঠে, ভিটে উঠে, তাদের উনি আপন ক'রে আমোদ ক'র্‌বেন! তবে শত্রুঘ্নটার বৌটা—তাকে বরং তবু কতকটা যেমন তেমন ক'রে চোখে দেখা যায়, কিন্তু এ দুটো তো দু চক্ষুর বিষ, বালি কাঁকর, ঝালাপালা! ম'রুক, ম'রুক, আজই ম'রুক, কান্নাহাটী পড়ুক, আমি ত মনে করি, ও গুলোকে বিষ খাইয়ে মার্‌লেও কোন পাপ নেই, অধর্ম্ম নেই। কোন ভাবনারও কথা নেই। (প্রকাশ্যে) হাঁ—এই কালটাই ভাল বলি, এখন চল। মহারাজ কেকয়রাজ যে, আমার ভরতকে নিতে লোক পাঠিয়েছেন। বাছাকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিগে চল না। তিনি ত আর মহারাজ দশরথ নন, তাঁর ত আর পাঁচটা নেই, সবে ধন ভরত আমার! ভালবাস্‌বার, স্নেহ ক'র্‌বার, মুখ চাইবার, দয়া ক'র্‌বার, সবে ধন ভরত আমার তিনি বাছার আশা পথ চেয়ে ব'সে আছেন, বাছাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণপাখী তাঁর ধড়পড় ক'র্‌ছে! চল না এমন ক'রে ত আর দিন যাবে না!

কৈকয়ী। কি ব'ল্‌ছিস্ মন্থরে, ভেবে চিন্তে কথা ব'লিস্। দিনরাত্রি তোর ভেনভেননী আমার আর ভাল লাগে না বাছা!

মন্থরা। (স্বগত) তা লাগ্‌বে কেন, "ভাই বন্ধু সবাই মন্দ ভাল কথা ব'ল্লে, আর যে তোমার অহিতকারী, তারি কথায় ম'জ্‌লে"? এতেই বলে গো, "আমি যার ভাল করি, সেই তাবে পর, পর না হয় আপন কভু, পরের পায়ে গড়।" আমি বেটী ওর জন্যে মরি, আর উনি কি না নিজের ভাবেই মত্ত, আমার

সুরে একটুও ধর্‌ত্তা ধরেন না। যাক, সব বরাত, বরাত! (প্রকাশ্যে) বলি বাছা, তুমি ত আর ছোটটী নেই, এখন ছেলের মা হ'য়েছ, আমার কি ব'ল্‌বার আছে বল, তবে মহারাজ কেকয়-রাজের বহুদিন অন্ন খেয়েছি, তাই, তাই এখন প্রাণটা পুড়ে! যাই, দেশের লোক এসেছে, একটু খাতির যত্ন করিগে, নৈলে সে দেশে গেলে যে মুখ দেখান ভার হবে! আমার সব দিকেই মরণ! পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ ক'রেছিলুম, তাই এ জন্মে আমার এ দশা। ঘাড়ের মাসটা আজ বড় টন্ টন্ ক'র্‌ছে! (স্বগত) টের পাবে, টের পাবে, সতার লোক নিয়ে এখন যত স্ফূর্ত্তি, তত চোখের জল ফেল্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

কৈকয়ী। মাগী যেন বাঘিনী বোন্, আমি ওর ভয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চি! কিছু ব'ল্‌তেও পারি না, বাবার সাধের দাসী, আমাকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছে। দিদি, দিদি, দেখ, দেখ, কে একটী দিব্যমূর্ত্তি বালক এসে দাঁড়াল!

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্যদেব। গীত

ভুলে ছিনু, ভুলে ছিনু তোরে আমি রে রমণী।
দেখ্ চেয়ে দেখ্ চেয়ে—হৃদে কি জ্বলে অশনি॥
আয় আয় কাছে আয়, কি লেখা রহে হিয়ায়,
কর্ পাঠ সমুদায়, বিদুষী তুই ত ধনী॥
কিশোরে হেলিলে যারে, সেই আমি দ্বিজমণি॥

যেতে ছিনু এই পথে, কোপের অনলরথে,
দেখা হ'ল তোর সাথে, সে গো বুকে মনে গবি।
কিশোরে হেলিলে যারে, সেই আমি দ্বিজমণি।

[প্রস্থান।

কৈকয়ী। দিদি, দিদি, ঐ দিব্যমূর্ত্তি বালক কারে কি ব'লে গেল, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে? কেন আমার প্রাণ এত আন্দোলিত হ'ল! যেন সে গীতচ্ছলে আমাকেই ব'ল্‌লে। কিছুই মনে হ'চ্ছে না ত, অথচ প্রাণ যেন ঐ বালকমূর্ত্তির পদানত হ'তে চাচ্চে, যেন তার কাছে কোন ত্রুটী ক'রেছি, তাই তাকে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা ক'র্‌ছে! বালক, যেও না, যেও না, তোমার স্বচ্ছ স্ফটিকসদৃশ বালকহৃদয়খানি বারেকের জন্য দেখাও—কি রক্তমসীতে—কি বজ্রলেখনীতে আমি কি ব্যথা তোমার অক্ষতহৃদয়ে অঙ্কিত ক'রেছি, সেইটী পাঠ ক'র্‌তে দাও. দেখি অতীত স্মৃতিকে আমার সাধ্য তপস্যায় জাগরূক্‌ ক'র্‌তে পারি কি না? বালক যেও না, যেও না— (গমনোদ্যত)

কৌশল্যা। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) কোথা যাও বোন, ও বালক, বালকপ্রকৃতিতে কাকে কি ব'ল্‌লে, তুমি অধীর হ'চ্চ কেন?

কৈকয়ী। কেন দিদি, এমন হ'ল? ও বালক কে, কে তাকে এ জনদুর্গম পুরীর মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে দিলে?

সুমিত্রা। বালক দেখেই প্রহরীরা বোধ হয়, কোন আপত্তি করে না। ঐ যে মহারাজ আস্‌ছেন!

সীতা। চল্ বোন, আমরা পালাই।

[বধূচতুষ্টয়ের প্রস্থান।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন সহ দশরথের প্রবেশ।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। } নমি মাতা! সাক্ষাৎ প্রতিমা ভগবতি!

(সকলের প্রণাম)

দশরথ। শোন রাণি! আশ্চর্য্য সংবাদ—
অকস্মাৎ শেল সম বাণী!
শ্বশুর আমার—মহারাজ কেকয়-ভূপতি—
মম প্রতি ক'রেছেন এক লিপি দান—
"প্রেরিত লোকের সহ তব পুত্র চতুষ্টয়ে করিবে প্রদান"।
বড় সাধ তাঁর—দৌহিত্রে লইয়ে—
কিছুদিন সদানন্দ ভুঞ্জেন অবাধে।
কি করিব রাণি! কেমনে রামেরে আমি—
নয়নের তারার বাহিরে—রাখিব পলক কাল!
কেমনে ভরতে—স্নেহের লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নে—
মম অঙ্গ যারা—তাদের সুদূরে রাখি—
জীবিব মহিষি! তাই প্রাণ বড়ই চঞ্চল;
জল ত্যজি মীন কেমনে রহিবে?
সূর্য্য বিনা ধরাস্থিতি কেমনে সম্ভবে!

কৈকয়ী। মহারাজ! রামেরে আমার—

নাহি দিব যেতে পিতার আলয়!
রাম বিনা পুরী হবে অন্ধকার,
হাহাকার উঠিবে হৃদয়ে মম!
ও মা রাম কোথা যাবে, দিদি—
রামে ছেড়ে দিব না কখন!
বল্ রাম—মম বাণী ত্যজি—
অন্য কারো বাণী—নাহি করিবি গ্রহণ?
যাক্—ভরত, শত্রুঘ্ন—কিম্বা এ লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। যেতে পারে মধ্যম আর্য্যের সহ—
ভাই শত্রুঘন্—কিন্তু মা গো ছায়া কোথা যাবে
কায়া রাখি—বিদিত ভুবন রামের লক্ষ্মণ বলি।

দশরথ। উভয় সঙ্কট রাণি! কোন্ বাণী বলি কেকয়রাজারে,
মম সম স্নেহ ডোরে বাঁধা তাঁর হিয়া,
তাই—মম পুত্র নিয়া সুখভোগে তাঁর অনুরোধ!
হা স্নেহ! এতই কোমল দুর্ব্বল তুমি!

কৌশল্যা। এই ত ক'দিন—বাছাদের হ'ল শুভ পরিণয়—

দশরথ। এখনও সমুদায় রাজা—
বাছাদের করে নাই যৌতুক প্রদান,
দিন দিন কত আসে যায়,
যেবা আসে, সেই চায় রামে দেখিবারে।

সুমিত্রা। তবে যাইবে কেমনে!
তাই কর মহারাজ, কহিলা মধ্যমা দিদি যাহা।

ভরতের সহ শত্রুঘ্ন আমার—
যাউক কেকয়দেশে !

দশরথ। চল প্রিয়তমা সব, যাই অন্তঃপুরে মন্ত্রণা-আগারে—
দেখি চিন্তা ক'রে—কোন্ কার্য্য আমার উচিত।
এক দিকে স্নেহ—প্রবল প্রতাপ তার,
অন্যদিকে শ্বশুরের অনুরোধ বিষম দুর্জ্জয় !
উভয়ের আকর্ষণ—চল হেরি জয় পরাজয়—
কার হয় প্রিয়ে ! [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[অযোধ্যার প্রান্তভাগ]

দেবগণের প্রবেশ।

দেবগণ। গীত

কৈ হে বৈকুণ্ঠবিহারী দুঃখহারী জনার্দ্দন।
হর দুঃখ দামোদর হরের মন-হরণ॥
(ওহে ইন্দ্রেরি ইন্দ্রত্বদাতা, দেবতার দুঃখ তার হে,
তুমি না তারিলে আর কে তারিবে রাক্ষসপীড়ন হ'তে,
ওহে দেব সর্ব্বস্বধন)
একবার চাও হে শ্যামলকান্তি, শীতল মনোরঞ্জন,
কর তোমার ঘোর তাণ্ডবে রাক্ষসনাশ—অমর দুর্গতিমোচন,
(তনয় ব'লে যদি থাকে মমতা,
তবে আর দিও না দিও না ব্যথা,

পাষাণ হ'য়ে বুক বেঁধ' না, তুমি ত পাষাণ নও হে,
তোমার চরণে করুণা গঙ্গা হ'য়েছে উদ্ভব হরি)
এস ক্ষীরোদনীরদবাসী জ্যোতির্ম্ময় শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥

[প্রস্থান।

দ্রুতপদে বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। অহো—দেববৃন্দের উচ্ছ্বসিত চক্ষুপ্লাবী দুঃখাশ্রুর তীব্র বেগ সহ্য করাও অসহনীয়! তাই কি ব্রহ্মণ্যদেবতা অন্তর্ধান ক'র্‌লেন! বশিষ্ঠকে ঘৃণিত স্নেহান্ধ দেখে তাই কি তিনি ঘৃণার ভ্রূভঙ্গীতে চ'লে গেলেন! অঁ্যা—অঁ্যা—তবে কি বশিষ্ঠের কল্পনার বিচিত্র রাজ্য—নৈরাশ্যের গাঢ় ঘন কৃষ্ণ তমসায় সমাচ্ছন্ন! আমি কি তবে মহারাজ দশরথকে কিছুতেই রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না? হে ব্রহ্মণ্যদেব! আশ্রিত বন্যকষায়কন্দমূলফলাহারী ব্রাহ্মণের নিত্য সর্ব্বস্ব! তোমার প্রতীক্ষায় যে হৃদয়ের উত্তেজনার ভৈরব রাগ সারঙ্গের একতান তারে স্থায়ী রেখেছিলাম; আজ তোমার সেই পৌরুষদৃপ্ত মহিমা এত আবিল—এত মসীপূর্ণ—এত বন্ধুর - এত বিমুক্তধর্ম্ম—এত চঞ্চল কেন? অহঙ্কার যে অনুশোচনার কারণ, তাই কি প্রত্যক্ষ করাচ্চ? করাও, করাও, কর্ত্তব্যের সেবায়—কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে—কর্ত্তব্যের স্মৃতিতে আজ বশিষ্ঠ অন্ধ, মস্তক-শূন্য কবন্ধ! কি ক'র্‌ব, সব জানি মুনি-অভিশাপ অব্যর্থ ব্রহ্মঅস্ত্র সদৃশ, তাই ব্রাহ্মণশক্তির পূর্ণাবয়ব ব্রহ্মণ্যমূর্ত্তি ইতস্ততঃ ক'র্‌ছেন কিন্তু হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমার উপায় কি? যে নরাধম আপন

আশ্রিত ব্যক্তিকে নিজ সামর্থ্য সত্ত্বেও রক্ষণোপযোগী শক্তির সদ্ব্যবহারে না রক্ষা করে—তার বসতি কোথায়? প্রভো! এইটী মাত্র ব'লে দাও, বশিষ্ঠ পূতিগন্ধময় নরকার্ণবে পতিত হোক্, এই কি পুণ্যময় সাবিত্রা তোমারও বাঞ্ছা?

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্যদেব। গীত

হে ব্রাহ্মণ! কর আপন ধর্ম্ম সাধন,
ফলাফলদাতা ভগবান—তার প্রতি চেও না॥
জন্ম-মৃত্যু রহে স্তরে স্তরে, তার ভেদ ক'রো না,
নিয়তির গতি রোধে মহামতি—কভু প্রয়াস পেও না॥
নিষ্কাম তোমার কর্ম্ম কর তা কর উপাসনা,
আজ কেন স্নেহে পড়ি সেই মোহে, ভুল নিজ চেতনা॥

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। কি বলিলে প্রভো! মম মোহ?
ছল ত্যজ ছলাময়—মোহ নয় বশিষ্ঠের—
কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য! ঐ হের—সূর্য্যবংশ আমার আশ্রিত;
সূর্য্যবংশ রক্ষা মম বংশগত কর্ত্তব্য-শৃঙ্খল। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

রাহাদারী বেশে বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। বাবা—মেয়ের বিয়ে—কি যাতনা বল? এক ও

ছেলের জ্বালায় ঝালাপালা, তার পর মেয়েটা বয়স্থা। গৃহিণী ত নাইতে খেতে ব'স্‌তে দেন না। বলেন—মেয়ের বিয়ে না দিয়ে কি চোদ্দপুরুষকে নরকস্থ ক'র্‌বে? আমি ব'ল্লুম, শুভ বৈশাখ আসুক, তখন নয় যা হয় একটা ক'র্‌ব। কিছুতেই না—বলেন—মিন্‌সের কিছুই কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমি ব'ল্লুম, মেয়েকে ত আর গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে দেওয়া চলে না, একটী সুপাত্র না জুটলেই বা বিয়ে দিই কেমন ক'রে! আর ব'ল্লুম, আমি একক প্রাণী, দক্ষিণ হস্তের ত যোগাড় ক'র্‌তে হবে। ছেলে ত হ'ল ঐ গজাই, বেটা যেন ধিং হ'য়ে সর্ব্বদা শিং নেড়েই আছে। গিন্নী ব'ল্লেন, না তা কিছুতেই হবে না, খুঁজ্‌লে আবার পাত্র পাওয়া যায় না, এত লোকে তবে মেয়ের বিয়ে দিচ্চে কেমন ক'রে? তোমার আর কিছুতেই পছন্দ হয় না, যাক্ এখনি দাও, তুমি যা হয় একটা এনে দাও, আমি তাই পছন্দ ক'রে নোব, কি ক'র্‌ব, বরাত, তা ব'লে কি চোদ্দপুরুষকে নরকস্থ ক'র্‌ব? আমি ব'ল্লাম, গিন্নি! ব'ল্লে ভাল, যা তা একটা পচ্ছন্দ ক'রে নেবে কেমন ক'রে, এখন হয় ত অভাবে পচ্ছন্দ ক'র্‌বে, এর পর চক্ষের জলে ভাস্‌তে হবে! কিছুতেই না, বায়না ছাড়্‌লে না; ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, সেটাকে আবার ফন্দি ক'রে ধ'রে আন্‌লুম; তাকেও এক দিকে পাঠালুম, আর আমি এক দিকে বেরুলুম; এখন পাত্র পাই কোথা! বাবা—এত সব ডোব্‌কা ডোব্‌কা ছেলে দিলে দেখ্‌ছি, কোন বেটাই ত জামাই হ'তে চায় না। শু'নেছি, অযোধ্যার অদূরবর্ত্তী ব্যাকরণপুর গ্রামে কারকানন্দ নামে একজন

অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাস করেন, তাঁরই এক সমাসানন্দ নামে বিদ্বান্ পুত্র আছেন, তিনি কুলে শীলে মানে ধনে সব দিকেই না কি লোকের জামাই হবার উপযুক্ত। দেখি, একবার তারই তল্লাস করা যাক্। ঐ না একটী লোক যাচ্চেন, দেখ্‌তে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতই। বলি ও মহাশয়! মহাশয়! শুন্‌ছেন?

কারকানন্দের প্রবেশ।

কারকানন্দ। কে হে কর্ত্তা! কে হে কর্ত্তা, কে হে কর্ত্তা!

বয়স্য। বলি, ইনিই নাকি কারকানন্দ! এই যে কর্ত্তা ব'লেই ধ'রেছেন; দেখা যাক্, বলি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা হ'চ্চে, ব্যাকরণপুর গ্রামটী কোথায়?

কারকানন্দ। কর্ম্ম কি, কর্ম্ম কি, কর্ম্ম কি?

বয়স্য। এই রে, ঠিক ধরাই হ'য়েছে, কারকানন্দ কি না, তাই কর্ত্তার পরে কর্ম্মের কথাই ব'ল্‌ছে! আচ্ছা, বোঝাই যাক্। বলি মহাশয়! শুন্‌লাম—ব্যাকরণপুর গ্রামে কারকানন্দ নামে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত আছেন।

কারকানন্দ। শুন্‌লেন, বলি, কর্ত্তা যাহার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন ক'র্‌বেন, তিনিই ত করণ, সে কে হে? সে করণ কে হে! ও কর্ত্তা, এর করণ কে হে?

বয়স্য। বাবা, এ মহারাজ দশরথের বয়স্যের কি অনুমান ব্যর্থ হয়? এ বেটা পণ্ডিত কারকানন্দ না হ'য়ে আর যায় না। বলি মহাশয়, এর করণ আর কে, আপনি এখন প্রকাশ ক'রে

ব'ল্লে আপনার দ্বারাই ক্রিয়া: নিষ্পন্ন হয়, অতএব আপনিই করণ হন। আমি কন্যার বিবাহসম্বন্ধের জন্যই ত এসেছি।

কারকানন্দ। সে পরে, হাঃ হাঃ হাঃ এখন কন্যা সম্প্রদান, হাঃ হাঃ হাঃ "দানস্য কর্ম্মণা ধনাদিনা কর্ত্তা যং লক্ষ্যীকরোতি স সম্প্রদানং ভবতি।" কি না দানাদি কর্ম্ম ধনাদি দ্বারা কর্ত্তা যাহাকে লক্ষ্য করে অর্থাৎ যাহাকে কোন বস্তু দিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই সম্প্রদান কহে। তা, তা বলি, মহাশয়েরই ত কন্যা সম্প্রদান হবে, অতএব আপনিই অপাদান না কি ? ভাল, ভাল, কর্ত্তা, ভাল, ভাল! এখন আমার গৃহে চ'লুন, সম্বন্ধ হোক, পরে আমাতে কি কি গুণ আছে, তা অধিকরণেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

গজকচ্ছপ ও জনৈক পাইকের প্রবেশ।

গজকচ্ছপ। যা—যা—সাঁই সাঁই ক'রে চ'লে যা, ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ফিরে আস্‌বি, মেয়ে দেখে প্রাণ আমার খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে, বাবাকে বুঝিয়ে বল্‌বি! এক টাকার জায়গায় দশ টাকা পাবি। বাবার নাম হ'চ্চে রসিকচন্দ্র, রাজা দশরথের বয়স্য, ব'ল্লেই আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দিবে। ব'ল্‌বি—মেয়ে পরী—পরী—এ মেয়ে আমার চাই বাবা! সুমুখে চৈত্র মাস আস্‌ছে, বিয়ে হবে না, এই ফাল্গুনের শুভলগ্নে বিয়ে চাই, ঐ পরী—ঐ পরী, আর কোনটি হ'লে চ'ল্‌বে না। মুণ্ডু ঘুরিয়েছে, বিগ্‌ড়িয়েছে, ব'নের বর আমিই দেখে দোব; ব'ল্‌বি, তার জন্য চিন্তা নেই, গজাই ভার নিচ্চে, আগে গজায়ের মাথা ঠাণ্ডা কর, তার পর

সব হবে, সব হবে, যা চ'লে যা, পত্রখানা ভাল ক'রে বেঁধে-ছিস্ ত ? যা চ'লে যা, সাঁ সাঁ ক'রে চ'লে যা।

পাইক। যে আজ্ঞে হুজুর, আমি এখান থেকেই চোঁচা দৌড় লাগাচ্চি !

[বেগে প্রস্থান।

বয়স্য। কে রে গজাই না কি !

গজকচ্ছপ। হাঁ, হাঁ—যাস্ নি, যাস্ নি,—ওরে ওরে—ফের, ফের, বাবাকে পেয়েছি, বাবাকে পেয়েছি। বাবা, ফিরও, ফিরও, বিয়ে আজই দিতে হবে, বিয়ে আজই দিতে হবে, লোক ফিরও, লোক ফিরও। ওরে—ওরে—ফের।

[বেগে প্রস্থান।

বয়স্য। ভ্যালা রে আমার গজাই, জামাই পেয়েছিস্ ? ফের—ফের, ওরে, ফের—ফের। মশায়, আপনি যান, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত—এখন নমস্কার। ওরে ফের—ফের—ফের।

[বেগে প্রস্থান।

কারকানন্দ। হুঁ হুঁ—এ বেটা ত কর্ত্তা নয়, তা কর্ম্ম ক'র্‌বে কি! করণের কথা দূরে থাক্, সম্প্রদান বা অপাদান হ'তে পারে না; তখন বেটার সঙ্গে সম্বন্ধ কি, অধিকরণই বা কাকে বুঝাব। যাক্, এখন নিজেই কর্ত্তা হ'য়ে নিজের কর্ম্ম সম্পন্ন করি গে। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[অযোধ্যার অন্তঃপুরকক্ষ]

মুনিমন্যুর প্রবেশ।

মুনিমন্যু। গীত

আর কতদিন যাবে দিন এই ভাবে।
দীনের দিন হবে না কি দুঃখ-রজনী কি না পোহাবে॥
দেখেছে ত্রিলোক-লোকে, মরিলাম পুত্রশোকে,
পুত্রহন্তা রহে সুখে—হেন বিধি বিধির কি ভাবে॥
নিদ্রায় কি জাগরণে, শয়নে উপবেশনে,
নাই শান্তি কোনখানে, সদা সিন্ধু-মুখ আসে মনে,
হা সিন্ধু হা সিন্ধু ধন, কোথারে বাপ চাঁদবদন,
আর অন্ধের নয়ন কে বনপথ দেখাবে॥

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্যদেব। গীত

আমি তোমারে দেখিয়ে কেঁদে ফেলেছি।
আমি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব হ'য়ে—দেখ যেন ব্রাহ্মণেরে ভুলেছি॥
তুমি শূদ্র কি চণ্ডাল হও আমি না ভেবে দেখেছি,
তোমার বেদনা-আবেগে মুনি, আমি ছুটে এসেছি॥
এস এস চ'লে এস যা হয় করিব ভেবেছি,
সাধু, ব্রাহ্মণ তোমারও দাস—তাই ত ব্রাহ্মণ হ'য়েছি॥

মুনিমন্যু। ঐ কৈকয়ীর কক্ষ নয়?

ব্রহ্মণ্যদেব। তাই।

মুনিমন্যু। আমি ঐখানেই প্রবেশ ক'রব।

ব্রহ্মণ্যদেব। তাই। আমিও যাব।

মুনিমন্যু। মুনিপুত্রহন্তা ঐ মহারাজ দশরথ আস্‌ছেন।

ব্রহ্মণ্যদেব। কৈকয়ীও আস্‌ছে। শীঘ্র আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে বশিষ্ঠ। হে মুনিমন্যু—হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমি বশিষ্ঠ—আমিও আছি। আমার তপস্যা মহারাজকে রক্ষা ক'র্‌তে না পার্‌লেও, আমার পুরুষকার অবিরত মহারাজকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য তাঁর অঙ্গাভরণস্বরূপ ভ্রমণ ক'র্‌বে।

দশরথের প্রবেশ।

দশরথ। বালার্কসন্নিভ কেবা দুই জ্যোতির্ম্ময়—
তেজস্বী মূরতি—নয়নের অন্তরালে পলকে মিশাল!
কৈকয়ী - কৈকয়ী— দেখ ত—দেখ ত—
তোমারই ক'ক্ষে যেন প্রবেশিল তারা,
জ্যোতিষ্কমণ্ডলচ্যুত উল্কাপিণ্ড দু'টী!
অই—অই—এখনও যায় দেখা—
তাম্রবর্ণ জটাজুট রোষরেখা ললাটে বিরাজে,
অনর্গল বহে শ্বাস—ঘন বিজৃম্ভণ!
প্রকাশয় মনোব্যথা অশ্রুর অক্ষরে।
কে তোমরা—কে তোমরা!

দ্রুতপদে কৈকয়ীর প্রবেশ।

কৈকেয়ী। কেবা কোথা মহারাজ!

দশরথ। ঐ যে—ঐ যে চঞ্চল বজ্রাগ্নি—

কঙ্কণ-আহ্বানে যেন শৃঙ্খল পরায়!
বুক চাপে, প্রাণবায়ু করে আইঢাই,
কোথা রাম—করহ আহ্বান,
কেন প্রাণ হ'তেছে এমন!
কি কারণ বুঝিবারে নারি—
প্রাণেশ্বরি! হের হের অই!

কৈকয়ী। কই মহারাজ! ও যে কক্ষ-দীপাবলী ছায়া
অলিন্দে প'ড়েছে—অদূরে দাসীরা ভ্রমে।

দশরথ। তবে ভ্রম কি হইল মম।
এত ভ্রম—বার্দ্ধক্যের শিথিল ইন্দ্রিয়ে—
এত ভ্রম ঘটে! কি আশ্চর্য্য রাণি!
এখনও অনুমানি—অই যেন দুই জন—
সাশ্রুনেত্র কম্পিতবদন—স্ফুরিত অধরে—
কয় মোরে অস্ফুট মর্ম্মের ব্যথা অঙ্গুলিসঙ্কেতে!
অই চ'লে গেল, মিশাল মিশাল—
তব কক্ষভিত্তি পর, না—না প্রিয়ে, নয় ভ্রম!

কৈকয়ী। হে রাজন্! ভ্রম নয় কেন?
সত্য হ'লে হইত ত প্রত্যক্ষ সবার।

দশরথ। কি আশ্চর্য্য! এখনও ভ্রম!
না—না রাণি! কাঁপিতেছে হৃদয় আমার,
ধমনীর রক্তবিন্দু চলে তর তর বেগে,
মস্তিষ্কের মাঝে যেন মুহুর্ম্মুহু ঘটিছে সংগ্রাম,

কই রাম—লক্ষ্মণ আমার
আহ্বানিয়া আন—ভরত শত্রুঘ্নে—
দেখিব নয়নে আমি— বাছাদের নিরমল—
শরদিন্দু মুখ; আসুক্ আসুক্ ত্বরা।
রাখুক্ জীবন—আহ্বানিয়া আন কুলগুরু বশিষ্ঠেরে—
অতি সমাদরে।
আনহ মহর্ষি বামদেবে সদা সূর্য্যবংশহিতকারী যারা—
নয় ভ্রম রাণি! এত কাতরতা কেন আসে প্রাণে!
যেন কত পূর্ব্বস্মৃতি আনে জাগাইয়া—
তুলি ধরি চিত্রগুলি করিয়া বিকাশ!
যেন পূর্ব্বাভাস দেয় অন্তিমের!

কৈকয়ী। চলুন রাজন্ শয়ন-আগারে—
বাক্যালাপে যাই দুইজনে,
ভাবুন প্রাণেশ, একদিন অবশ্যই হইবে মরণ,
এ জীবন নয় চিরদিন, দিন দিন আয়ু ক্ষীণ—
হয় মানবের! কে না জানে তাহা,
কিন্তু কি মানব—সে মৃত্যুর দিন—
ক্ষণে আনে চিন্তামাঝে? জন্মিলে সন্তান—
মৃত্যু হবে ভাবি একদিন,
কেবা সেইকালে করয়ে রোদন?
এ জীবন নহে অনশ্বর! এক দেহ যাবে—
অন্য দেহ হবে—তৃণ হ'তে যায় তৃণান্তরে—

জলৌকা যেমতি, হে ভূপতি, তবে তার প্রতি
কেন এত ব্যাকুল অন্তর।

দশরথ। রাণি! জানি তুমি বিদুষী রমণী,
কিন্তু সুভাগিনি, দেখহ বিচারি—
যদি জীবনের মোহ না থাকিত জীবের জীবনে,
তাহ'লে কি এ নিয়মে—
এই বিশ্ব হইত শাসিত!
বহিত নৈরাশ্য-বায়ু সদা হৃদি-মরুমাঝে?
কার্য্যে হ'ত আস্থাহীন, প্রকৃতির অচ্ছেদ্য বন্ধনী—
মুক্ত হ'য়ে যেত, হ'ত আলুথালু,
হয় কলুষিত স্রোতে ডুবে যেত ধরা—
নয় পুণ্যের বাজিত ডঙ্কা—
নিয়ন্তার ঘুচে যেত তৃষা!
ঘটিত ধরণী-বক্ষে অবিরত শুম্ভ-নিশুম্ভের রণ,
অথবা নীরব নিস্তব্ধ বিশ্ব হইত কানন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটির।

বামদেবের প্রবেশ।

বামদেব। ব্রহ্মণ্যদেবতা না কি পিতাকে মুনি-অভিশাপের বিরুদ্ধাচরণ ক'রতে নিবারণ ক'রেছেন। কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে

সতত জাগ্রতচক্ষু পিতা আমার ব্রহ্মণ্যদেবতার সে আজ্ঞা প্রতিপালনে নিশ্চয়ই অক্ষম হবেন, কিছুতেই তিনি নিরস্ত হ'তে পার্‌বেন না। কিছুতেই তাঁর সঙ্কল্পারূঢ় মূর্ত্তি বিচলিত হবে না। নিশ্চয়ই দৈবের গতি রোধের জন্য পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বেন। এ স্থলে আমার কর্ত্তব্য কি! বড়ই নিদারুণ শোকাবহ চিত্র চক্ষুর তারার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'চ্চে! আমাদের যোগ, জপ, তপস্যা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা! আর মিথ্যাই বা বলি কিরূপে? বাস্তবিক পক্ষে আমরা কি মোহান্ধ নই? মোহান্ধ হ'য়েই ত নৈতিক বুদ্ধি অতিক্রম ক'রে দৈবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে প্রস্তুত হ'য়েছি! তপস্যার কঠোর শ্রান্তির বিনিময়ে আজ স্রোতস্বতীর স্রোতের ন্যায় নিয়তির অবাধ গতি রুদ্ধ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছি। তাই বলি, এ স্থলে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। সিদ্ধতপস্বী পুত্র! এখনও উপবাসশীর্ণ তনুখানি ল'য়ে কর্ত্তব্য চিন্তা ক'র্‌ছ? শোন, শোন, তোমার কর্ত্তব্য শোন, আপনার পৌরহিত্য জীবনকে সূর্য্যবংশের মহারাজ দশরথের হিতার্থে উৎসর্গ কর। কর্ত্তব্য সাধনে তোমার নৈতিক বুদ্ধিকে শক্তিসম্পন্ন কর। তোমার বিচঞ্চল চিত্তকে এই শুভ সঙ্কল্পে দৃঢ় কর। দৈবের বা নিয়তির অনুরোধে আমাদের উন্নত আশা-মঞ্জরী ছিন্ন ক'রো না বৎস!

বামদেব। পিতঃ! শুন্‌লেম স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব না কি আপনাকে সে চেষ্টায় বিরত হ'তে ব'লেছেন?

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব ব'ল্‌বেন কেন বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি কি এ কার্য্যে বিরত হ'তে ব'ল্‌বে না? কে স্ব ইচ্ছায় বিষধর ভুজঙ্গের বিষদন্তে হস্ত প্রদানের বাঞ্ছা করে! কিন্তু তা ব'লে আপন কর্ত্তব্যের সম্মানহানি ত করা যায় না। সাধারণ চক্ষে মহারাজ নিন্দিত হ'লেও আমাদের কর্ত্তব্যের নিকট তিনি নিন্দিত নন্। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যশক্তি তাঁকে উপেক্ষা ক'র্‌লেও আমার কর্ত্তব্য তাঁকে উপেক্ষা বা ঘৃণা ক'র্‌তে পারে না। তাই বলি, ব্রাহ্মণ তুমি, ব্রহ্মণ্যশক্তির সহানুভূতি গ্রহণ না ক'রে নৈতিক বুদ্ধির অনুসরণ কর, পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ কর, আমার কর্ত্তব্য আমি ক'র্‌ব, তার পর ভবিতব্য! অনিবার্য্য ভবিতব্য নিজশক্তি প্রকাশ ক'র্‌লেও আমরা তার গতিরোধের চেষ্টা ক'র্‌ব, প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌ব; আমাদের লক্ষ্য রাখ, এই আমাদের কর্ত্তব্য, এই কর্ত্তব্য রক্ষা কর। যাতে মহারাজের পুত্রশোকের কোন কারণ উপস্থিত না হয়, তারই জন্য পুরুষকারকে প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত ক'রে দাও, তাহ'লেই আমরা আমাদের কর্ত্তব্যগণ্ডী রক্ষায় সমর্থ হব। আমি এখন চ'ল্লাম, তুমি নিজকর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ ক'রো না। হাঁ মহারাজ দশরথ! এইবার অশ্রু এল, এ আর রোধ করা যায় না। পুত্র! কর্ত্তব্য ভুল'না।

[প্রস্থান।

বামদেব। ভীষণ পরীক্ষা! দেখা যাক, দৈব-পুরুষকারের ঘোর সংগ্রামে জয়-পরাজয় কার হয়। দৈবই শ্রেষ্ঠ; পুরুষকার

দৈবের শরণাগত। কিন্তু কর্ত্তব্য আমাদের সে বিবেকের বশীভূত হ'তে চায় না। অহো, ভাবতে গেলেও নিরুদ্ধ অশ্রু আপনা হ'তে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে। এত দিন যে কঠোর পারিব্রাজ্য ধর্ম্ম ধারণ ক'রে আস্‌ছি, আজ আবার তা প্রকৃতিসুলভ মত্ততায় উন্মত্ত ক'রে তুল্‌ছি। হে অজ্ঞাত রাজ্যের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ চিৎপুরুষ! প্রাণীকে তোমার এ ভাবে চালিত করার উদ্দেশ্য কি? এ গুপ্ত রহস্যকে কি কেউ ভেদ ক'র্‌তে পারে না? তুমি যে পণ্ডিত-মূর্খের অগম্য, তা জানি, আবার তুমি যে মুনি ঋষি-যোগীরও অচিন্ত্য,তা এখন বুঝ্‌ছি। কিন্তু প্রাণকে এত করুণরসাপ্লুত ক'র্‌ছ কেন? ঐ অগম্য ও অচিন্ত্য হবার জন্যই কি? হও প্রভো, তুমি অগম্য ও অচিন্ত্য হও, অলক্ষ্যে থেকে তোমার কার্য্য তুমি কর; আর আমরা প্রকাশ্যে তোমার বিজয় দুন্দুভিধ্বনি ঘোষণা করি। ও কিসের কোলাহল? কারা চীৎকার করে! কাতর ক্রন্দন! ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আছি।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে নাগরিকগণ। মহারাজ, রক্ষা করুন, মহারাজ রক্ষা করুন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার প্রান্তভাগ।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম। ভয় নাই, ভয় নাই, কোন্ সূর্য্যবংশীয় প্রজা বিপন্ন—

আর্ত্ত! উত্তর দাও। ভাই লক্ষ্মণ! দেখ ভাই, আজ অযোধ্যায় কোন্ প্রজা কাতর হ'য়ে পুণ্যশ্লোক মহারাজের নামোচ্চারণ ক'রে তাঁর শরণাগত হবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে?

লক্ষ্মণ। উত্তর দাও, আর্য্য রামচন্দ্রের বাক্যের উত্তর দাও। অযোধ্যার কোন্ প্রজা কোন্ প্রবল অত্যাচারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত? দণ্ডধারী যমেরও দণ্ডকারী আর্য্য রামচন্দ্র উপস্থিত, এস, জানাও, এখনি তাঁর বিহিত শাস্তি প্রযুক্ত হবে।

দ্রুতপদে দুইজন পল্লীবালকের প্রবেশ।

পল্লীবালকদ্বয়। গীত।

এস এস রঘুবর সুন্দর রাম।
প্রণাম—প্রণাম—তব চরণে প্রণাম।
রাক্ষসের করে মরে জনক-জননী,
রক্ষিবারে চল ত্বরা ওহে রঘুমণি,
(বেঁচে আছে না আছে না জানি,
রাম হে, কে আর মোদের ক'র্‌বে পালন,
যারা পিতা-মাতা-হারা ও রাম,
তাদের খেতে দিবে কে ক্ষুধার কালে,
কারে ডাক্‌ব বল ভয় পেলে, হে।)

রাম। ভয় নাই বালক, ভয় নাই, এস তোমরা আমাদের উভয় ভ্রাতার কোলে এস (ক্রোড়ে গ্রহণ), আর কোথায় তোমার স্নেহপ্রাণ পিতামাতা দুর্দ্দান্ত রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত—অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাদিগে তথায় নিয়ে চল। কি আশ্চর্য্য

লক্ষ্মণ। অরণ্যচর মায়াবী রাক্ষস আজ আমাদের চিরশান্তিময় অযোধ্যায়ও এসে অশান্তি বিস্তার ক'র্‌ছে! কেঁদ না ভাই, তোমরা কেঁদ না, তোমাদের পিতামাতার কোন অকল্যাণ হয়, রাজ্যের পিতা আর্য্য মহারাজ দশরথ আছেন, তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌বেন।

লক্ষ্মণ। তোমরা দুজনে আমাদের দুই ভ্রাতার কোলে থাক্‌বে। ভয় কি ভাই!

১ম বালক। রাজকুমার, আমরা কাকে মা ব'লে ডাক্‌ব, কাকে বাবা ব'ল্‌ব?

২য় বালক। ওগো, এখন চল না, রাক্ষস এখনও আমাদের বাড়ীতে আছে।

রাম। চল, চল, কোন্ দিকে যাব, বল? লক্ষ্মণ, কোলাহল হ'চ্ছে, ধনুখানা মুষ্টিবদ্ধ রেখ।

উভয়ে। ঐ যে—সেই রাক্ষসদুটো, ওমা যাই না, বড় ভয় পাচ্ছে!

নাগরিকগণ ও রাক্ষসদ্বয়ের প্রবেশ।

রাম। কোন ভয় নাই ভাই, আমরা থাক্‌তে তোমাদের কোন বিপদ হবে না। তোমরা ঐ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও, আমরা দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসদের উচিত দণ্ড বিধান ক'রে এখনি আস্‌ছি।

নাগরিকগণ। মহারাজ, রাক্ষস-হস্ত হ'তে মুক্ত করুন, রাক্ষস হস্ত হ'তে মুক্ত ক'রুন। (কম্পন)

রাক্ষসদ্বয়। অনেক দিন মানুষের মিষ্টি রক্ত খাইনি। নরম নরম হাড় চিবোইনি। ঘাড় ধর্ আর মট্‌কা।

২য় রাক্ষস। তুই তবে এই গুলোকে খা, আর ঐ দিকে কতকগুলো মানুষ, আমি ও গুলোকে সাবাড় করি গে।

১ম রাক্ষস। সেই রামা—নথা দুটো ভাই কোথা রে, তারা আমাদের অনেক বন্ধুলোককে মেরেছে, সেই দুটোকে একবার পেলে যে তাদের রক্ত গায়ে মাখি আর চুমুক মারি।

২য় রাক্ষস। এখান থেকে রক্ত খেতে সুরু কর্ না, তারপর রামা নথা এসে জুট্‌বেই এখন, এই ত অযোধ্যা! ধর্ ধর্— আমিও গোটাকতক খেয়ে যাই। (প্রস্থান)

নাগরিকগণ। মহারাজ, রক্ষা করুন, মহারাজ, রক্ষা করুন।

রাম। ভয় কি, অরাতিনাশী রঘুকুলোদ্ভূত আমরা আছি। ভাই, তোমরা এইখানে দাঁড়াও, লক্ষ্মণ পশ্চাতে থেক'। এ নিশ্চয় ভাই, সেই খর দূষণ তাড়কার অনুচর! ক্রূর রাক্ষস আমাদের সন্ধান ল'য়ে অযোধ্যা পর্য্যন্ত আক্রমণ ক'রেছে। নাগরিকগণ, কোন চিন্তা নাই, রামের জীবনের সহিত তোমাদের জীবন জড়িত। আমার নিজপ্রাণ বিনিময়ে তোমাদের যদি প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে হয়, রাম আজ তা ক'র্‌তেও প্রস্তুত।

লক্ষ্মণ। আরে নিশাচর, নাহি ডর প্রাণে?
না চেন শ্রীরামে—মৃত্যুরূপী সাক্ষাৎ শমনে?
এইক্ষণে বুঝিবি নিশ্চয় রামের বিক্রম।

১ম পল্লীবালক। } না রাজকুমার যাবেন না, আপনারা
২য় পল্লীবালক। } যাবেন না।

১ম রাক্ষস। তোরা বুঝি সেই আর লক্ষণ, ওরে ওরে বেশ নরম, বেশ নরম, ছেলেমানুষ, এদের রক্ত গরম - গরম !

২য় রাক্ষস। ধর্ তবে ভাই ঘাড়টা—আমি এইটা।

১ম রাক্ষস। বড়টা হবে ভাল, রক্ত হ'য়েছে ঘন, তাই শ্যামল-শ্যামল, কাল-কাল। আয় -বেটা তোকে আগে খাই।

(ধারণোদ্যত)

২য় রাক্ষস। ছোটটা এসে প'ড়্‌বে মুখে তাই তুল্‌ছি হাই।

(হাইতোলা)

রাম। হস্ত প্রসারিয়ে আসে নিশাচর,
বৈশ্বানর'পর যথা কীট পড়ি পুড়ে মরে।
আরে আরে দুর্ব্বৃত্ত পামর—
এত সত্বর যাইতে সাধ কেন—জ্বালামুখ মৃত্যুপুরে ?
না জানিস্ মৃত্যুর যন্ত্রণা—বিষম বেদনা তায়।
যাও যমালয়—বুঝে লও রামের প্রখর শর—
কেমন মধুর ! চুর হোক—দর্প-মহাগিরি।

(শরত্যাগ)

লক্ষ্মণ। দেখ্ রে রাক্ষস ! সাথী দশা তোর—
এই শরে সেই দশা প্রাপ্ত হরে তুই। (শরত্যাগ)

১ম রাক্ষস। ওরে এ দুটো মানুষ—ছোঁড়া ছোঁড়া, নয় ক সহজ ভাই !

২য় রাক্ষস। শুধু হাতে সান্‌বে না ক' চল্ হেতের আন্‌তে যাই।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

নাগরিকগণ। জয় রাজকুমার রামচন্দ্রের জয়,
পলায়ন ক'রেছে রাক্ষস!

১ম নাগ। রাজকুমার! আপনি না এলে আজ আমরা সকলেই ধনে প্রাণে ম'র্‌তাম! আপনার জয় হোক, আপনার জয় হোক।

রাম। প্রজার আশীষ শিরে ধরি লই।
অসতর্ক থাকিও না কেহ, রাক্ষস মায়াবী,
আইস পশ্চাতে সবে।
ভাই রে লক্ষ্মণ, মায়াবী রাক্ষসজাতি—
সাবধানে অতি করিও সমর,
আসিবে সত্বর উড়ে, দেখেছ ত ভাই,
রক্ষ-ছল তাড়কা-সংহারে।

লক্ষ্মণ। চরণপ্রসাদে আর্য্য, এ দাস লক্ষ্মণ,
ডরে না শমনে কভু, সামান্য রাক্ষস সেই
হোক্ মায়াধারী, মায়ামর!
তুচ্ছ মায়া তার তোমার নিকট!

রাম। হের ভাই সধুম আকাশ—
রাঙা মেঘ লুকাল সহসা,
বরষা আসিল যেন দিগন্ত আবরি—
ল'য়ে বারিধারা, বহে ঝঞ্ঝা ঝরঝার সহ,
মড়মড়ি তরুশ্রেণী ভেঙ্গে পড়ে পথে,
ছুটে আসে দুই ঐরাবৎ সম উন্মত্ত বারণ!

রে লক্ষ্মণ! এড় বাণ, রক্ষমায়া টুটাহ সত্বর!
পশ্চাতে আসিছে অই কোটী অক্ষৌহিণী,
পদধ্বনি সমুদ্রকল্লোল,
পানাসবে বিভোল আরক্ত আঁখি,
দর্পে কাঁপে সুস্থিরা মেদিনী,
হের হের আসি মায়াবীরা কত মায়া ধরে!

লক্ষ্মণ। যাও মায়াশর—মায়াবীর মায়া নাশ ত্বরা।

(শর নিক্ষেপ)

রাম। দূর হও রাম-বাণে রাক্ষস ছলনা।

(শর ক্ষেপণ ও বহু রাক্ষসসৈন্য আবির্ভূত হইয়া নৃত্য ও অট্টহাস্য)

হেরিছ লক্ষ্মণ! রাক্ষসের মায়া!

লক্ষ্মণ। হের আর্য্য! কে দুই রাজেন্দ্র আসে,
পক্ক কেশ—শিথিল শরীর—
অতি মৃদু ধীর পদ! মুখে যেন কোটীসূর্য্য প্রভা!

রঘু ও অজবেশে রাক্ষসদ্বয়ের প্রবেশ।

রঘু। আয় রাম, বংশের গৌরবরবি—দে রে আলিঙ্গন!
বীরত্বে তোমার—হ'য়েছি সন্তুষ্ট অতি,
তাই এনু পিতৃলোক হ'তে; রঘু নাম মম,
যেই নামে সূর্য্যবংশোদ্ভূত পুত্র—
রঘুকুলে জন্ম বলি দাও পরিচয়।

অজ। আয় রে লক্ষ্মণ! মম নাম অজ,
যেই অজের কুমার বলি দিস্ পরিচয়।

এই রাজ্য-মোর ছিল একদিন ;
একদিন আমার প্রতাপে,
টলিত রে এই বিরাট মেদিনী।
এই সূর্য্যকুল একদিন আমি ক'রেছিনু সমুজ্জল !
সেই কুলে জন্মি বাছা, তোরা আজ—
রাক্ষসের মায়া ভেদি রাখিলি রে কীর্ত্তি অনুপম।
আয় বাপ ! দে রে আলিঙ্গন ! (কর প্রসারণ)

রাম। রে লক্ষ্মণ সʼরে আয়, রাক্ষস উহারা—
পাতিয়া এসেছে মায়া-ফাঁদ,
শীঘ্র কর্ শর নিক্ষেপণ,
নতুবা রাক্ষস করে হারাব জীবন।

লক্ষ্মণ। কি অদ্ভুত মায়ার প্রতাপ !
যাও পিতৃদেব ! স্বীয় ধাম পিতৃলোকে,
তথা হ'তে কর আশীর্ব্বাদ। (শর ক্ষেপণ)

রাম। স্নেহ যেন তথা হ'তে পাই ;
যাও নিজ ঠাঁই—রে দুর্জ্জন ! (শর ক্ষেপণ)

রাক্ষসদ্বয়। অহো—অহো কি ভীষণ শর !

(রাক্ষসদ্বয়ের স্বমূর্ত্তি ধারণ)

১ম রাক্ষস। বটে, বটে, ওরে, ওরে, মানুষকে আমরা কি ডরাই ?

২য় রাক্ষস। চিবিয়ে খাব, চিবিয়ে খাব, আমরা যে তাড়কার মাসতুত ভাই। ধর্ ত অকা, হেতের !

১ম রাক্ষস। মার্—মার্। (যুদ্ধ)

রাম। সাবধানে বুঝিস্ লক্ষ্মণ !

১ম পল্লীবালক। হা রাজকুমার, আমাদের জন্যে আজ তোমাদের এত কষ্ট ! হায় কি হ'ল, ওগো, বড় ভয় পাচ্চে ! (মূর্চ্ছা)

নাগরিকগণ। মার্ মার্—পাথর ছোড়্, পাথর ছোড়্। গাছের ডালে মাথা ফাটা।

১ম নাগরিক। দেখিস্ যেন কুমারের গায়ে লাগে না।

[রাম লক্ষ্মণের সহিত যোগদান ও যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নেপথ্যে নাগরিকগণ। জয় রাজকুমার রামচন্দ্রের জয়, জয় রাজকুমার রামচন্দ্রের জয় !

রাম, লক্ষ্মণ, ও নাগরিকগণের প্রবেশ।

নাগরিকগণ। গীত

বুকের নিধি বুকে এস, ও আমাদের বুকজুড়ান ধন।
রাক্ষস নাশিয়ে রাম হে, আজি রাখিলে প্রজার জীবন॥
তোমার গুণের কথা ব'লব কি হে রাম,
তোমার দয়ায়—অভয় হ'ল এ অযোধ্যা ধাম,
তুমি প্রজার পিতামাতা, অভীষ্ট পরমদেবতা,
ভবার্ণবের পারের কর্ত্তা, তোমার ঐ অতুল রাতুল চরণ॥

রাম। না ভাই, আমরা ত তোমাদের কিছুই করি নাই, রাজা ও রাজবংশের কার্য্য ক'রেছি, আমি তোমাদের কনিষ্ঠ। এখন নিজ গৃহে যাও ভাই। লক্ষ্মণ, সেই অনাথ পল্লীবালক দুটী কোথায় দেখ ভাই !

লক্ষ্মণ। এই যে আর্য্য! সেই দুটী বালক এখানে মূর্চ্ছিত। আহা দুটী পদ্মকুঁড়ি যেন শুকিয়ে গেছে! ওঠ ভাই! চল, আমরা ঘরে যাই।

১ম পল্লীবালক। রাক্ষস দুটো ম'রেছে?

২য় পল্লীবালক। আবার আস্‌বে না ত?

রাম। না ভাই, আর তারা আস্‌বে না।

১ম পল্লীবালক। আমাদের বাবা, মা, কেমন আছে?

রাম। তাই ত দেখ্‌তে যাব ভাই! তোমাদিগে তোমাদের বাড়ী দিয়ে এসে, তবে আমরা আমাদের বাড়ী যাব।

২য় পল্লীবালক। তুমি রাজার ছেলে, আমাদের বাড়ী যাবে?

১ম পল্লীবালক। গীত।

ও ভাই এমন দয়া কার।

দুখী জনে নাহিক মনে কভু ঘৃণা যার॥

২য় পল্লীবালক। মানুষ ত হয় না এমন দেবতা হবেন ইনি,

নাগরিকগণ। ওরে রাম আমাদের নয় রে মানুষ দেবের শিরোমণি;

ঐ চরণে কাঠ তরী হ'য়েছিল সোণার তরণী,

পাষাণ হ'তে মানব-দেহ হ'ল অহল্যার।

সকলে। আয়, জয় রাম ব'লে সবাই মিলে ঘুচিয়ে লই ভবের ভার॥

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[রাজসভা]

দশরথ, সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, পারিষদগণ ও
বয়স্যের প্রবেশ।

দশরথ। (স্বগত) কৈকয়ীর কক্ষদ্বারে যেইদিন ভ্রম বলি—
ছায়ামূর্ত্তি কৈনু দরশন, সেইক্ষণ হ'তে মোর—
সিন্ধুহত্যা-অভিশাপ সদা জাগে প্রাণে,
তাই আজ সভার কারণ ;
আর কেন, এই কালে দিয়ে রামে রাজ্যভার,
মৃত্যুর অভ্যর্থনা হেতু থাকি তার প্রতীক্ষায়।
দেখি—রামে রাজ্য দিতে সাধারণ মত কিবা ?
(প্রকাশ্যে) কহ গুরু, গুরুপুত্র, ব্রাহ্মণমণ্ডল—
আর আর সম্ভ্রান্ত সকলে,
রাজীবলোচন রাম—হ'লেও কিশোর,
হ'তে পারে কি না এই অযোধ্যার রাজা ?

বামদেব। শোন মহারাজ, রামের তোমার অদ্ভুত প্রতাপ,

অবহেলে কুতূহলে রাজ্য-অত্যাচারী রাক্ষসযুগলে
সংহারিল বীর, করিল অযোধ্যা উপদ্রবহীন—
শান্তির আলয়; তাহাতেই রাজ্যবাসী প্রজাসমুচয়
একবাক্যে মহারাজে কয় রামে রাজ্য দিতে।

বশিষ্ঠ। (স্বগত) সিন্ধু-পিতা-অভিশাপ—
"পুত্রশোকে দশরথ ত্যজিবে জীবন,"
তাই আমি আমার কর্ত্তব্য হেতু—
পুরুষকারের ল'য়েছি আশ্রয়।
রামে রাজা করিতে পারিলে,
সে আশঙ্কা যাবে. হবে বশিষ্ঠের জয়।
(প্রকাশ্যে) শোন হে রাজন্!
রঘুশ্রেষ্ঠ রাম, সর্ব্বগুণবান্,
বীরেন্দ্রপ্রধান, পরিশ্রমী তীক্ষবুদ্ধিধারী,
স্বনামপ্রসিদ্ধ মহিমায়,
সূক্ষ্মতর্কী, বহুদর্শী, সুনিপুণ অশেষ বিদ্যায়,
সুশীল বিনয়ী জিতেন্দ্রিয়—
রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত বীর।

সুমন্ত্র। বহুদিন হ'তে নরমণি—রাজ্যবাসী করে কাণাকাণি,
কয়—কবে বৃদ্ধ রাজা সিংহাসনে শ্রীরামে বসাবে,
জুড়াইব কবে রাম রাজা হেরি পার্থিব নয়ন!

সকলে। একবাক্যে কহি নরমণি
রঘুমণি রাম রাজা হ'লে পরিতৃপ্ত হবে রাজ্যবাসী।

দশরথ। বুঝিলাম, মহাশয়গণ, এবে রাজ্যবাসী প্রজার মনন,
জরাজীর্ণ অকর্ম্মণ্য অতি বৃদ্ধ আমি হইয়াছি বলি,
তাই এ রাজ্যের সম্ভ্রান্তমণ্ডলী এক বাক্যে কয়—
"এ বিহিত হয়—রামে কর রাজ্য দান!"
ভুল ভুল ধারণা সবার, হোক্ মম জরার সঞ্চার,
বাঁচিবার আশা নাহি থাক্ আর,
তথাপি কে কোথা চক্ষু, কর্ণ, ভোগস্পৃহা—
থাকিতে সংসারে—পুত্রকরে দেয় সব তুলি!
বিশেষতঃ শিশু রাম সরলস্বভাব, রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ,
কূট রাজনীতি না জানে কেমন,
বুঝে দেখ সবে—অকপটে কহ আপন স্বাধীন মত!

বশিষ্ঠ। শিশু রাম রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ বলি বল' না রাজন্,
বয়সে বালক বটে, জ্ঞানেতে প্রবীণ,
দীন নহে কূটনীতে ভেদে,
তর্কে তার মম সম কত মুনি হারে।
নাহি পারি বর্ণিবারে উচ্চ তত্ত্ব তাহার হৃদয়ে যত!
বীরত্বকথায়—মুখে না জুয়ায়,
জনক আলয় হরধনুভঙ্গে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ!
যাহে পেয়ে অপমান ধরণীর রাজগণ হইল বিমুখ।
আরো সাক্ষী রাক্ষস-সমরে,
যার শরে কাননমাঝারে—
মরে তাড়কা রাক্ষসী রাজ্য আততায়ী নিশাচর দুই।

বামদেব। এক রাম—রামের তুলনা,
বল' না নৃমণি, সেই রাম রাজকার্য্যে অযোগ্য তোমার!
এই রাজসিংহাসন—রাজদণ্ড আদি—
রামেই সুযোগ্য পূর্ণরূপে।
তবে ভোগস্পৃহা যদি না মিটে তোমার,
তুমি দায়ী তার—এ বার্দ্ধক্যে রাজকার্য্য না জুয়ায়,
বাণপ্রস্থে ধায় জ্ঞানিজন।

বয়স্য। গুরুপুত্রের এ কথাটায় আমার একটা চাট্‌নীর মত মতভেদ আছে, বার্দ্ধক্যে বাণপ্রস্থের ব্যবস্থা, না পুত্র সাবালক হ'লেই বাণপ্রস্থের ব্যবস্থা! আপনারা শাস্ত্রজ্ঞ—অবশ্য শাস্ত্রের কথাই ব'লে থাক্‌বেন, কিন্তু শাস্ত্র ছাড়াও সামাজিক কতকগুলো এমন কথা আছে যে, সে গুলো আবার শাস্ত্রের চেয়েও বাড়া। অবশ্য রামের মত যাঁর ছেলে—সে স্থলে তাঁর কিছু না হোক, কিন্তু সাধারণ পক্ষে তা নয়। শাস্ত্র সেখানে এরূপ কথা উল্লেখ ক'র্‌লে—শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাই হয়। থাক্‌গে, এখন মহারাজ—রামচন্দ্রকেই রাজা ক'রে ফেলুন, রাম রাজা হবার উপযুক্ত ছেলে, এত আর বংশে গজকচ্ছপ জন্মায়নি, সিংহের পুত্র সিংহই জন্মেছে।

দশরথ। কেন বয়স্য, আবার কি তোমার পুত্র নিয়ে কিছু গোলযোগ ঘ'টেছে না কি?

বয়স্য। গোলই ঘটেছে মহারাজ, যোগ আর হবার নয়, সে অনেক কথা, সময়ান্তরে মহারাজকে সে সকল ব্যাপার ব'ল্‌ব।

এখন যে কার্য্যের জন্য মন্ত্রণা, তাই চ'লুক, আমার ছেলের কথা এ সূর্য্যবংশের রাজসভায় কেন? সে বিষের বাতাস যেখানে বয়, সেইখানে ব'ক, আর যেন কোথাও না বয়। বলি—আপনাদের অভিপ্রায় মহারাজকে শীঘ্র ব্যক্ত ক'র্‌লেই ভাল হয়।

দশরথ। তাই বলুন, আপনাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করুন।

সকলে। আমাদের মনোভাব শোন সত্যসন্ধ মহারাজ!
যথাকালে অযোধ্যার প্রজা—
চায় রাজপুত্র রামে রাজা দেখিবারে!

দশরথ। হে সুমন্ত্র সচিব প্রধান, তুমি ত হে অতি মন্ত্রণাকুশল,
দেখহ বিচারি সব দিক, কহ তোমার স্বমত!

সুমন্ত্র। মহারাজ! তব মন্ত্রে দীক্ষিত অধম,
স্নেহে মন্ত্রিপদে কর নির্ব্বাচন,
মন্ত্রণায় তুমি নিজে বৃহস্পতি,
শুন ইচ্ছা মম এই মহীপাল!
এবে বিশ্রামে কাটাও কাল,
শ্রীরামেরে রাজ্যভার দানি।
তোমার মন্ত্রণা নরমণি, শিখাই রামেরে আজ হ'তে।

দশরথ। হে সুমন্ত্র! বুঝিলাম, শ্রীরামেরে করিবারে রাজা,
আমার বাসনা হ'তে চতুর্গুণ প্রজার বাসনা।
করিও মার্জ্জনা সবে, সাধারণ মনোভাব পরীক্ষা কারণ,
নিজ অভিপ্রায় করি সংগোপন,
ব'লেছিনু রাম রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ শিশু,

আর মম রাজ্যভোগতৃষা মিটে না এখন'।
এবে বুঝিলাম—দয়া-অবতার ধীর শান্ত রামে মোর—
চায় সর্ব্বলোকে, প্রজার মনোরঞ্জন রাম মম,
সেই রাম হ'লে রাজা—এই ইক্ষ্বাকুকুলের সিংহাসন—
যোগ্য জনে করিয়ে ধারণ বংশের গৌরব বাড়াইবে,
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী রাখিবে অচলা।
রাম মোর অগ্রজ কুমার, তাহারই রাজ্যভার সাজে,
মনে মনে বহুদিন এই আশা ক'রেছি পোষণ,
আজি বাঞ্ছা-কল্পতরু নারায়ণ—
সেই বাঞ্ছা মিটাবে আমার;
কারণ সবার আশা সেই রামে মম করিতে ভূপতি।
আর কেন—জীবনের আয়ুঃরবি গোধূলি ললাটে,
দেখিতেছি ধূসর পাটল বর্ণ হ'য়েছে যখন,
তখন সচিব—আর কেন জরার শাসন সহি,
পুনঃ শিরে বহি দুর্ব্বিসহ ভীম রাজ্যভার!
হে পূজ্য বশিষ্ঠ! বামদেব!
এই চৈত্রমাসে আগামী দিবসে চন্দ্রমার সহ—
আছে পুষ্যা যোগ—সেই যোগে—
শ্রীরামেরে মোর যৌবরাজ্যে করিব বরণ,
সাধ হয় মনে দেখুন বিচারি।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! শুভকার্য্যে বিলম্ব বিধেয় নহে,
বিলম্বে কাঙ্ক্ষিত ফলে বহু বিঘ্ন ঘটে।

দশরথ। হে সুমন্ত্র!

তবে গুরু-আজ্ঞাক্রমে রাজগণে কর নিমন্ত্রণ,

অভিষেক আয়োজন করহ সকলে।

(নেপথ্যে বাদ্য)

বন্দিগণ। গীত

জয় জয়—জয় জয় সূর্য্যকুল দশরথ রাজা!

নব দূর্ব্বাদল রামে, বসাইয়া সিংহাসনে—

তুষিবে হে অযোধ্যার প্রজা॥

তুমি রাজা দণ্ডধর, প্রতাপেতে প্রভাকর,

তব সম ভূমণ্ডলে কেবা রহে বল মহাতেজা॥

দশরথ। হবে অদ্য অধিবাস, কল্য রামে দিব সিংহাসন।

দাও—দাও নগরে ঘোষণা,

বাজুক বাজনা চারিদিকে, সুসজ্জিত করহ নগর,

রাজদ্বারে পূরি গঙ্গাবারি রাখ হেমঘট,

উৎসবে পুরুক চৌদিক—

মঙ্গলের গীতি নাচুক নাগরী-কণ্ঠে

কোকিল-কূজনে।

অযোধ্যার প্রতি ঘরে ঘরে—

কর ধন বিতরণ ব্রাহ্মণ দরিদ্রে,

দীন যেন কেহ না রহে নগরে,

রামের কল্যাণ তরে সচ্চরিত্র বন্দিগণে—

দেহ মুক্তি দান,

মাঙ্গলিক কার্য্যে যার যাহা প্রাণ—
কর সবে আনন্দে মাতিয়া।
যাও হে সুমন্ত্র—ত্বরা রামে আন গিয়া।

[সুমন্ত্রের প্রস্থান।

রাম রাজা হবে, সূর্য্যকুলসিংহাসন উজ্জ্বল করিবে,
এ হ'তে আমার প্রাণে কি আনন্দ আছে সমধিক!

বয়স্য। (স্বগত) তা আর ব'ল্‌তে, তবে বাবা ছেলে যদি রামের মত হয়! তা না হ'লে দ্বিতীয় কলি গজকচ্ছপ হ'লেই চিত্তির আর কি? বেটার ছেলে ক'র্‌লে কি না, নিজের মায়ের-পেটের ব'নের সম্বন্ধ ক'র্‌তে গিয়ে নিজের সম্বন্ধ নিয়ে এল! তাও আবার কি না, ইতঃ ভ্রষ্টঃ ততো নষ্টঃ এ যে সমাজে মুখ দেখান ভার হবে! ভাব্‌তে যে পারি না বাবা! যাক্, যাক্, এখন যা হ'চ্চে হোক, ধান ভান্‌তে শিবের গান ভাল নয়—তবে যে বাবা বুকের ভিতর কুমীরেপোকা সেঁদিয়ে বিঁদ্ ক'রে ফেল্‌ছে, টিক্‌তে যে পারি না, হরি হরি! (প্রকাশ্যে) হাঁ, তাহ'লে মহারাজ! সভা ভঙ্গ ক'রে দিন্। সময়ও সংক্ষেপ, সব যোগাড় পত্তরও ত ক'র্‌তে হবে। তবে এটা স্মরণ রাখ্‌বেন, মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারীর ভারটা যেন আমার প্রতি অর্থাৎ এই নির্লোভ ব্রাহ্মণের প্রতিই ন্যস্ত হয়, কেন না, আমি মহারাজের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, আমার হাতে ও ভারটা থাক্‌লে মিষ্টান্নের আর অপচয় হবার আশঙ্কা থাক্‌বে না; যেহেতু মহারাজ অবগত

আছেন যে, আমি একটু মিষ্টান্নপ্রিয়, তা ঘ্রাণে বা ভোজনে মহারাজের কার্য্যে নয় যা হয় একটা সদ্ব্যবস্থা করা যাবে!

দশরথ। তাই বয়স্য, তাই হবে। বয়স্য! মন্থরা আস্‌ছে নয়? রাজসভায় মন্থরা কেন?

মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। (স্বগত) এ এক জ্বালা বাছা, ছেলে ত নয় সব, যেন ধুরন্ধর! এই মুখপোড়া রামাটাই ত সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! আমার গুণের ভরত অমন ছিল না, রামাটার দেখা দেখি অমনটা হ'য়ে গেল! কেকয় রাজ্যে গিয়ে একদিন উপবাসী আছে - সংবাদ দিয়েছে, মহারাজের পাদোকজল অভাবে একদিন আমার খাওয়া হয়নি! আজ এখান হ'তে পাদোকজল গেলে—তার পর বাছা চার্‌টী খেতে পাবে! একি দুঃখ গা! কি ছেলে মা! এ সব কৌশল্লের বিদ্‌কুটে ছেলে রামাটা হ'তে শিখ্‌লে না! কি আমার বাপের ভক্ত ছেলে গো! আর এ বুড়ো মিন্‌সে রাজাটাকেও বলি, তোর বাপু কি আক্কেল নেই, দুপুর হ'য়ে গেল, একবার ত বাড়ীর ভেতর যেতে হয়! মিন্‌সে বুড়ো হ'য়ে যেন ভীমরথি হ'য়েছে! যাই এখন।

দশরথ। কি মন্থরে, এত ব্যস্ত কেন?

মন্থরা। ব্যস্ত কি সাধ ক'রে হই মহারাজ! আপনাকে ব'ল্লেই হয় ত চ'টে যাবেন, ব'ল্‌বেন—দাসীর যত বড় মুখ তত বড় কথা, সেই জন্যে ত কোন দাসী কাছে ঘেঁস্‌তো না; তবে আমার

আঁতের টান, হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, কাজেই যতই কেন বলুন না, যতই কেন তিরস্কার করুন না, না এসে ত থাক্‌তে পার্‌লুম না! আস্‌তেই হ'ল।

দশরথ। কি মন্থরে! কি হ'য়েছে।

মন্থরা। কি হ'য়েছে, হবে আবার কি? কাল থেকে যে ভরত আমার মামার বাড়ীতে খায় না, তার পাদোকজল ফুরিয়েছে, সেখান হ'তে লোক এসেছে, এখান থেকে আপনার পাদোকজল গেলে তবে খাবে! আহা-বাছা আমার কেমন ক'রে না খেয়ে আছে গো! এখন দিন মহারাজ, পাদোকজল দিন, আমার যে কান্না আস্‌ছে গো!

বয়স্য। মন্থরে! কেঁদ না, তাহ'লে আমার কান্না আসে!

মন্থরা। তবে রে বিদ্‌কুটে বামুন, আমাকে নিয়ে তোর রঙ্গ! কেন ঘরে কি তোর মা মাসি নেই, কাঁদ্ না—তাদের কাছে গিয়ে কাঁদ্ না, মর্ মর্ মুখপোড়া! রাজার বয়স্য ব'লে ধিং হ'য়েছ, নাই আগে কৈকয়ীর কাছে। ব'লুম, হাজার বার ব'লুম, রাজসভায় যাবনি, সেখানে সেই ডিংগুরে বামুন র'য়েছে! কি আমার এত অপমান, রাজসভায় আমার অপমান, আমি আঁতের টানে নয় মান সরমের মাথা খেয়ে রাজসভায় এসেছিলুম,তা ব'লে কি আমার— দিন মহারাজ পাদোকজল—(গ্রহণ) আমিও মন্থরা, উঠুক, বামুনের বংশ উঠুক, আমার মত বামুনের মাগ হোক্, ফ'ল্‌বে না, গুরুর শাপ শিষ্যিকে ফলে, আবার শিষ্যির শাপ গুরুকে ফলে! ফ'ল্‌বে না, তবে মন্থরার নামই নয়! আরে আমার বামুন রে, কি ব'ল্‌বো—

মন্থরার সময় নেই, নৈলে পান্তা ভাত আমানি খাইয়ে জাত নিতুম।

[প্রস্থান।

দশরথ। কেন বাছা, পাগলের সঙ্গে লাগ্‌লে, এখন চল—প্রখরা দুর্ব্বুত্তার বাক্‌কাপট্যে কারেও আজ আর স্থির হ'তে দিবে না। এখনও কেন সুমন্ত্র প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌লে না। তবে কি সুমন্ত্র বাছার সাক্ষাৎ পেলে না, ঐ যে—রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রধনুবিভূষিত নবজলধরের ন্যায় সুমন্ত্রের সঙ্গে আস্‌ছে! আয় রে—বংশের দুলালগণ!

রাম, লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের প্রবেশ।

(গুরুজন ও দশরথকে সকলের প্রণাম)

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি।

দীর্ঘায়ুরস্তু। সূর্য্যবংশ রাম করহ উজ্জ্বল!

দশরথ। দীর্ঘজীবী হও বৎস রাম-লক্ষ্মণ আমার,
একবৃন্তে যুগল কুসুম সম অনুদিন থাক বিকশিত,
নিহারি তাপিত চক্ষু জুড়াই রে দিবসশর্ব্বরী।

রাম। কহ পিতঃ! কি হেতু আহ্বান দাসে,
কোন্ আজ্ঞা পালিবারে দাস হইবে সক্ষম!

দশরথ। বৎস রাম!
জীবনের দিবাভাগ হইতেছে শেষ,
আসিতেছে কালরাত্রি আঁধারি চৌদিক,

তাই পদ্মপত্রজল সম বিচঞ্চল অন্তর আমার,
তিলমাত্র সুস্থির না রয়—মনে হয় এই বুঝি আজি
যাই ত্যজিয়ে সংসার! যাই তাহে নাই খেদ
রাজ্যভোগ তৃষা মিটেছে আমার,
সমুদায় পার্থিব বিষয়সুখ ভুঞ্জেছি রতন,
তবু আশা জাগে—যদি ওরে দেব-পিতৃ-বিপ্র ঋণ
শুধিয়াছি আমি—তবু বৎস! তবু ওরে আশা জাগে,
একটী কর্ত্তব্য মোর অসম্পূর্ণ রহে!
তাই বাছা—সেই কর্ত্তব্যের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলবন্ধন
করিতে মোচন ক'রেছি মনন—
তোমারে এ অযোধ্যার সিংহাসনে করিবারে রাজা।
আজি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রেতে চন্দ্রের সঞ্চার,
কালি তাহে পুষ্যাযোগ—বিধি দেন
কুলগুরু, অদ্য অধিবাস—কালি হবে রাজ্য-অভিষেক।
তাই থাক বৎস তুমি, আজি বধূমাতা সহ উপবাস।

রাম। পূজনীয় পিতঃ, তব আজ্ঞাকারী আমি,
দেহ মন সব মম তব অধিকারে,
কি আছে আমার—আমার সর্ব্বস্ব তুমি,
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব। (প্রণাম)

লক্ষ্মণ। কি আনন্দ পিতঃ, প্রণিপাত পদে!
কালি হবে দাদা রাজা?
আমি সিংহাসন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—

স্বর্ণ ছাতা ঘুরাইব দাদার মাথায়।
আগে হ'তে বলি—পূরাইও পিতা আমার বাসনা,
আমিই ধরিব ছত্র, আর কারে দিব না ধরিতে,
যে লয় লউক অন্য চামর প্রভৃতি!

দশরথ। তাই হবে চন্দ্রমুখ!
আহা মরি অতুলন ভ্রাতৃপ্রীতি দোঁহাকার,
তাই হবে বৎস!
তুমি যে আমার রামের দক্ষিণ কর,
তুমি না ধরিলে ছত্র,
না শোভিবে শ্রীরামের রাজসিংহাসন।
সভা ভঙ্গ হউক এবার, যাও হে সুমন্ত্র—
গুরুদেব বশিষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণে
নিয়োগ' সত্বর, অভিষেক আয়োজন ক'রুক সকলে,
যাই আমি রাজ্ঞীগণে এ সংবাদ দানে—
অন্তঃপুর মাঝে! এস বৎসদ্বয়!
কৌশল্যার সনে, পূজি চল নারায়ণে।

[রাম লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

বয়স্য। যাও সুমন্ত্র! বাজনা, নাচ্‌না, গাওনা, খাওনা এ গুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখ'! তুমি আগুন হ'য়ে থেক, আমি বাতাস হ য়ে যোগ দোব।

সুমন্ত্র। তাই হবে মহাশয়! মহারাজেরই ত আদেশ, কারো আশা অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না! তখন আপনি ত ঘরের লোক।

বশিষ্ঠ। শোন সুমন্ত্র, অভিষেকে কি কি দ্রব্য চাই,
হেমরত্ন শুক্লমাল্য দশাযুক্ত বস্ত্র,
আর ধ্বজদন্ত চামর যুগল,
পূজা দ্রব্য, সর্ব্বৌষধি, অখণ্ড শার্দ্দূল চর্ম্ম,
শতসংখ্য কুম্ভ সমুজ্জ্বল,
পাণ্ডুবর্ণ ছত্র ধূপ সুগন্ধি চন্দন চুয়া, ঘৃত মধু শর,
লাজসহ হেমশৃঙ্গী বৃষ আর নানা অস্ত্র মনোহর।

বামদেব। এ সকল ত আয়োজন ক'রবেই, তার পর যে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হবে, তার আয়োজন ক'রে রাখ্‌তে হবে।

বয়স্য। আমি এখন একবার কুলাঙ্গার পুত্রের তল্লাস নিয়ে যাই, ছোঁড়া ত একেবারে বৌ দেখে পাগল হ'য়েছে। এই চৈত্র-মাসেই বিয়ে দিতে হবে, সবুর সৈবে না!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[অযোধ্যার রাজপথ]

তুরীধ্বনি পূর্ব্বক রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। রাজার ঘোষণাবাণী, শুন সর্ব্বজন,
দিবেন নৃমণি কল্য রামে সিংহাসন,

কাল হবে অভিষেক আজ অধিবাস,
আনন্দ করহ সবে যার যাহা আশ।
ব্রাহ্মণ দরিদ্রগণ আইস ছুটিয়া,
মনোমত লহ ধন ভাণ্ডারে যাইয়া।
কল্পতরু হ'য়ে আজ রাজা দশরথ,
বলিছেন পূরাইব সর্ব্ব মনোরথ।

[পুনঃ তুরীধ্বনি পূর্ব্বক প্রস্থান।

নাগরিকগণের ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকগণ। গীত

জয় রাম বলি, জয় রাম বলি, দাও ভাই করতালি,
কাল অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
নাগরিকাগণ। নবীন কিশোরী জনকঝিয়ারী—শ্রীরাম বামে নেহারি,
সফল জীবন করিব ভবে।
নাগরিকগণ। কি আনন্দ ভাই রে যে রাম গুণনিধি করুণাসিন্ধু,
নাগরিকাগণ। যার নির্ম্মল যশে সকলে ঘোষে বলিয়ে শরত ইন্দু,
নাগরিগণ। ঘুচে যমভয় সর্ব্বত্র বিজয় ও যার পাইলে করুণাবিন্দু,
নাগরিকাগণ। সেই রাম আমাদের রাজা হ'লে, আমরা রামের প্রজা বলে,
যমে ডঙ্কা দিব সবে।
নাগরিকগণ। তোরা তোদের গেহ সাজালো, দেহ সাজালো
আর কি তোদের কাজ।

নাগরিকগণ। ভাই ত বটে—এর চেয়ে কি আমোদ আছে, সাজ, সাজ, সাজ,
নাগরিকাগণ। কাজ নাই কি বলে উলু দেনা গো রাম মোদের হবে মহারাজ,
সকলে। আয় নাচি গাই, রাম ব'লে ভাই—পুরুষ নারী
এমন দিন আর পাব কবে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুর]

কৌশল্যা ও সীতা আসীনা।

সীতা। মা, তুমি আজ নির্জ্জনে ব'সে কাঁদ্‌ছিলে কেন?

কৌশল্যা। না মা, কাঁদ্‌ব কেন?

সীতা। হাঁ, তুমি কাঁদ্‌ছিলে, ঐ যে এখনও তোমার চোখের মোছা জল দেখা যাচ্চে!

কৌশল্যা। না মা, কাঁদ্‌ব কেন!

সীতা। আমায় ব'ল্‌বে না মা, আমি তোমার কেউ নই মা!

কৌশল্যা। ব'লিস্‌ কি মা ঘরের লক্ষ্মী আমার, তুমি আমার কেউ নও! তোমাদের চাঁদমুখ দেখেই ত দুঃখিনীর আনন্দ!

সীতা। কেন মা, তুমি আপনাকে দুঃখিনী ব'ল্‌ছ? তুমি আবার কিসের দুঃখিনী মা! ব'ল্‌তে হবে মা, তুমি কেন দুঃখিনী! তুমি যদি দুঃখিনী, তবে সংসারে সুখিনী কে? তোমার এত কিসের দুঃখ মা! বল, নৈলে তোমার পা ছাড়্‌ব না। আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয় মা! মা বল, তোমার দুঃখ কিসের?

কৌশল্যা। পাগল মেয়ে! আবার তুই কাঁদাবি!

সীতা। না মা, তবে তোমার ব'লে কাজ নাই, আমি তোমার দুঃখের কথা শুন্‌ব না!

কৌশল্যা। শুভ্রযুথিকা অমনি ম্লান হ'য়ে গেল, না আমার এ কথাটা বলা ভাল হ'ল না। না মৈথিলি! শোন মা; স্বামীর অনুরাগই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সুখ, স্বামী আমার প্রতি প্রতিকূল, তাই কৈকয়ীর পরিবারবর্গের অত্যাচার সহ্য ক'র্‌তে হয় মা! যে আমার সেবা করে, তাকেই কৈকয়ীর ভয়ে [illegible] থাক্‌তে হয়, আমি মা কৈকয়ীর দাসীর অধম হ'য়ে এ অযোধ্যায় বাস ক'র্‌ছি।

সীতা। মা, তা ত আমাদিকে তুমি এক দিনের জন্যও বুঝ্‌তে দাও না, বরং তুমি মেজ মাকে আপনার বোনের চেয়েও বেশী ভালবাস, কে ব'ল্‌বে তোমাদের দু'জনের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ আছে! কি বুঝ্‌বে মা—তোমার প্রাণের অন্তমধ্যে এরূপ দুঃখের হাঙ্গর-কুম্ভীর বাস করে!

কৌশল্যা। নারী-জীবনের এই ত কর্ত্তব্য মা, স্বামীর যা প্রিয়, নারীরও তাই প্রিয় পদার্থ, স্বামীর সন্তোষ বিধানই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাক্ মৈথিলি, মা, এ কথা তুমি কারেও প্রকাশ ক'রো না, তোমায় আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি ব'লে তাই ব'ল্লুম, নতুবা দুঃখিনী কৌশল্যার নীরব দুঃখকাহিনী কেউ শুন্‌তে পায় না মা! মা জানকী আমার, দেখ' মা, আমার এ অনুরোধ যেন কোনরূপে ভুল না।

সীতা। না মা, তোমাকে যদি আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন দিন ভক্তি ক'রে থাকি, তাহ'লে জান্‌বে মা, তোমার জানকী তোমার দাসী, দাসী হ'তে তোমার কোন আশঙ্কা থাক্‌বে না।

কৌশল্যা। এখন যাও মা, আমার পূজার উদ্‌যোগ ক'রে দাও, দেবতার আশ্রয় ভিক্ষা ভিন্ন এ অবলার শান্তি আর কোথাও নাই। তাঁরাই আমার মত দুঃখিনীর একমাত্র সুখ—রামের মত পুত্র, আর তোমার মত নির্ম্মলস্বভাবা গুণবতী পুত্রবধূ দান ক'রেছেন। মন বড় চঞ্চল হ'ল, শীঘ্র পূজার আয়োজন ক'রে দাও মা!

সীতা। আগেই ক'রে রেখেছি মা, আমি যে জানি, তুমি এই সময় পূজা কর।

কৌশল্যা। তুমি চন্দনে তুলসী পত্রগুলি ভিজিয়ে দিয়ে যাও।
(সীতার তথাকরণ)　　[সীতার প্রস্থান।
আমার রামের কল্যাণে নারায়ণকে সেই তুলসীগুলি দিই মা। (উপবেশন) মধুসূদন! দাসীর পুত্র দাসকে কুশলে রেখ! বাছার যেন আমার কোন অকল্যাণ হয় না! আর আমার কোন প্রার্থনা নাই দয়াময়! হে জগৎমঙ্গলকারী গোব্রাহ্মণবন্ধু দীননাথ! দীনার দীন পুত্রকে আর রাজপরিবারকে রক্ষা কর।

গীত

রাখ পায় অবলায় হে মধুসূদন।
যেন আর দুঃখ-নীরে দুখিনীরে ভাসায়ো না নারায়ণ॥

ধন রত্ন নাহি চাই বিলাসে লালসা নাই,
যেন চরমে হিয়ায় পাই তোমায় পরম নিধি সনাতন॥
ঐহিক কামনা যত, কিছু আর রাখি না ত,
থাকিবার আছে নাথ মাত্র রাম রাজীবলোচন,
সে ত তুমিই দিয়েছ হরি আবার তুমি রাখ্‌বে নিরঞ্জন॥

দ্রুতপদে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (প্রণাম পূর্ব্বক) বড় মা, বড় মা, বাবা ব'লেছেন, দাদাকে কাল রাজা ক'র্‌বেন!

রাম। (প্রণাম পূর্ব্বক) এত দিনের পর তোমার পরমদেবতা নারায়ণ পূজার্চ্চনা সার্থক হ'য়েছে মা, নিত্য দেবসেবায় নিরতা দুঃখিনী জননী আমার, তোমার জীবনের সমুদায় কঠোর দুঃখ এবার ভুলে যাও মা, বিশুদ্ধাত্মা পিতা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকে কল্যই যৌবরাজ্যাভিষিক্ত ক'র্‌বেন, আজ আমার অধিবাস, তাই মৈথিলী আর আমাকে সংযত ও উপবাসী হ'য়ে থাক্‌তে আদেশ দান ক'রেছেন। তুমি মা, কাল হ'তে রাজমাতা হবে।

কৌশল্যা। বাবা রাম, বাবা লক্ষ্মণ! আমায় কি ব'ল্‌ছিস্ বাবা! এ যে আমার দুর্লভ ভাগ্যের ফল! তোমাকে আমি অতি শুভক্ষণেই গর্ভে ধারণ ক'রেছিলাম, তাই তুমি নিজগুণে মহারাজের অযাচিত প্রীতি লাভ ক'র্‌তে পেরেছ! তোমার কল্যাণে আমি রাজমাতা হ'ব, পুত্রবধূ জানকী আমার রাজরাণী হ'তে পার্‌বে, এর চেয়ে আমার দেবতার প্রসাদ আর কি হ'তে পারে? হে

বাঙ্মঙ্গলময় মধুসূদন! আজীবন তপস্যার পুরস্কার এত দিনে পেলেম, আপনার নিকট আর আমার কোন প্রার্থনা নেই! এই যে ভগিনী সুমিত্রা, এস স্নেহময়ি! মহারাজ আমার রামের প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে কালই রামকে রাজা ক'র্‌বেন ব'লেছেন, শুনেছ কি?

সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমিত্রা। তাই শুনেই আস্‌ছি দিদি! কৈ আমার রাম কৈ? এই যে বাবা আমার!

রাম। (প্রণাম পূর্ব্বক) আমি মা'র নিকট হ'তেই আপনাকে সংবাদ দিতে যেতাম; মা, পিতা আমায় কাল রাজা ক'র্‌বেন ব'লেছেন।

লক্ষ্মণ। (প্রণাম পূর্ব্বক) আমি দাদার মাথায় ছাতা ধ'র্‌ব মা! এ কথা আমি বাবাকে বলেছি, মাকেও ব'ল্‌ছি।

সুমিত্রা। তাই ধ'র্‌বে বাবা, প্রাণের লক্ষ্মণ! আমি যে তোমাকে আমার বাছা রামকে দিয়ে রেখেছি, তোমরা দু'ভেয়ে সুখী হও, আমি দিবারাত্রি এই আশীর্ব্বাদ করছি। চল দিদি, আজ যখন অধিবাস, তখন বাছার মঙ্গলাচরণের জন্য যে যে দ্রব্য সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে, আগে তাই করি গে।

কৌশল্যা। আমি একবার মহারাজকে প্রণাম ক'রে আসি বোন্, তুমি মা জানকীকে এই সংবাদ দিয়ে স্নানাহ্নিক ক'রে লও, এখনি হয় ত কুলগুরু বশিষ্ঠদেব এসে উপস্থিত হবেন। আমিও মহারাজকে স্নানাহ্নিক ক'র্‌তে বলি। মধুসূদন! এত আনন্দেও

আমার প্রাণ কেন চঞ্চল হ'চ্চে, প্রভু তুমিই তা ব'ল্‌তে পার।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। চল মা, তুমি যে আমাকে মণি মুক্তাগুলি দিয়েছ, আজ আমি তা দাদার এই উৎসবে দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান ক'র্‌ব। আমার দাদা রাজা হবেন, আর আমার কি, ধনে আমার কি হবে, দাদাই আমার সর্ব্বস্ব।

সুমিত্রা। তাই দিবে চল বাছা! তোমাকে যে আমি বাছা রামের দাস ক'রে দিয়েছি।

[লক্ষ্মণের সহ প্রস্থান।

রাম। (স্বগত) ভাই লক্ষ্মণ! আনন্দে উন্মত্ত হ'য়েছ বটে, কিন্তু কি মহাভার যে পিতা আমাদিগে প্রদান ক'র্‌ছেন, তা ভাই ঐ সঙ্গে একবার চিন্তা ক'রে দেখ। রাজ্যশাসন ও প্রজার মনোরঞ্জন এই দুই রাজবর্গের চিরন্তন ধর্ম্ম। জিতেন্দ্রিয়তা, ধার্ম্মিকতা, সত্যবাদিতা, দয়াপ্রবণতা প্রভৃতি কতকগুলি অনৈসর্গিক গুণরাজিতে বিভূষিত হ'তে না পার্‌লে কোন রাজাই লোকচক্ষে যশস্বী হ'তে পারেন না। তাই আমার এখন হ'তেই চিন্তা হ'য়েছে! এই যে—আমার সুবর্ণচ্ছবি জানকী!

সীতার প্রবেশ।

সীতা। আমি শুনেছি! আগে হ'তেই বলি যুবরাজ! দাসীর প্রণাম নিন্। (প্রণাম)

রাম। রাজরাণী তুমি হবে সীতা—আমি হ'ব যুবরাজ !
দাসী বলি আপন লঘুতা কেন আন প্রিয়তমে !

সীতা। রাজরাণী হ'তে তব দাসী হ'য়ে থাকা নাথ,
সীতার আনন্দ বিনা নয় দুঃখ কভু।

গীত

আমি চাই না হে নাথ হ'তে রাজরাণী।
যদি পাই তব ওই চরণ দুখানি।
আমি ত জেনেছি প্রভু হিয়ার মাঝারে রাখি,
সত্য সনাতন তুমি নিত্য হে কমলআঁখি,
পদে গঙ্গা উদ্‌ভব, সাধেন বিরিঞ্চি ভব,
মহিমা কে জানে তব—তুমি হে বৈকুণ্ঠস্বামী,
যোগীন্দ্র জানে না যাঁরে (তাঁরে) আমি অবলা কি জানি।

রাম। তুমি চিন মোরে—আমি নাহি চিনি তোমারে চিন্ময়ী।
তুমি সীতা অযোনিজা হ্লাদিনী আমার,
প্রকৃতির সারাৎসারা—নির্ব্বিকারা নিত্যা পুরাতনী,
মায়াবিনী মায়ার বিস্তার হেতু এলে ধরা'পরে,
মায়া-তারে বাঁধিলে রামেরে।
আর কেন চল প্রিয়তমে ! যে ভাবে খেলাবে,
সে ভাবে খেলিব আমি যন্ত্র-পুত্তলিকা সম !
এবে অভিষেক অভিনয়—চল মায়াময়ি !
যোগ্যাত্মা যে তুমি—সেই অভিনয়ে চল দিবে যোগদান।

[হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[পথ]

বরবেশে গজকচ্ছপ, ক'নে ও কন্যাকর্ত্তার প্রবেশ।

গজকচ্ছপ। মহাশয়! এ সব নগর যে সাজান হ'য়েছে, দেখ্ছেন, এ সব আমার বিবাহ উপলক্ষে। আমার পিতাঠাকুর মহাশয় রাজসংসারে খুব বড় কাজ করেন কিনা, তাই এ সব বুঝ্লেন—আমাদের এক পয়সা লাগ্বে না। তা জান্লেন, আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন অভাবই নাই, আপনার কন্যার কোন কষ্টই হবে না। তবে যে আমার পিতা—আমার বিবাহে যোগদান ক'র্লেন না. তা জান্লেন, অন্য কারণে নয়। কেবল মহাশয় একটু গরীব কিনা, তাই সে স্থানে তাঁকে যেতে হ'লে তাঁর মাথা হেঁট হয়, কাজেই বুঝ্লেন তিনি আমার বিবাহে যোগদান ক'র্তে পার্লেন না। যাক্—সে সব আমি গেলেই মিটে যাবে। বাজা না রে শালারা; বাজানা! এতক্ষণ বাজাচ্ছিলি আর আমি আস্তেই থাম্লি! হবে এখন—বক্শিসের নামে অষ্টরম্ভা! দগ্ধ কচু!

কন্যাকর্ত্তা। তা, তা বাবা, আমার কন্যাকে তোমাকে দেখেই দেওয়া! তবে গৃহিণীর বড় দুঃখু যে, বেই মশায় বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিলেন না।

গজকচ্ছপ। আর আমারও একটা বড় দুঃখু যে, দেশের কোন শালাকে বরযাত্রী নিয়ে যেতে পার্লাম না। আপনারও

অদৃষ্ট, কন্যাযাত্রও এলো না। কাজেই বরণ টরণ নিজে নিজেই সেরে নিতে হ'ল। আর মেয়েমানুষের বদলে কতকগুলো মুটে মজুর নিয়ে বাসর জাগ্‌তে হ'ল! সব সহ্য কর্‌লাম কেন জানেন, কেবল আপনার মেয়েটিকে দেখে। আমি জাতি গোত্র বাপ মা কিছুই মান্‌লাম না।

কন্যাকর্ত্তা। তা—তা বাবা—আমার মেয়ে ত নয়, যেন পরী, পরী!

গজকচ্ছপ। পরী, ব'ল্‌ছেন কি—পরীগুলো কি দেখ্‌তে ভাল? কিন্নরী, কিন্নরী!

কন্যাকর্ত্তা। হাঃ—হাঃ তা—তা বাবা, আমরা বুড়োগুড়ো মানুষ, পরীগুলোকেই পচ্ছন্দ করি ভাল।

গজকচ্ছপ। সেটা ভারি অন্যায়, আমি এমন অন্যায়ে লোক নিয়ে আমার বাড়ীতে সেঁধুতে পার্‌ব না! ভারি অন্যায়—না হয়, তোমার মেয়েই বিয়ে ক'রেছি, তা ব'লে তুমি যা ইচ্ছা তাই ব'ল্‌বে? কখন নয়, কিছুতেই তোমায় আমার বাড়ী ল'য়ে যাওয়া হবে না! তুমি এখন ভালয় ভালয় পথ দেখ, নৈলে বাবা—তুমি গজকচ্ছপকে চিন না!

কন্যাকর্ত্তা। বল কি বাবা, আমি যে মেয়ের বাপ!

গজকচ্ছপ। চোপরাও—ভারি অন্যায়ে লোক, মুখ সাম্‌লে কথা কও, নৈলে দেখেছ—গজায়ের গুপ্ত ছুরিকা—এতেই তোর রক্ত দর্শন ক'র্‌ব! বেটা, কুল ভাঁড়িয়ে তুই আমায় মেয়ে দিয়েছিস্ জানিস্ না! (হননোদ্যত)

কন্যাকর্ত্তা। বাপ্, বাপ্, কি ডাকাত রে—খুনে রে—খুনে—এ কি ক'র্লুম! দয়াময়ি, তোকে আমি ডাকাতের হাতে তুলে দিলুম! (রোদন)

গজকচ্ছপ। বদ্মাস—চেঁচাচ্চিস্, বুঝি তোর বাঁচ্বার সাধ নেই! (আক্রমণ)

কন্যাকর্ত্তা। ও বাপ্ রে—খুন্ ক'র্লে রে—খুন ক'র্লে!

[উভয়ের প্রস্থান।

ক'নে। ওগো—কে কোথায় গো—আমার বাপ্কে মেরে ফেল্লে গো—আমার বাপ্কে মেরে ফেল্লে!

[বেগে প্রস্থান।

কারকানন্দের প্রবেশ।

কারকানন্দ। ও হে কে হে যাও, দাঁড়াও—দাঁড়াও, বলি, জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়! এ রামাভিষেকের কর্ত্তা কে, রামাভিষেকের কর্ত্তা কে?

বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। এই যে—সেই ব্যাকরণপুর গ্রামের কারকানন্দ ঠাকুরকে যে এখানে দেখ্ছি। কি কর্ত্তামহাশয়! আপনি যে? কি মনে ক'রে আগমন ক'রেছেন?

কারকানন্দ। শুন্ছি—অযোধ্যায় ধনকে বিতরণ করা হ'চ্চে, সুতরাং কর্ম্ম আছে বৈ কি!

বয়স্য। তা ত দেখেই বুঝ্ছি, তা না হ'লে কর্ত্তার আগমন হবে কেন?

কারকানন্দ। আঃ, সে কথা কেন হে? এখন কারণ প্রকাশ কর। কাহার দ্বারা সেই অগণিত মণি, মুক্তা, প্রবাল বিতরিত হ'চ্ছে, তাই বল।

বয়স্য। তা হ'লে এবার বুঝি সম্প্রদানের কথা হবে?

কারকানন্দ। আঃ, তুমি যে বড়ই বিরক্ত ক'র্‌লে বাপু, সেই সম্প্রদান ত আমি স্বয়ং। জান না কি, ব্যাকরণে কি একটু ব্যুৎপত্তি নাই? "প্রদানলপ্‌ সম্প্রদানম্‌" অর্থাৎ দানকে যিনি গ্রহণ করেন—এ স্থলে আমিই সেই দান গ্রহণ ক'র্‌তে এসেছি, সুতরাং সেই সম্প্রদান ত আমিই।* ছিঃ অনড্বন্‌, তোমার যখন ব্যাকরণ-জ্ঞান নেই, তখন তুমি সব ক'র্‌তে পার—মানুষ খুন ক'র্‌তে পার, স্ত্রীহত্যা ক'র্‌তে পার, গোব্রাহ্মণ হত্যাও ক'র্‌তে পার, আর এই রামাভিষেকে মহারাজ দশরথ হইতে ধনাদি বিতরণের আজ্ঞা হ'লেও তুমি একটা অপাদান, কারণ তোমা হইতে নানা ভয়ের কারণ আমি প্রত্যক্ষ ক'র্‌ছি।

বয়স্য। বামুন চ'টেছে! যা হোক্‌ ঠাকুর, চ'ট্‌বেন না, এ স্থলে আমিই নয় অপাদান মনে করুন, কিন্তু আমাকে ঘৃণা ক'র্‌লে সে সম্বন্ধে আপনারও প্রাপ্তির বিষয়—

কারকানন্দ। কি—কি—তুমি আমার বন্ধু, আমি ত তা এতক্ষণ উপলব্ধি ক'র্‌তে পারি নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করি।

বয়স্য। হুঁ হুঁ অমন কাজ ক'র্‌বেন না, যাতে তাতে সম্বন্ধ ক'র্‌বেন না, ক'র্‌বেন না।

কারকানন্দ। হাঃ হাঃ, হাঃ—ঐ—ঐ, হ'য়েছে, হ'য়েছে, ঐ অধিকরণ হ'য়েছে, ভ্যালা মোর বন্ধু রে, সাক্ষাৎ ব্যাকরণ-অবতার তুমি, তোমায় নমস্কার করি। (আলিঙ্গন) এখন চল—চল, কর্ত্তা কে, তাই দেখিয়ে দিবে চল। (আকর্ষণ)

বয়স্য। মন্দ নয়—ঠাকুর আহ্লাদে একবারে আঠারখানা, ব্যাকরণের কথায় এত আনন্দ!

কারকানন্দ। কর্ত্তা, সে কথা কইবে এখন, এখন চল, চল, আমি আর বিলম্ব ক'র্‌তে পার্‌ছি না, কর্ত্তা কে, তাই দেখাবে চল। (আকর্ষণ)

শুন না কি—"ব্রাহ্মণ দরিদ্রগণ আইস ছুটিয়া,
মনোমত ধন লও ভাণ্ডারে যাইয়া।"

বয়স্য। এই ম'রেছে রে—

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে মন্থরা। বলি পর্ব্বখানা কি, এ যে রাজ্যি শুদ্ধ সোর গোল ক'রে তুল্‌ছে! ওরে মুখপোড়ারা, অমন ক'র্‌ছিস্ কেন?

মন্থরা সহ পল্লীবালকগণের প্রবেশ।

পল্লীবালকগণ। গীত

ও কুঁজি তুই এ পরবে, সারিয়ে নেনা কুঁজখানা।
রাম আমাদের রাজা হবে, দেশে আর জরা মরণ থাক্‌বে না।
রাজা আজ কল্পতরু, যে যা চাচ্ছে দিচ্ছে তাই,

যা না রাজার কাছে বল না গিয়ে কুঁজের একটা উপায় চাই,
তোর সেরে যাবে কুঁজ, যায় ভাবনা ভাবিস্ সদাই,
না যদি লো সারে—বাঁধিয়ে নিবি সেকরা ডেকে দিয়ে হীরের দানা।

মন্থরা। ও রে, ও রে—নির্ব্বংশের বেটারা, তোদের মা তোদের মাথা খায় না, এমন নরম নরম কাঁচা কাঁচা মাথা।

১ম বালক। মন্থরা দিদি! মন্থরা দিদি! এমন নরম নরম কাঁচা কাঁচা মাথা ক'টা তুমি খেয়েছ গো—তাই বুঝি কুঁজে ব্যথা!

মন্থরা। নির্ব্বংশেদের শুন্‌ছ কথা! আমি কেন খাব মাথা? আমি বিয়োইনি ছেলে, মর্ মর্ ছেলে ত নয়, যেন সব জ্বালার মত পিলে! তোদের মায়েরা বিইয়েছে, তারাই থাক্, মন্থরার আপদ বালাই চুকে যাক্!

২য় বালক। তবে আমরা গোল ক'র্‌ব; আজ যে রাজার হুকুম—আনন্দ ক'র্‌তে, তা জান না মাথা খেতে!

৩য় বালক। ও রে—ও রে—বুড়ীর কুঁজটা ধ'রে টান্, গা বুড়ীর সেই বিয়ের গান!

সকলে। বুড়ী—বুড়ী—বুড়ী—ছিল এক দিন ছুঁড়ি, আজ না হ'য়েছে থুব্‌ড়ী, এখন নয় হেলা ফেলা, তখন দর ছিল দু'কাহন কড়ি! ডাইনে বাইনে ঘুর ত নফর—কুঁজ টিপ্‌ত এসে, কুঁজির বিয়ে কুঁজোর সঙ্গে তাও হাঁপানি কেসে।

মন্থরা। দেখেছ, দেখেছ ডিংরেমর কথা শুনেছ! সব কথা মিছে—সব ব'ল্‌ছে গ'ড়ে, মুখপোড়ারা মরে না যে, দিতুম তবে—বুকে আমকাঠের গ'ড়ে! মর্, মর্, মর্!

সকলে। আহা কুঁজিদিদি, যাও কোথা—রাম রাজা হবে, নাচ্‌বে নাক' তুমি? ও রে—ও রে—পালাই চল্‌—ঐ ঐ মন্ত্রীর সঙ্গে আস্‌ছে বশিষ্ঠ মুনি।

[বালকগণের প্রস্থান।

মন্থরা। মর্‌, মর্‌, রাজা কি? ব্যাওরাটা ত কিছু বুঝ্‌লুন নি! কাণেও আবার খাট শুনি, ঐ যে আবার সোঁর গোল ক'রে আস্‌ছে কতকগুলো লোক্‌। কি অবুঝ্যে বাবা, লোক ক'র্‌ছে গিস্‌ গিস্‌, যেন সব বিষ্ঠের পোক! একটু দাঁড়াই স'রে, ঐ গাছটার ধারে।

দরিদ্র নাররিকগণ ও ধন বিতরণ করিতে করিতে
সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠের প্রবেশ।

নাগরিকগণ। মন্ত্রিমশায়! আমি পাই নি—আমি পাই নি, আমাকে দিন মন্ত্রিমশায়, আমাকে দিন, আমাকে দিন।

বশিষ্ঠ। রাম রাজা হবে, পাবে সবে অগণিত ধন,
কেন বৎসগণ! হ'তেছ ব্যাকুল রহ স্থির,
ধীরভাবে করহ গ্রহণ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। মন্ত্রিবর! দিন—দিন দীনে ধন অকাতরে দিন অনুমতি—

(সুমন্ত্রের ইঙ্গিত)

আমি দিব দুই করে ছড়াইয়া ধন, লহ রে দরিদ্রগণ!
দাদা হবে রাজা—
এর চেয়ে কি আনন্দ অযোধ্যার আর!
যাই আমি আগন্তুক অতিথির সম্বর্দ্ধনা হেতু।
দিন্ মন্ত্রিবর—দুর্ব্বলের করে করে ধন।

[প্রস্থান।

সুমন্ত্র। রে দরিদ্রগণ, এই লও ধন করে করে,
রামেরে আশীষ কর।
রাজ-আজ্ঞা—অযোধ্যায় দীন কেহ নাহি রবে।
আসুন মহর্ষি! অন্য অন্য বহুকার্য্য বাকী।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

অই বুঝি আসিলেন পুনঃ এক রাজা,
যাই আমি তপোধন!

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। যাও তুমি হে সুমন্ত্র!
নিমন্ত্রিত রাজগণে
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করি যোগ্য বাস করিবারে দান।
যাই আমি, অধিবাস অনুষ্ঠান—
দেখি গিয়া হ'ল কতদূর;
শুভকাল এবে সমাগত।

[প্রস্থান।

নাগরিকগণ। জয় জয়কার হোক্, রাজপুত্র রাম দীর্ঘজীবি হোক্। মহারাজের আর তিন বেটা সবাই ভাল থাক্। আমাদের মহারাজা ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করুন। চল্ রে চল্, আমরা এখন যাই চল। মহারাজের জয় হোক্।

[প্রস্থান।

মন্থরা। কি মা, ব্যাওরাটা কি! এ কি রাজ-ভাণ্ডার লুটিয়ে দিবে না কি! নথা এল, মন্তির এল, বশিষ্ঠ ঠাকুর গা নাড়্‌ল এল মেল, কি ব'ল্লে রাজা—রাজা, শুন্‌তে হ'ল ভাল ক'রে—ও মা কাণেও আবার শুনি খাটো, দুর দুর মুখপোড়া বিদেতার কি সাজা!

দ্রুতপদে মুটেগণের প্রবেশ।

মুটেগণ। ও ভাই কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয়, মোটগুলো যে ভারী, মর্—এ মাগীটা আবার কে, কুঁজ র'য়েছে ঝুড়ি।

মন্থরা। যমের বাড়ী যা, যমের বাড়ী যা, তোদের হ'লো কি রে মিন্‌সে—আমি যাচ্চি পথে, গুখোর বেটাদের রকম দেখ্ না যেতে হবে ওর মতে! আমার কুঁজে তোদের ক'র্‌লে কি রে ড্যাক্‌রা, এতেই আমি হই মন্দ লোকে ক'র্‌বে ঝগ্‌ড়া!

২য় মুটে। এই রে কুঁজি ঠাক্‌রুণ না কি, তবে ত ব'লে ভাল কাজ করি নি! ও কুঁজি ঠাক্‌রুণ, ও কুঁজি ঠাক্‌রুণ, একটু সরুন, একটু সরুন!

মন্থরা। হুঁ—পেয়েছিস্, আমার সঙ্গে নেক্‌রা, থাক্ থাক্

দিনকতক থাক্, আগে আমার ভরত রাজা হোক্, তখন আমি বুঝ্‌ব সব ড্যাক্‌রা ! এরি নাম - গোড়া কেটে আগায় জল, এ জল নয় ধন—ফেল্‌তে হবে চোখের জল।

১ম মুটে। তা হয় হবে এখন তুমি সর, মোট বড় ভারী—নয় একটু ধর।

২য় মুটে। নয় মাগীর কুঁজের উপর রাখ্।

মন্থরা। দেখ্ দেখ্ দেখ্—হে চন্দ্র-স্যূর্জ্যি সাক্ষী থেক, এদের কি হাল করি, তা তোমরাই দেখ।

১ম মুটে। হাঁগো মাসি, চ'ট্‌ছ কেন, আমরা তোমার ছেলে, ছেলের দোষ কি ধ'র্‌তে আছে, কে পিণ্ডি দিবে মলে।

মন্থরা। তবে রে নিববংশে—মার্‌ব মুখে লাথি, এত আস্পদ্দা কিছু বলি না ব'লে। (লাঠি প্রহার) কেমন বেটা ভেড়ের ভেড়ে !

১ম মুটে। এই—এই গেল, গেল—আমার মাথার মোট ধর্, গেল গেল। (মোট পতন)

২য় মুটে। হায় হায় মাগী ক'র্‌লি কি,
এ যে রামের রাজা হবার ঘি—

মন্থরা। কি, কি, কি বল্লি—রামা রাজা হবার ঘি !
আমার ভরত ক'র্‌লে কি ? মিন্‌সে ন্যাকা না কি !

২য় মুটে। ভরত তোমার মামার বাড়ী—বুড়োর তুল্‌ছে পাকা দাড়ি ! মাগী নেকি—রাম কাল রাজা হবে, তা আবার জানেন না, চল্ চল্ ভাই মাগীর সঙ্গে ব'কে কি হবে, বশিষ্ঠ ঠাকুরকে বলি গে—আর ঘি পাওয়া যাবে না। [মুটেগণের প্রস্থান।

নেপথ্যে নাগরিকগণ। জয় রামচন্দ্রের জয়।

মন্থরা। অ্যাঁ কি হ'ল, মিন্‌সেগুলোর কথা কি সত্যি হ'ল, ওমা, আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্চে—রামা রাজা হবে কি গো, তবে এ অভাগীর বেটী ব'সে ব'সে ক'র্‌ছে কি গো! আর সে ভীমরতি বুড়ো মিন্‌সের আক্কেল কি গো! ওঃ—মিন্‌সের ঘা যে শুকিয়েছে, আর কি মনে আছে! আবার ফোঁড়া হবে রে মিন্‌সে! আবার ঘা শুকোতে হবে। দেখি—একবার অভাগীর বেটীর কাছে যাই, দেখি তার ভাতার নিয়ে শোবার মজা দেখিয়ে দিগে! ওমা—উনি কে—নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেরিয়েছেন। কৌশল্যের দাসী নয়!

কৌশল্যার জনৈক দাসীর প্রবেশ।

দাসী। গীত

রামমণি রাজা হবে, আমোদে আর ধরে না ক গা।
তোরা কে আছিস্ গো বিষাদিনী, আমাদের একটু আমোদ নিয়ে যা॥
আয় গো ছুটে আয়, আমোদ ব'য়ে যায়,
এমন সুধা আর পাবিনি, একটু নিয়ে যা॥

মন্থরা। মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন, গানের ছিরি ছাঁদ দেখেছ, মরণ—মরণ—আহ্লাদে একেবারে গল গল।

দাসী। কি মন্থরা দিদি, এখানে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন, যাও না বড় রাণীর কাছে, তোমার জন্য তিনি চন্দ্রহার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর, রাম কাল হবে রাজা, শত্তুর নেই, মিত্তর নেই,

সবাইকে দিচ্ছেন সরভাজা! আমি এখন চল্লুম, রাজার মা সব গরীব দুঃখী ডাকৃতে ব'ল্‌ছেন, তাই ডাকৃতে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

মন্থরা। শুন্‌লে, শুন্‌লে—কৌশুল্যের দাসীর গরব শুন্‌লে! কেন গ্যা, আমি কি গরীব দুঃখী না কি! এরি মধ্যে এত গরব! দেখ্‌ছি, দেখ্‌ছি, গরব দেখাচ্চি! রাজার মা হ'য়াচ্চি, গরীব দুঃখীকে ডাকাচ্চি! ওরে মুখপোড়া মিন্‌সে, ঘা বুঝি শুকিয়েছে! আর ঘা হবে না! কেমন! যাই, আগে অভাগীর বেটীর কাছে যাই, মাগী নাকে স'র্‌ষে তেল দিয়ে ঘুমোচ্চেন! এদিকে যে পথের কাঙ্গালিনী হ'তে ব'সেছেন, তার চিন্তে কিছুই নেই! (দ্রুতপদে গমন ও পতিত হওন) ওমা যাই গো, কুঁজটা একেবারে গেছে! এ অভাগীর বেটী আমায় খাবে! এ আমার দুঃখ নয় রে মাগি! তোকে কৌশুল্যে এবার ঝাঁটা মেরে মুখে ঝামা ঘ'সে তাড়িয়ে দিবে! রামা রাজা হবে, আমার ভরত তার পেরজা হ'য়ে থাকৃবে! একি কম দুঃখু না!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুর অধিবাসস্থান]

মুনিমন্যুর প্রবেশ।

মুনিমন্যু। গীত

নিজ কক্ষভ্রষ্ট হও গ্রহতারা—
মার্ত্তণ্ড, শশাঙ্ক তুমি, যদি সফল না হয় মুনির বচন।
কেন মন্দে মন্দে ধাও সমীরণ—
গর্জ্জ ভীম সিন্ধু সম কর কর মহাদম্ভে প্রলয় ঘটন।
এস এস কাল নিশিথিনী, ঘনকৃষ্ণা মুর্ত্তি করালিনী,
উন্মাদিনী উলঙ্গিনী হ'য়ে—
বজ্রনাদে খর প্রহরণে, নাশ সৃষ্টি রণ-আলোড়নে,
আমোদিনী তুমি ত মা জয়ে—
ওমা সংহারিণী সঙ্গিনী সংহতি ভীমভেরী বাজাইয়া কর আগমন।
এই আনন্দ-তরঙ্গে কর নিমজ্জিত মুনিশাপগ্রস্ত রাজার জীবন।

[প্রস্থান।

মালা গাঁথিতে গাঁথিতে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আয় মন! দুই জনে গাঁথি আয়
চিকণ মালিকা—রঘুবীর বসিবেন কাল
রাজসিংহাসনে, পরাব যতনে,
নিজ করে এই মনোমত মালা!
আর মালা গাঁথিছে উর্ম্মিলা—

কমলারূপিণী জানকীর গলে দিবে ব'লে।
এ মালা কি হবে না সুন্দর,
অনাদর করিবে কি রঘুবর রাম!
তাই মন! তোরে ডাকি আমি—
দুই জনে সংগোপনে সেই মালা গাঁথিবারে চাই।
দাদা কাল রাজা হবে,
যাও সূর্য্য আদিবংশ আদিত্য পুরুষ, অস্তাচলে তুমি,
আসুক শশাঙ্ক সহ সুখ নিশীথিনী,
হ'য়ে যাক্ চকিতে চকিতে সেই রজনী প্রভাত—
আবার হে আদিবংশধর আদিত্য ভাস্কর—
উদিও কনকাচলে লোহিত বরণে!
তোমারে দেখাব আমি—
তোমারই বংশধর রাজসিংহাসনে—
সীতাদেবী সহ সীতানাথে!
বলিলেন দাদা—রে লক্ষ্মণ!
আনন্দে অধীর নাহি হ'ও ভাই,
রাজ্যভার বড় গুরুতর—
মম সহ সেই ভার তোরেও লইতে হবে।
হয় হবে দাদা! তব কার্য্যে—
এ দাস লক্ষ্মণ তব শত হস্তী বল ধরে একা।
ঐ যে আর্য্য বশিষ্ঠ, জাবালি,
গুরুপুত্র বামদেব—

আসুন—আসুন—তপোধন!
এই স্থানে হবে অধিবাস—মঙ্গল আরতি!
পিতা সহ রঘুপতি পূজেন গোবিন্দে,
আমারে প্রহরী রাখি হেথা।

বশিষ্ঠ, জাবালি ও বামদেবের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। যাও বৎস! মহারাজে দাও গে সংবাদ,
অধিবাসলগ্ন উপস্থিত—রাম সহ জানকীরে
ল'য়ে—যেন অচিরায় আগমন করে মহারাজ।

বামদেব। ক্ষৌমবাস পরি পবিত্র হইয়া
কহিবে আসিতে সবাকারে।

জাবালি। কহ পুরাঙ্গনাগণে করিবারে শঙ্খধ্বনি।
বাদ্যকারে করিবারে মঙ্গল বাজনা।

লক্ষ্মণ। যথা আজ্ঞা তপোধন!

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। হের বৎস বামদেব! অধিবাস দ্রব্যের সম্ভার—
মহী, গন্ধ, শীলা, ধান্য,
পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত,
স্বস্তিক, সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা,
সিদ্ধার্থ, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ,
দীপ ও প্রশস্ত পাত্র—আছে ত সকল!
অনুষ্ঠেয় সামগ্রীর কোনটীর নাহি ত অভাব!
জেন' বৎস।

আজি শ্রীরামের নয়—বৈকুণ্ঠস্বামীর অধিবাস!
যাঁহার কল্যাণে জীব বিচরে ধরায়,
সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির করি কল্যাণ কামনা,
করিয়াছি মোরা এই শুভ অনুষ্ঠান।
হা অন্ধজীব! অজ্ঞতা আর কারে বলে?
মায়াময়! ধন্য মায়া তব! মায়ায় সৃজিয়া বিশ্ব—
ধন্য মায়াধর—খেলাইছ মায়াসূত্রে জীবে!
এই যে রাজন্! মহারাজ!
শুভ অধিবাস লগ্ন উপস্থিত।

দশরথ, কৌশল্যা, পুরনারীগণ, রাম, সীতা,
ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

দশরথ। তপোধন! উপস্থিত লগ্ন হেতু—
এই কার্য্যে আছি ত্বরান্বিত,
এখনও কোন আত্মীয় স্বজনে—কিম্বা পরিবারগণে
এ সংবাদ দানে পাই না সুযোগ।
সময় সংক্ষেপ গুরু!
হ'য়েছি ভাবিত, শুভকার্য্য কোন্ রূপে হবে সমাপন?

বশিষ্ঠ। নারায়ণ একমাত্র ভরসা আমার,
যাঁর কার্য্য করিবেন তিনি, নরমণি,
কোন্ কার্য্য মানবে সম্ভবে!

বামদেব। পিতঃ! শুভ লগ্ন উপস্থিত।

জাবালি। তাহ'লে মহারাজ উপবেশন করুন, মা মহারাজ্ঞীও মহারাজের বামে উপবেশন করুন, আপনি এই স্থানে আর মা জনকনন্দিনী এই স্থানে উপবেশন করুন।

(সকলের উপবেশন)

লক্ষ্মণ। রে নয়ন! দাদা রাজা হবে—আজ তার হয় অধিবাস,
কি অমৃত বয় হেথা কর নিরীক্ষণ—
কর প্রাণ—পান সে অমৃতধারা!

বশিষ্ঠ। ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু (ইত্যাদি পাঠ) কর্ত্তব্যে-ঽস্মিন্ অধিবাসকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোধিব্রুবন্তু।

বামদেব ও জাবালি প্রভৃতি। ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!

বশিষ্ঠ। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো ঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতের্দধাতু।

শ্রীবিষ্ণু ওঁ তৎসৎ অগ্য চৈত্রেমাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা কাশ্যপগোত্রস্য শ্রীরামচন্দ্র দেব-বর্ম্মণঃ অধিবাসকর্ম্মণ্যহং করিষ্যামি। (অক্ষসূত্র বন্ধন) ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহান্ত পুরুষঃ পুরুষোপরি এবানোঃ দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ। (মৃত্তিকা লইয়া) ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধাত্রীং পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসি।

নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। (অলক্ষ্যে অঙ্গুলি দ্বারা শ্রীরামললাটে স্বস্তিপাত্র প্রদানে বাধা, স্বস্তিপাত্র পতন)।

দশরথ ও কৌশল্যা। কি হ'ল—কি হ'ল ঋষি,
কেন স্বস্তিপত্র পড়িল ভূতলে!

কৌশল্যা। কি আছে কপালে মোর কহ তপোধন!
কেন হেন ঘটে অঘটন,
দুঃখিনীর পোড়া ভাগ্য এত তমোময়!

নিয়তি। (অলক্ষ্যে বশিষ্ঠকে গুপ্ত রহস্য প্রকাশে নিষেধ)

বশিষ্ঠ। চিন্তা নাই ওমা রাজরাণি,
চিন্তামণি রাম যার পুত্ররূপে উদয় ধরায়,
তার ভয় কোন্ কালে? শোন ওমা আমার বচন;
আমি পুনঃ স্বস্তিবাক্যে এই অধিবাস-কার্য্য সমাধিব।
(চন্দন লইয়া) ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করেষিণীং
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপাহ্বয়ে শ্রিয়ং।
ওঁ নম ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ (পাঠান্তে প্রণাম)
যাও ও মা, শঙ্খধ্বনি করি পুত্র-পুত্রবধূ ল'য়ে।
যাও মহারাজ! অভিষেক আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ—
আবাহন আদি যথাযোগ্য জনে যথাযোগ্যভাবে—
সমাপহ নির্ভয় অন্তরে!
যাও বৎস বামদেব—
মহাত্মা জাবালি, শ্রীধর বিগ্রহ ল'য়ে দেবের মন্দিরে।

(পুরাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক শঙ্খধ্বনি)

লক্ষ্মণ। আমি যাব সবার অগ্রেতে, দাদা যাবে যেই গৃহে।

দশরথ। দেখ রাজ্ঞি! শ্রীমান্ লক্ষ্মণ মোর
যেন আনন্দের পূর্ণ মূর্ত্তিখানি।

[বশিষ্ঠ ভিন্ন সকলের প্রস্থান

বশিষ্ঠ। এস দেবি, জীবভাগ্য-বিধায়িত্রি নিয়তি জননি,
এস ও মা, কহ দাসে কেন অলক্ষ্যে পশিয়া—
হেন কার্য্য সাধিলে কৌশলে!
কল্যাণময়ের করিলে গো অকল্যাণ?

নিয়তি। তোমার সম্মানে মতিমান্,
জান না কি ঋষি—রাম অবতার কি কারণ?

বশিষ্ঠ। জানি ও মা - সে শোকাশ্রুময় মহাগ্রন্থ-মুখবন্ধ—
স্মরণেও হৃদ্‌কম্প ঘটে—
নিষ্পন্দ নিশ্চল হয় শোণিতের গতি!

নিয়তি। তবে কেন ঋষি, বৃথা চেষ্টা কর?

বশিষ্ঠ। কর্ত্তব্য বুঝে না মা গো—শ্রম-বিফলতা,
ভবিষ্যৎ শুভাশুভ গাথা কল্পনায় না করে স্মরণ।
কর্ত্তব্য যে ও মা এক চক্ষে অশ্রুরেখা,
অন্য চক্ষে ল'য়ে আশায় বর্ত্তিকা,
করে খেলা আঁধার আলোকে!
বশিষ্ঠ ত ছার মাতঃ! কর্ত্তব্যের গুরুকার্য্যে—
অবতার ভার্গব আপনি পিতৃবাক্যে—
স্বর্গাদপি গরিয়সী মাতা—

তাঁর শির করিল ছেদন! কর্ত্তব্যের গুরু অনুরোধে—
নিজে মহামায়া নিজ প্রাণ করিলেন ত্যাগ—
পিতা দক্ষালয়ে। হে নিয়তি মহাদেবি!
তোমায় ভাবিয়া কেবা হয় কর্ত্তব্যবিমুখ?
জানি ও মা সবি, এই রামলীলা মূর্ত্তিমান্
করুণার মহাউৎস—নিরাশার—প্রাণে
শোকের সাগর—তথাপি মা,
কর্ত্তব্যের গগনচুম্বিত মহাশৈলে
তাহা আবরিতে করে চেষ্টা সন্তান তোমার।
যাও দেবি—সাধ গিয়া নিজ মহাব্রত—
বিধির নির্দ্দিষ্ট লিপি নাহি করি অতিক্রম।
আমার আরাধ্য অই কর্ত্তব্য-বিগ্রহ—
পূজিবে তাহারে দীন, তার ভক্তি-উপহারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[কৈকয়ীর কক্ষ]

দ্রুতপদে ব্রহ্মণ্যদেব ও কৈকয়ীর প্রবেশ।

কৈকয়ী। কে তুমি, কে তুমি শিশু! কেন তুমি অহর্নিশ আমার সঙ্গে পরিভ্রমণ ক'র্‌ছ? কি উদ্দেশ্য তোমার? আমি মহারাজ দশরথের আদরিণী রাণী, তোমার কি প্রার্থনা বল, আমি তোমায় তাই দোব, তুমি আমায় সত্য পরিচয় দাও।

ব্রহ্মণ্যদেব। গীত

মণিমুক্তাবিভূষিতা হও তুমি রাজরাণী,
পরের বেদনা আমি—তোমায় না দিব শান্তি-সুখ।
ভেবো না গো বিলাসিনী—সুখভোগে দিনযামী,
থাকিলেই নাহি রবে এই ভবে চিত্তে তব দুখ।
অহঙ্কার কিছু নয়, লয়ের কারণ হয়,
পরিণামে পরিতাপে ফাটে তার বুক,
যে জ্বালা অপরে দিবে তা না হবে বিমুখ॥

আমার প্রাণের বেদনা তুমি নাও, তা হ'লেই আমি চ'লে যাব, বাতাসের সঙ্গে মিশে যাব! আর দেখ্‌তে পাবে না। কৈকয়ী, আমি তোর সেই পিত্রালয়ের ব্রাহ্মণ। একদিন আমার অঙ্গ দেখে ব্যঙ্গ ক'রেছিলি! ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে তুই ভুলেছিস্, কিন্তু আমি ভুলিনি।

[প্রস্থান।

কৈকয়ী। কি আশ্চর্য্য! একেও কি ভ্রম বলে! আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিলে, তবু একে ব'ল্‌ব ভ্রম! তাই ত আবার সে বালকই বা কোথায় গেল! সত্যই যেন রাজপুরী এক ভৌতিক আগার ব'লে ভ্রম হ'চ্চে! সেদিন মহারাজ স্বয়ং এক ভীমমূর্ত্তি দর্শন ক'র্‌লেন, আমি তাঁকে তাঁর ভ্রম ব'লে উপেক্ষা কর্‌লুম, আজ আমারও এই অবস্থা। অথচ এ বালকের কোন কথাই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমি যেন অহঙ্কারে কোন দিন কোন ব্রাহ্মণকে মনে ব্যথা প্রদান ক'রেছিলুম, তাই যেন সেই ব্যথিত ব্রাহ্মণ আমার প্রাণে সেই ব্যথা বা তদপেক্ষা নিদারুণ কঠোর

ব্যথা দিবার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ ক'র্‌ছে। অথচ আমার কোন কথাই স্মরণ হ'চ্চে না! দূর—এ আবার কথা! আমার কথা আমি জান্‌লাম না, অপরে জান্‌লে; ভ্রমই বৈ কি! তা না হ'লে এত অসম্ভব কিরূপে বিশ্বাস হয়! আজ চারিদিকে এত কোলাহল কেন? এত বাদ্য বাজে কিসের? যেন কোন উৎসব হ'চ্চে ব'লে বোধ হয়। কৈ মহারাজ ত এখনও এলেন না! মন্থরাই বা কোথায় গেল, মাগী এক তালেই আছে!

মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। বলি ভাল মানুষের মেয়ে—বলি ও বোকী থ্যাবলী হ্যাবলী মেয়ে—বলি ও ভাতারের আহ্লাদে গল-গল মেয়ে—বলি তালে থাক্‌ব না ত কি তোর মত বেতালে বুলে মর্‌বো ল্যা! ও মা—আমরা ত আর ভাতার নিয়ে শুইনি, ভাতার নিয়ে ঘরকন্না করিনি! বলি এ দিক্‌কার কি খোঁজ খবর রাখিস্! হাড়ির হাল যে হবে, পথে ব'সে যে কাঁদ্‌বে, হতে ধ'রে যে গাছতলায় বসিয়ে দিবে! ওরে আমার ভাতারের সোহাগের মাগ্‌রে! বলি ছুঁড়ি, পুরুষ লোকগুলোকে—তোরা আবার মানুষ ঠাওরাস্ কি ক'রে! ওদের যদি নাক না থাক্‌ত, তা হ'লে হজনী জিনিষগুলো সব খেয়ে ফেল্‌ত! ওমা ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ছুঁড়ি দিন দিন যেন কচি খুকি হ'চ্চেন!

কৈকয়ী। বলি কি হ'য়েছে মন্থরা, তুই আমায় এত ক'রে ব'ক্‌ছিস্ কেন, আমি তোর কি ক'র্‌লুম?

মন্থরা। তুমি আমার কি ক'র্‌বে গো, তোমারই তুমি ক'র্‌ছ! তবে আমাদের ভালবাসার মাথায় বাজ হান্‌ছ! দেখ্‌ছ কি, ভাতার যে চোখের মাথা খেয়েছে! চোক রেখেছে কি দেখ্‌বে? ওমা এখন ঘা যে শুকিয়েছে! মনে থাক্‌বে কেন? তবু ছুঁড়ি সেই ভাতার নিয়ে ভাতারের সোহাগ জানাবেন! একি মা কম দুঃখু! আমি ম'রেছিলুম নি কেন? কেন মহারাজ কেকয় এমন যাদুকরা দেশে আমায় পাঠিয়েছিল গো! আমি এমন জান্‌লে কি আস্‌তুম! ওমা—আমার তেমন মেয়েকে এমন ক'রে যাদু ক'রেছে! (রোদন)

কৈকয়ী। কি বল্‌ না মন্থরা, অমন ক'র্‌ছিস কেন, কি হ'ল বল না।

মন্থরা। বল্‌ বা কি—বল্‌বো কি—ব'ল্‌তে গেলে যে আমার বুকটা চু'চির হ'য়ে যায় মা! আমার ভরত কেউ হ'লো নি, রামাটা—লক্ষ্মীছাড়াটা রাজার এত আদরের হ'ল! তা তাকে আমার ধ'রে বেঁধে পাঠিয়ে দিলে! আহা—হা—দুগ্ধি পোষ্যি চাঁদের আমার কি হ'লো গো!

কৈকয়ী। সে কি রে মন্থরে! তবে কি আমার ভরতের কোন অশুভ সংবাদ এসেছে! বল্‌ মন্থরা, শীঘ্র বল্‌, আমার প্রাণ যে কেঁদে উঠ্‌ল! আমার প্রাণের ভরত কেমন আছে, পিতাই বা কেমন আছেন!

মন্থরা। মরণ—মরণ আমার—তবু নেকি বুঝ্‌তে পারেন না—কি অভাগ্যি—

কৈকয়ী। না মন্থরা—তুই আমায় বড় কষ্ট দিচ্চিস্, বল্, শীঘ্র বল্—আমার বাছার ত কোন অমঙ্গল হয় নি?

মন্থরা। ষাট্ ষাট্, শত্তুরের হোক—শত্তুরের হোক! ডাইনি মাগি, আমার সেই চিন্তেই ক'র্‌ছেন! আরে মাগি, কিছু শুন্‌ছিস্ নি, নগরে এত বাদ্যি বাজে কেন?

কৈকয়ী। কেন মন্থরা, নগরে এত বাদ্য কেন? মহারাজ কি কোন যজ্ঞাদি ক'র্‌বেন। আমি তাই তোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার জন্যই অপেক্ষা ক'র্‌ছিলাম্।

মন্থরা। ও মাগো—এখনও সে সংবাদটী পর্য্যন্ত রাজা তোমায় দেয় নি! না—না আমি আজিই চ'লে যাব, যার ভাতার তারই ভাল, আমার কেকয়রাজ বেঁচে বত্তে থাকুন, আমার সেই বাঁদিগিরিই ভাল। ও মা—রাজ্যির শুঁড়ি, বুড়ি, ছুঁড়ি যে খপর রাখে, আর কি না নিজের কোলের মাগ—আবার বলে আমার আদরিণী মাগ কৈকয়ী—তাঁকে এ খপরটী পর্য্যন্ত ছাপিয়ে রেখে এই কাজ!

কৈকয়ী। বলি বল্ না, কেন আর দেক্ লাগাস্? ঐ জন্যেই তোকে আমার ভাল লাগে না বাছা!

মন্থরা। লাগ্‌বে—লাগ্‌বে এবার লাগ্‌বে—কৌশল্যের বেটা রাম কাল রাজা হ'লেই ভাল লাগ্‌বে।

কৈকয়ী। কি ব'ল্‌লি মন্থরে—কি ব'ল্‌লি—প্রাণের রাম আমার কাল রাজা হ'বে! এ সুসংবাদ তুই আমায় এতক্ষণ ব'লিস নি? ও মন্থরে! এ আনন্দ যে আমার রাখ্‌বার স্থান নেই!

আমি এতক্ষণ যে তোর উপর বিরক্ত হ'চ্ছিলুম, তুই এ কথা শুনিয়ে আমার সে আগুনে একেবারে জল ঢেলে দিলি। নে—নে—মন্থরে, রাম আমার রাজা হবে, এ শুভ সংবাদে তোকে আর কি পুরস্কার দোব—আমার এই কোটী সহস্র হেমমুদ্রা মূল্যের এই গজমতি হার পুরস্কার দিলুম, আবার কাল যখন রাম আমার বৌমাকে নিয়ে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে ব'স্‌বে, তখন আমি মহারাজকে ব'লে তোর সর্ব্বাঙ্গ এরূপ সহস্র সহস্র গজমতি হারে সাজিয়ে দোব। (গলস্থ গজমতি হার প্রদান)

মন্থরা। মর্ মর্—রাখ্ তোর গজমতি হার! (হার দূরে নিক্ষেপ) ও মা এ রাজ্যির লোক কি গুণ জানে গো—অবাক্! অবাক্!

কৈকয়ী। কেন মন্থরা, তুই অমন ক'র্‌ছিস বল্ দেখি? আমার রামের নামে তোর এত দ্বেষ কেন? আমায় যে রাম নিজের মা'র চেয়েও ভক্তি করে। আমার ভরতকে সে যে কখন দুই দুই ভাবে না; কোন একটী খাবার পেলে দুটী ক'রে আমার ভরতের মুখে না দিয়ে সে নিজে কিছু খায় না; আমি যে রামকে আমার ভরত অপেক্ষা অধিক স্নেহ না ক'রে থাক্‌তে পারি না। বাছা যে আমার সর্ব্বগুণের আধার। আমরা ত মানুষ, আমার বোধ হয় রামকে আমার, বনের পশুপক্ষীতেও ভালবাসে! তার মিষ্ট মা মা বাক্যে স্বর্গের অমৃতের আস্বাদও তুচ্ছ ব'লে বোধ হয়। রাম আমার আগে—ভরত আমার পরে। আর মহারাজেরই বা তুই কি নিন্দা ক'র্‌ছিলি? তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে রাজ-সিংহা-

সন দান না ক'রে, ভরতকে আমার কিরূপে রাজ্য দান ক'র্‌তে পারেন! আর এ কথাই বা তাঁকে কে ব'ল্‌বে! ছিঃ মন্থরা—যদিও তুই আমার স্বার্থের জন্য এ সকল কথা আমার নিকট ব'ল্‌লি—কিন্তু আর অন্যের কাছে এ কথা তুলিস্ না! ছিঃ ছিঃ—যা কল্পনার চক্ষেও ঘৃণার সামগ্রী, ভাবনারও অগম্য, তুই আমায় সেই কথার অবতারণা ক'রে তিরস্কার ক'র্‌ছিলি!
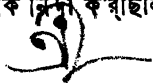
মন্থরা। হুঁ হ'য়েছে—কি যাদু বাবা! কি গুণ বল! এরা মানুষকে ভূত ক'র্‌তে পারে, এ সব সেই রামা মুখপোড়ার কাজ!

কৈকয়ী। কি কালামুখি! ধিক্‌জীবনি! দুশ্চারিণি! দাসী—বাঁদি হ'য়ে এতদূর স্পর্দ্ধা, আমার সাক্ষাতে তুই আমার প্রাণের রামকে গাল দিলি! দূর হ—দূর হ—আমার গৃহ হ'তে দূর হ, ডাকিনি, পিশাচি! আজই তুই আমার পিত্রালয়ে চ'লে যা। আমি তোর কালামুখ আর এ জীবনে কখন দেখ্‌ব না। রাক্ষসি! তুই আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লি! তোর উচিত শাস্তি—তোর মুখে চুণ কালি দিয়ে মার্‌তে মার্‌তে অযোধ্যা হ'তে বার ক'রে দেওয়া।

[বেগে প্রস্থান।

মন্থরা। ওমা এ কি হ'ল, আমি মরি মেয়ের জন্যে, আর মেয়ে মরে—সোহাগের মিন্‌সের জন্যে। ওমা কি হ'ল, আমি যে চার-দিকে ধোঁয়া দেখ্‌ছি গো! আমার কুঁজটা টন্‌টনিয়ে উঠ্‌ল,

ও গো—ও গো—মা আমার গো—ও গো—সতী লক্ষ্মী জননী আমার, যাস্ নে মা যাস্ নে! শোন্ না শোন্ না!

[বেগে প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[মানস-সরোবর]

নেপথ্যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ।	গেল গেল—সব গেল— সর্ব্ব কার্য্য ব্যর্থ হ'ল আজ!

মুনিমন্যুর প্রবেশ।

মুনিমন্যু। বিয়োগান্ত নাটকের এই বুঝি হয় যবনিকা।

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্যদেব। নিয়তির গতি রোধে আজ কেকয় ঝিয়ারী!

ইন্দ্র। কি হবে উপায়! এত আয়োজন,
এত অনুষ্ঠান—সব পণ্ড হবে!
রজনী প্রভাতে যদি ভগবান্ রাম—
বৈসে অযোধ্যাধামে রাজসিংহাসনে,
তবে হইবে কেমনে ধ্বংস উগ্র নিশাচর!
তবে কি হবে না নাশ অমর দুর্দ্দশা—
এতদিন যে যন্ত্রণা নীরবে সহিছে তারা—

চ্যুত হ'য়ে স্বর্গধাম হ'তে !
সব ব্যর্থ হবে—দশরথে মুনি-অভিশাপ—
কৈকয়ীরে ব্রহ্মমন্যু—
বিধাতার অখণ্ড নিয়তি, অমরের অদম্য আকাঙ্ক্ষা
সব হবে চুরমার !
ভগবান নিজে যে রাক্ষস ধ্বংস হেতু,
আর দেবদুঃখ দূর করিবারে—
অবতীর্ণ হইলেন অবনী উপর—
সে লীলার তাঁর এইখানে সব হবে অবসান।
হে গোবিন্দ জগৎগোঁসাই!
নিত্যানন্দ প্রভু মুকুন্দমুরারি,
আর ক্লেশ সহিবারে নারি,
হর দুঃখ দামোদর ! নয় অমরের অমরত্ব নাশ',
জীব সম করহ মরণশীল—শিলাময় হও না দয়াল !

দৈববাণী। না ভাবিও দেব-অধিপতি—
ভারতীর কর আরাধনা—
কৈকয়ীর কণ্ঠে মাতা হ'লে অধিষ্ঠান
উদ্দেশ্য পূরিবে, দেব-দুঃখ যাবে, মিটিবে বাসনা।

ইন্দ্র। এস দেবগণ ! শুনিলে ত দৈববাণী ?
এস দেবী বীণাপাণি করি আরাধনা !
আয় ওমা বাক্‌দেবি ! শ্বেতসরোজবাসিনী,
শ্বেতভুজে গীর্ব্বাণী জননী—

চাও ওমা কাতর সন্তানে নিজগুণে,
তুমি না তারিলে
চিত্তদৈন্যনিবারিণি, কে তারিবে জগৎদুর্গতি !

সকলে। আয়, আয় আয় ওমা—শ্বেতভুজে শ্বেতমাল্যধারিণী !
আয়, আয়, আয় ওমা—সিংহাসনে শেষ-অঙ্কশোভিনী,
আয়, আয়, আয় ওমা—সুকুমারী চিত্তশোকনাশিনী।

মুনিমন্যু। গীত

জয় মা বাক্‌বাদিনী ব্রহ্মসুতে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী।
শ্বেতঅম্বরধরা, শ্বেতবীণাকরা, শ্বেতঅলঙ্কারঅলঙ্কৃতা শ্বেতাঙ্গিনী।
জয় মা শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা, শ্বেতগজমুক্তাহারশোভিতা,
নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপিতা, সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণবন্দিনী।
জয় মা পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহরন্মত নিত্যা শুদ্ধে,
ত্রিভুবন জয়দে দেবী বরদে বিদ্যে বেদান্তগীতে—
তাই মা স্মরি সুরাসুরবাণী, অজ্ঞানতিমিরদীপবিধায়িনী,
তারিতে দীনে পদতরণী দে মা শিবে সত্যসনাতনী।

সঙ্গিনীসহ সরস্বতীর প্রবেশ।

সঙ্গিনীগণ। গীত

ফুল্ল কুসুম সুবাসে মিশায়ে আয় মা শোভনে আয় মা আয়।
অনুপমা নিরুপমা, শুভ্র জোছনা সুষমা ছড়ায়ে আয় মা আয়।
তুই ত নোস্ মা কঠোরা পাষাণী, দয়াবতী শিবে করুণার রাণী,
কোমল কমল তোর পা দু'খানি, দিতে মা সন্তানে আয় মা আয়।
বীণার তানে পুলক প্রাণে অভয় দাও আয় মা আয়।

সরস্বতী। কেন বাছা, কর মোরে আবাহন!

ইন্দ্র। তুমি না করিলে দয়া দয়াময়ী—
রামলীলা অসম্পূর্ণ রয়—
দুরাচার রাবণের না হয় সংহার।
দেবতার দুঃখভার না হইবে দূর।

মুনিমন্যু। বেদমাতা দেবী—কর রক্ষা—অনাথ সন্তানে,
আমিই সেই অন্ধ সিন্ধুপিতা মুনিশাপ!
মাগো মুনিবাক্য করহ স্মরণ,
রাম যদি আজ পায় সিংহাসন—
তবে আর কোন্ ভাবে যাবে
পুত্রশোকে রাজার জীবন?

ব্রাহ্মণ্যদেব। হে ব্রহ্মাণি! আমিই ব্রহ্মণ্যদেব—
আরাধি তোমায়,
বাল্যে কৈকয়ীর প্রতি আছে ব্রহ্মশাপ,
ক'রেছিল দুষ্টা নারী ব্যঙ্গ এক ব্রাহ্মণেরে—
তাই সে ব্রাহ্মণ দিল অভিশাপ—
ভুবন অখ্যাতি তোর গাহিবে কৈকয়ী!
তাই বলি মাতঃ, ব্রহ্মবাক্য রক্ষ তুমি,
তুমি না রাখিলে ব্রাহ্মণের মান, কে রাখিবে
আর মহাদেবি!
দেবতার দুঃখভার কে নাশিবে শিবে!

ইন্দ্র। যাও মা অচিরে—কর গিয়া কৈকয়ীর কণ্ঠে অধিষ্ঠান,

যাহে যান রাম—চতুর্দ্দশবর্ষ তরে বনবাস।
দেখ্ গো জননি! এক রাম বনবাসী না হইলে
কত দিকে কত বিঘ্ন হয়—দেব পায় অশেষ যন্ত্রণা,
মুনিবাক্য হয় মা বিফল, ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হ'য়ে যায়,
অত্যাচারী রাবণের না হয় সংহার।

সরস্বতী। নারায়ণ! নিজ খেলা খেলিছ অলক্ষ্যে
নিমিত্ত করিতে মোরে—
পুনঃ পাতিয়াছ মায়া!
কি করিব আমি, মায়াময়—
অশ্রু আসে চোখে—বজ্র হানে বুকে—
এ হরিষে বিষাদ আনিতে!
কোথা প্রভু হবে রাজা—তাহে বনবাস—
হেন আর্ত্ত দৃশ্য কেমনে হেরিব!
আজ যেই জনমুখরিত হর্ষোৎফুল্ল অযোধ্যানগর,
কাল সেই এতক্ষণে শ্রীহীন হইয়া
ব্যঙ্গ করিবে আমারে!
শোক-অশ্রু বহিবে প্রবাহে!
রাজপুরী সমগ্র অযোধ্যা ভেসে যাবে সেই স্রোতে।
কি করিব—ভাবনার অকূল পাথারে,
ডুবালে তোমরা আজ ওহে দেবরাজ।
নাহিক উপায় হইবে যাইতে—দেব-ইচ্ছা—বিধি ইচ্ছা
করিতে পূরণ! হা কৈকয়ী অভাগিনী—

নিজ কর্ম্মদোষে স্বপত্নীর পুত্র ভালবেসে—
তবু নিতে হ'ল শেষে—মাথে এ কলঙ্কভার!

সঙ্গিনীগণ। জয় মা জয় তোমারি জয়!

[সরস্বতী সহ প্রস্থান।

সকলে। জয় মা গীর্ব্বাণি! জয় মা ভারতি!
তোমার মহিমা ব্যাপ্ত হউক ব্রহ্মাণ্ডময়।
জয় মা—জয় মা তোমারি জয়!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

[কৈকয়ীর কক্ষ]

কৈকয়ী ও মন্থরার প্রবেশ।

কৈকয়ী। ধিক্ ধিক্ কালামুখি!
এখন না হ'স্ দূর অযোধ্যা হইতে?
এখনও তুই মোর ধাস পাছু পাছু!

মন্থরা। এখনি নয় যাচ্চি চ'লে, তা ব'লে মা আপন জনে এমন বলে! আমার কি, আমার কি—ক'র্‌তে গেলুম ভাল, হ'য়ে গেল মন্দ, তবু ব'লে যাই রাজার ঝি! কৌশল্যের সঙ্গে কখন ত কর নাই মিল, এখন দেখ—শুধ্‌বে তার সে ধার, মেরে রুখে কিল। আমার কি, আমার কি—নিজের দোষে আমার ভরতকে ভাসালে, আপনিও শেষ বয়সে ভাস্‌বে চোখের জলে! পশু পাখী

তারাও ওমা, নিজের ছেলের পানে চায়, তুমি এমনি হ'লে শক্ত পাষাণী, বুঝ্‌লে না ক নিজের আপন পরের মায়ার। আমার কি আমার কি আমি দেশে চল্‌নু, কিন্তু শেষে দেখ' ক'র্‌তে হ'বে আপশোষ, লোকের মধ্যে একটা এই সারকথা ব'ল্‌নু! (গমনোদ্যতা)

(সহসা সরস্বতীর আবির্ভাব ও কৈকয়ীকে স্পর্শ)

সরস্বতী। (জনান্তিকে) মূঢ়া নারি, না দেখ বিচারি—
কেবা নিজ কেবা হয় পর,
মন্থরারে মন্দ ক'য়ে নিজ স্বার্থ কর তুমি হানি!

কৈকয়ী। কি হ'ল—সত্যই ত—পশু পক্ষী যারা—
অন্বেষে তারাও সদা নিজ শাবকের সুখ!
আর আমি মূঢ়া নারী কিছু না বিচারি—
মিথ্যা দিনু গালি প্রিয় দাসী মন্থরারে!
এ সংসারে মম সম কেবা বুদ্ধিহীনা,
পর সন্তানের তরে কেবা আত্মহারা!
মন্থরা—মন্থরা, যাস্‌ নে যাস্‌ নে—
আয় আয় জননী আমার, না বুঝে অবুঝ মত
তোরে আমি বিনা দোষে পাড়িয়াছি গালি,
কর মাগো কন্যা বলি তাহারে মার্জ্জনা,
বল্‌—বল্‌ এ মোর সঙ্কট দিনে কি আছে উপায়,
কৌশল্যার তর্জ্জনীর দায় হ'তে!
হয় কি না হয় বল্‌ মোর পরিত্রাণ!

সত্যই শ্রীরাম নয় আপন গর্ভজ শিশু,
সতিনী-কণ্টক—সে রাম কখন নিজ নয়—
কুহকের ছলা জানে রাম—মোরে তাই সে ভুলায়!

মন্থরা। হুঁ—তাই ত বলি, আমার সেয়ানা মেয়ে যাতুর দেশেই নয় এসেছে, তা ব'লে কি সব ভুলে যাবে! ও মা—ও মা—কুপুত্র যদিও হয়—কুমাতা কখন নয়; তুমি নয় মা, বুঝ্‌তে না পেরে আমায় দু'কথা ব'লেছ, তা ব'লে কি আমি তাতে রাগ করি! মন্থরাকে তুমি এত আল্‌গা মেয়ে মানুষ বুঝনি! বড় শক্ত মা, বড় শক্ত! বুঝ্‌ছ ত বোঝ, কৌশল্যে সাপিনী—বড় সহজ নয়, দেখ্‌লে না, রাজাকে কেমন ক'রে ছোঁ মেরে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিলে! বলি মা, একটায় তুমি ধ'রে নাও না, এই যে এত বড় একটা কাণ্ড—রাজ্যিশুদ্ধ একটা ঢি ঢি—বলি, কৈ রাজা যে তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসে—বলি তার ধর্ম্মটা কি রাখ্‌লে—কাকের মুখেও কি একটা খপর দিলে? দিবে কেন, বড় রাণী যে তাকে বিষ দাঁত ঝেড়েছে, কলের পুতুলটী ক'রে তুলেছে, বুড়োর কি আর কিছু ক'র্‌বার উপায় আছে!

কৈকয়ী। সত্যি ব'লেছিস্ মা! এখন বুঝ্‌ছি, তোর কথার একটী বর্ণ—একটী ছেদ—কোনটীও ভুল নয়, আমি সরলা—অত তত বুঝি না মা! রাজা যে শুধু আমায় মুখে ভালবাসেন—তা এতক্ষণে তোর কথায় আমার প্রত্যয় হ'চ্চে। মন্থরা, তুই আমায় অকূল বিপদসাগর হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌বি? উপায় কি মা, রাম রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে রামই এই রাজ্যের উত্তরাধি-

কারী, আমার ভরত ত কোনরূপে রাজ্যাসন পেতে পারে না। তবে উপায় কি মা মন্থরা? ভগবান আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই, তাই এই ভাবী অনর্থের পূর্ব্বাভাষ হ'চ্চে। অভাগিনী আমি—আমি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী হ'তে এসেছিলাম, কিন্তু ভাগ্যচক্রে ভিখারিণী হ'তে ব'সেছি।

মন্থরা। ও মা তোমার কিচ্ছুটী ভয় নেই, তোমার কিচ্ছুটী ভয় নেই। যদ্দিন এই কুঁজি আছে, তদ্দিন তোমার কুশেরও বিনাশ নেই। তবে তোমাকেও শক্ত হ'তে হবে, আল্‌গা হ'লে চ'ল্‌বে না মা, আল্‌গা হ'লে চ'ল্‌বে না। তা হ'লেই একূল ওকূল দুকূল যাবে। ভাবনা কি—এ কুঁজির মন্তরণা বড় সহজ মন্তরণা নয়। মহারাজ কেকয়—মন্ত্রীদের মন্তরণা ছেড়ে আমারই মন্তরণার সাবাস দিত মা! আমি মন্তরণা-কুঁজি ব'লেই আমার নাম কুঁজি হ'য়ে গেল! আমি আছি ভয় কি? তবে যা ব'ল্লুম—তোমাকে একটু শক্ত হ'তে হবে।

কৈকয়ী। মা মন্থরা! আমি তোর কথায় সব পার্‌ব। কিন্তু কিসে হবে? কোন উপায়ই যে আর নেই মন্থরা! রজনী প্রভাত হ'লেই যে আমার ভরতের ভিক্ষার ঝুলি নেবার দিন, আমার বৃক্ষতলে ব'সবার দিন।

মন্থরা। এই দেখ দেখি, তবে এই বুড়ো মাগীটা কি তোমার কাছে কেবল গাল খেতেই আছে? কেন কর না, শক্ত হও না, সেই রাজার যখন ঘা হয়েছিল, তখন রাজা তোমার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে দুটী বর দিতে চেয়েছিল না? তুমি আমার

ব'লে, আমি ব'ল্লেম, যখন দরকার হবে, তখন মন্থরার মতে বর নেবে।

কৈকয়ী। হাঁ হাঁ, বর দিতে চেয়েছিলেন, তাতে কি হবে মন্থরা!

মন্থরা। এই দেখ দেখি খেব্‌লি মেয়ে! সেই বর দুটী আজই রাত্রে রাজার কাছে চাও; অভিমান ক'রে ব'সে থাক, রাজার আস্‌তে বিলম্ব হ'য়েছে ব'লে, অভিমানিনী মা আমার অভিমান ক'রে ব'সে থাক; তার পর রাজা এসে যখন তোমার মান ভাঙ্‌তে যাবেন, তখন তুমি সত্য করিয়ে ব'ল্‌বে, মহারাজ! সেই ঘা হবার সময় আমায় যে মন্থরার মনোমত দুটী বর দিতে সত্যি ক রেছিলেন, সেই দুটী বরের মধ্যে এক বরে তোমার রামকে রাজা না ক'রে আমার ভরতকে রাজা কর, আর আমার ভরতের কাঁটা ঘুচোতে তোমার রামকে চোদ্দ বছরের জন্যে বনে দাও।

কৈকয়ী। অঁ্যা—অঁ্যা রামকে বনে পাঠাব! মন্থরা, মন্থরা, মন্থরা, শেষ বর আর আমি মহারাজকে চাইব না। আমি কিছুতেই "মহারাজ, রামকে বনে দাও" একথা ব'ল্‌তে পার্‌ব না! মন্থরা—মন্থরা, আমি তোর কথায় চণ্ডালিনী—পাষাণী হ'তে পারি, কিন্তু যে রাম আমায় মা ব'ল্‌তে অজ্ঞান—তাকে বনে যেতে ব'ল্‌তে পার্‌ব না! লোকবিশ্রুত মাননীয় কেকয়রাজের ঔরস জাত কন্যা—পুণ্যাত্মা মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র—রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যাসন না দিয়ে অরণ্যে পাঠাব, এ কথা কি ব'ল্‌তে পারি? এ কুযশ য আমার ম'লেও যাবে না! স্বার্থের মোহে নয় তাকে রাজা

হ'তে বঞ্চিত ক'র্লাম, কিন্তু শত্রুকেও যা ব'ল্‌তে প্রাণ সঙ্কুচিত হয়, চোরদস্যুর ঘোর অত্যাচারের শাস্তি যে নির্ব্বাসন, সে কথা কিরূপে ব'ল্‌ব! বিশেষতঃ রাম আমার প্রিয় বই কখন শত্রু নয়। আমি ভিখারিণী হই হব, ভরত নয় আমার ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'র্‌বে, তবু আমি স্বার্থের প্রলোভনে এরূপ নীচ ঘৃণ্য বাক্য উচ্চারণ ক'র্‌তে পার্‌ব না।

মন্থরা। তবে সোহাগ জানাও গে, ছেলের হাত ধ'রে পথে ব'সে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ গে. কৌশুল্যের নাক নাড়া খাও-গে! আমার মন্তরণা ত শুন্‌বে না, তবে কেন বাছা, আমি ঘরের ছেলে ঘরে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরুলে? আমি ত জানি, এ যাদুকরা দেশে তোকে যাদু ক'রেছে। আরে সতীনপো! সব ভাল গো, সব ভাল! বলি সতীনপো যে তোমার গুণের গুণধর, মা ব'ল্‌তে অজ্ঞান, মস্ত ধর্ম্মজ্ঞান, তাহ'লে সে যে রাজা হ'বে, কৈ সে মা ব'লে কি তোমাকে একবার একটা পেরণাম ক'র্‌লে? রাজাই নয় মেগের ভেড়ো হ'য়েছে, কৌশুল্যের ওষুদে জুজু পোকাটী হ'য়েছে, কিন্তু রাম ত তোমার গুণধর, বলি, গুণধরের গুণ রৈল কোথা? আরে মাগী, সতীনের কাঁটা, সতীনের কাঁটা। সে কি কখন মিষ্টি হয়! নিমের ফল নিম—আমের ফল আম! তাতে রামই বল, আর লক্ষ্মণই বল! যাক্ মরুক গে, আমার এত কেন বাপু! এতে রাগ বাড়া বই ত আর কমে নে! যাই, দেশে চ'লে যাই।

(গমনোদ্যত)

(সরস্বতীর আবির্ভাব ও কৈকয়ীকে স্পর্শ)

সরস্বতী। মোহের কারণ — ভুলে নারী নিজ প্রয়োজন!
ধিক্ নারীজাতি!
বুঝিলি না রামে কেন হবে দিতে বনবাস,
হেলায় মঙ্গলঘট ঠেলিস্ চরণে?

গীত

ও মা কেন এমন মায়েরি প্রাণে!
যে মা স্নেহ-মায়া অঞ্চলে বেঁধে বাঁধে চঞ্চল সন্তানে॥
যে স্নেহ কোমল করে, লইয়ে আদর ক'রে,
ব্যথিতের ব্যথা হরে, সে মায়ে কে না জানে॥
যে স্নেহ অতুল সিন্ধু, বিশ্ব যার পেয়ে বিন্দু,
সদাই আনন্দে ভাসে — বিন্দুর বিন্দুদানে॥

(সরস্বতীর অন্তর্ধান)

কৈকয়ী। সত্যই ত মন্থরার স্বার্থ কিবা এতে,
যা করে আমারই তরে!
যাস্‌নে—যাস্‌নে প্রাণের মন্থরে!
এ ঘোর পাথারে—
নাই তুই বিনা মোর পারের তরণী!
জননীর সম হেরি তোরে ধরি করে—
কর্—কর্ জননীর কাজ! যা বলিবি তা করিব—
না হবে অন্যথা—না হইব কর্ত্তব্যবিমুখ,
বাঁধিলাম বুক—শত ঝঞ্ঝা—শত বজ্রাঘাতে—

টলিবে না— নড়িবে না পুনঃ কভু তোর যুক্তির পাষাণ !
করি অভিমান, পাঠাব শ্রীরামে বনবাসে।
দেখ্ দেখ্—রাজা কি না আসে ?
সত্যই ত ! ক্ষত অঙ্গে যার করি প্রাণপণ—
ঘৃণায় বর্জ্জন করি ক'রেছি শুশ্রূষা—
আজ তার এই ভালবাসা !
রাম হবে রাজা জিজ্ঞাসার' পাত্রী না হইনু।
সেই স্বামী সেই আমি সেই সব রয়,
সে আদর নাই শুধু পেয়েছে সময় !
কৌশল্যার হইয়াছ তুমি,
যাও, যাও, যাও রাজা, কৌশল্যার কাছে,
আর নাহি আছে কৈকয়ীর সুধা—
ফুরায়েছে দিন তাই দীনা কৈকয়ীর এই দিন—
করিছ রাজন্ ! কিসে আমি রাজরাণী ?
রাজরাণী কৌশল্যা ভগিনী, পুনঃ হবে রাজার জননী,
আমি যেই দীনা সেই দীনা ভিখারিণী ভবে।
কেন তবে গাত্রে অলঙ্কার,
শতেশ্বরী গজমতি হার কা'র গলে শোভে ?
দূর হও সব রতন বিভব—
দীনারে শোভে না কভু।
ছিন্নভিন্ন হও মুকুতার মালা—এ কুষ্ণকুণ্ডল !

(অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ)

যাব চলে পিতার ভবনে—নয় গহন বিপিনে,
হব সন্ন্যাসিনী – কিম্বা ভিখারিণী হ'য়ে—
ভরতেরে ল'য়ে ভিক্ষা চা'ব গিয়ে দ্বারে দ্বারে।
পিতৃস্নেহবঞ্চিত পুত্রেরে সকলে করিবে দয়া।
তবু বিষধর – বিষধরী-ছায়া—
আশ্রয় না লইবে জীবন! দেখ্ গো মন্থরে!
গঠিবারে লৌহ বজ্র দিয়ে পারি কি না—
এই হিয়া—পারি কি না রমণীর দুর্ব্বলতা—
ত্যজিবারে। দেখ্—দেখ্ রাজেন্দ্রেরে, আসে কত দূরে
আর দেখ কোন্ ক্রিয়া ধরে—
তোর ঔষধির! এই স্থির পণ, রাম বনবাস—
আর ভারতের রাজসিংহাসন।

মন্থরা। তাই ত বলি, আমার সেয়ানা মেয়ে কি এমন বোকা হবে! দেখ্‌বি দেখ্‌বি—ঐ দুটী বর নিলেই তোর সকল দুঃখ যাবে! আমি কি যেমন তেমন মেয়ে শনির দিষ্টি—আমার দিষ্টি—যায় দু'কূল খেয়ে! দেখি এখন, অস্লেয়ে বুড়ো আছে বুঝি কৌশল্যের ঘরে শুয়ে।

[প্রস্থান।

কৈকয়ী। দূর হও মন! কাতর ক্রন্দন না শুনিও কাণে।
করুণ অশ্রুর টানে ডুবিবে তোমার কক্ষ—
বক্ষ ফেটে যাবে—রক্ষ রক্ষ রবে—
রাজপুরী সংক্ষুব্ধ হইবে—

উঠিবে চৌদিকে অশান্তি-হুঙ্কার!
আরে মন! বলি বার বার—
যেন স্নেহ মায়া সেই কালে তিলেক না আসে!
ঐ আসে বুঝি রাজা! (শয়ন)

দশরথের প্রবেশ।

দশরথ। কোথা রাণি! মম আদরের ফুল্ল কমলিনি!
যামিনী বলিয়া প্রিয়ে, তাই কি মুদিতা!
স্মিতাননে! কোথা তুমি! এস এস—
দিই এক শুভ সমাচার। আমার প্রাণের রাম—
রাজা হবে কালি! এ সুখ সংবাদ নিজে দিব বলি—
তাই প্রিয়ে! অপরে না তব পাশে ক'রেছি প্রেরণ।
কৈ কোথা চারুশীলে! পতিপ্রাণা সাধ্বী গুণবতি!
শূন্য কক্ষ—কোথা গেল রাণী!
তবে কি মানিনী—এই শুভবার্ত্তা দিতে মোর—
বিলম্ব হইল ভাবি করিয়াছে মান!
কেন প্রাণ এত কাতর হইল?
কোথা গেল, কেকয়কুমারী!
প্রিয়ে—প্রিয়ে!—মন্থরে! মন্থরে!

মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। কেন মহারাজ!
দশরথ। কোথা রাণী?

মন্থরা। রাণী ত আনন্দে ধন দান করিছেন রাজা !

দশরথ। রাম রাজা হবে—প্রাণাধিকা পেয়েছে সংবাদ ?

মন্থরা। ও মা—ও আবার কি কথা গো, সে সংবাদ ত তুমিই দিয়েছ রাজা !

দশরথ। আমি ? প্রভাত হইতে এই অর্দ্ধরাত্রি হ'ল,
এর মাঝে মম সনে কৈকয়ীর হয়নি ত দেখা।

মন্থরা। ওমা—আমি কি তা বল্‌ছি, তিনি ত আমাকে এই ব'ল্‌ছিলেন, জানিস্ মন্থরে—আমি আর রাণী নই, এ রাজ্যের একটা ভিখারিণী কেউ যদি রাণী ব'লে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহ'লে কিছুতেই তুই আমি রাণী ব'লে সে কথার উত্তর দিস্ না! রামের মাই রাণী। তাই মহারাজ—আমি কি ক'র্‌ব বল, আমার মেয়ের হুকুম, আমি কি অমান্তি ক'র্‌তে পারি, তাই বড় রাণীর কথাই ব'ল্‌ছিলুম !

দশরথ। (স্বগত) সত্যই অভিমানিনী আমার অভিমান ক'রে র'য়েছে! তাই আমার বাক্যের উত্তর দান ক'র্‌ছে না! (প্রকাশ্যে) যাক্ মন্থরা—আমার সে অভিমানিনী সোহাগিনী কোথায়, তাই তুই বল্।

মন্থরা। (অঙ্গুলি সঙ্কেত ও স্বগত) এই বার ত ঝড় বইবে! যাই হোক্, আমাকে পাশ থেকে সব দেখ্‌তে হবে, মরণ—মাগী যে আল্‌গা! (অন্তরালে দণ্ডায়মান)

দশরথ। বিধুমুখি! কোথা তুমি!
একি—একি ভূতলে শয়ন কেন ভূলুণ্ঠিতা লতা সমা,

হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক ত্যজিয়ে, কেন প্রিয়ে,
পদ্মনিভ হেম অঙ্গ ধূসরিত করিছ ধূলায় ?
কেন লো মানিনি, অসংযত কেশপাশ,
গৃহচিত্র কেন স্থানচ্যুত, পুষ্পমাল্য বিবিধ ভূষণ,
কেন আজ ছিন্নভিন্ন প্রাণের পুতলি ?
কেহ কি ক'রেছে অপমান,
কিম্বা ধনি অনুমানি অসুখ হইল কোন,
আহ্বানিব কি লো রাজবৈদ্যগণে ?
কিম্বা কহ যদি থাকে আশা—
অভাগ্য দরিদ্রে কোন ধনাঢ্য করিতে,
করি তারে ধনদান।
কিম্বা বল কোন্ অবধ্য বধিতে হবে !
জান ত প্রেয়সি ! আমি কিম্বা আমার সকল
সকলই তোমার অধীন ! যাহা চাহ, বল তাহা,
তাই দিয়ে প্রীতি তব করিব বিধান।
জান ত সুন্দরি, আখণ্ডল সূর্য্যদেব
ব্রহ্মাণ্ডের যতদূর কর করেন প্রদান,
সে সব আমার রাজ্য, তখন মানিনি
এ জগতে কিবা বল অপ্রাপ্য তোমার ?
কিম্বা এ জীবন বিনিময়ে
যদি হয় তব আশার সফল,
তাতে কুণ্ঠিত নয় রাজা দশরথ।

বল প্রিয়ে! কালি মম রাম রাজা হবে—
সাজে কি গো আজ তব অভিমান!

কৈকয়ী। অভিমান কার প্রতি করিব রাজন্!
কে আছে আমার—কার প্রতি অভিমান সাজে!
জনমদুঃখিনী আমি বন্ধ্যা অভাগিনি,
সে কেন এ হেন আশা পোষিবে হিয়ায়!
যার হায় সাজে অভিমান, যাও রাজা
সেই কৌশল্যার গেহে, সাধ গিয়া তার অভিমান।

দশরথ। একি কহ প্রিয়তমে! তোমা চেয়ে—
সুমিত্রা কৌশল্যা মম অধিক কি প্রিয়ে?
যা হ'তে বারেক নহে - সংখ্যা বহুবার,
তার মাঝে দুই স্মরণীয় বারে হ'ল প্রাণদান!
বল প্রাণপ্রিয়ে! আর তোমা হ'তে—
এ জগতে মম কেবা আর মূল্যবান?

কৈকয়ী। ছিল একদিন রাজা মনে সেই ভাব,
ভাবেতে সে ভাবে প্রভু দাসীরে তোমার,
এবে সে দিন হ'য়েছে গত, সেই যন্ত্রণার দিন—
সুখে কি অধম নর ভাবে দুঃখকাল!

দশরথ। বৃথা দোষ রোষে প্রিয়তমে!
দিব বলি রামে কালি সিংহাসন
তাই ছিনু নানা কার্য্য হেতু, কর দণ্ড মোরে—
দণ্ডধর দশরথ ত্রুটীহেতু দণ্ড চায় তোমার নিকট।

কৈকয়ী। এত ভালবাসা ? নাহি রাজা সে পিপাসা মোর !

দশরথ। তবে কিবা চাও, যা চাহিবে দিব তাই,
আজি কল্পতরু আমি—যেবা যাহা চাহিতেছি—
তাই আমি করিতেছি দান, বল, বল, বল শুভাননে !
কিবা তব মনে রহে অভিলাষ ?

কৈকয়ী। অভিলাষ—মম অভিলাষ—
পূরাইতে কে পারে জগতে রাজা !

দশরথ। আমি পূর্ণ করিব সুন্দরি,
বল তুমি, করিনু শপথ—
এ জগতে রাম চেয়ে কারে কভু নাহি ভালবাসি,
রে রূপসি, সেই রামের শপথ করি—
কহিলাম তোমা—যাহা চাবে, তাই দিব আমি।
বল প্রিয়ে, বল !

কৈকয়ী। দেখ রাজা—প্রতিশ্রুত বাক্য হেতু –
যেন পরে না প'ড়ে ফাঁপরে ! ভাল ক'রে—
প্রতিজ্ঞায় বাঁধ বুক ! যেন সত্য ভাঙ্গি সূর্য্যকুলে—
না পড়ে কলঙ্কমলা ! এই বেলা—
মনে মনে করহ বিচার !

দশরথ। কেন প্রিয়ে ! এত প্রাণে আনিছ সংশয়,
রাজা দশরথ নয় কভু মিথ্যাবাদী।
পুনঃ কই রামের শপথ—যাহা চাবে—
তাই দিব আমি।

কৈকয়ী। তবে কহি সত্যবাদী সূর্য্যকুলরাজে।
সাক্ষী হও গ্রহ, তারা, অমরমণ্ডলী,
সাক্ষী হও চন্দ্রসূর্য্য, গৃহদেবগণ,
সাক্ষী হও ব্যোম, বায়ু, যত দিগঙ্গনা,
সাক্ষী হও অগ্নিদেব, পরোক্ষ প্রত্যক্ষ দেব যত,
সূর্য্যবংশে সত্যবাদী সত্যসন্ধ রাজা দশরথ
রামের শপথ করি—কন অকপটে
পূরাবেন আজি—তাঁর প্রিয় রাম রাজা হবে বলি
আমার বাসনা!

দশরথ। একি রাণি! কেন মূর্ত্তি বিভীষণা!
সহাস্য আননা তুমি, সেই অনবদ্য মুখ খানি তব
সহসা আরক্ত কেন—রণচণ্ডী সম!
ঘন ঘন স্ফুরিছে অধর—আবেগে নিরুদ্ধ কণ্ঠ!
একি পরিহাস কর!

মন্থরা। (অদূর হইতে সঙ্কেত)

কৈকয়ী। পরিহাস—কার সনে পরিহাস!
যদি সত্যসন্ধ রাজা, পরিহাস ভাবি সত্য ভঙ্গ কর,
তবে কর এই কালে
এখনও কহি নাই প্রার্থনীয় বাণী!
পার কর, নয় এখনও বল মহারাজ!

দশরথ। রে মানিনি! পুনঃ পুনঃ কেন কর ছল,
ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ সত্যসন্ধ রাজা দশরথ।

কৈকয়ী। তবে সত্যসন্ধ মহারাজ!
দুই বর দানে ঋণী তুমি মোর কাছে,
মন্থরা আমার যাচিবে সে দুই বর।

দশরথ। এই কথা - এ হ'তে আনন্দ কিবা!
রাম মোর রাজা হবে কালি,
আজি ঋণমুক্ত হব আমি,
কহ ধনি! মন্থরার মনোমত কিবা বর দুই?

কৈকয়ী। এক বরে রাজা - রামে নাহি করি যুবরাজ,
কর মোর ভরতেরে রাজা।
অন্য বরে সে রামেরে
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে দাও বনবাস।
আজই যাউক রাম জটাচীর পরি দণ্ডক অরণ্যে।

দশরথ। (সচকিতে কৈকয়ীর প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক)
কি—কি বলিলি কৈকয়ি!
রাখ পরিহাস, ফেটে যায় বুক
সত্যবদ্ধ আমি যে বাঘিনি!
বল্—বল্ বর চাই কিবা তোর?

কৈকয়ী। ঐ বর ছাড়া অন্য বর মোর আর নাই মহারাজ!
দিবে দাও, নয় যাও—আপন করমে—
যাই আমি চক্ষু যাবে যথা।

দশরথ। কে আছ কোথায় ধর—ধর মোরে—
কম্পে বিশ্ব—আঁধার চৌদিক।

সত্যের শৃঙ্খলে বাঁধি দংশিল—দংশিল অজগরী—
বিষে তার বক্ষ ফাটে, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় বা বিদারি!
না না, চিত্ত মোহ কিম্বা দিবাস্বপ্ন হবে।
এ—কে—কে নৃশংসা রাক্ষসী! সেই—
সেই—সেই কুটিলনয়ন বিকট ভ্রুভঙ্গী সেই!
দাও পথ—দাও পথ—ভ্রম নয় সত্যই সর্পিণী—
দংশেছে আমারে—বিষে তার জর জর তনু,
দাও—দাও ছেড়ে পথ!　　　(গমনোদ্যত)

কৈকয়ী। (বাধা দান পূর্ব্বক)
যাবে যাও ব'লে যাও রাজা,
পুত্রস্নেহে সত্য ভঙ্গ করিল আপনি—
সত্যবাদী সূর্য্যকুলসমুদ্ভূত সত্যসন্ধ রাজা দশরথ!

দশরথ। হা রাম—হা রাম—একি শুনি বজ্রসম বাণী! (মূর্চ্ছা)

কৈকয়ী। ওগো মন্থরে, কোথা গেলি, ওমা একি মূর্চ্ছা গেল যে!

মন্থরা। মূর্চ্ছোয় মরে না গো, মূর্চ্ছোয় মরে না। জলের ছিটে দাও, জলের ছিটে দাও, ও সব মিন্‌সের ভিরকুটি। বর না নিয়ে ছেড় না, জলের ছিটে দাও, রামকে ডাকৃতে পাঠাও। (জল দান)

কৈকয়ী। (জলদান পূর্ব্বক)
কাতর যদি হে রাজা, কেন দিবে বর,
থাক্ তবে—

কহিবে সকল জন পরম অধর্ম্মাচারী রাজা দশরথ।

দশরথ। রে নৃশংসে! হোস্‌নে পাষাণী, কি করি'ছে রাম তোর?
সত্য সাক্ষী বল—
কৌশল্যার চেয়ে ভক্তি কি না করে রাম তোরে?
ধরি কর রাণি! ক্ষমা কর মোরে,
পারি রাজ্য রাজলক্ষ্মী সব দিতে বিসর্জ্জন,
কিন্তু রামধন আমার জীবন,
সে ধন বিহনে আমি ক্ষণকাল বাঁচিব না রাণি!
সূর্য্য বিনা বিশ্ব, বারিহীন মীন বাঁচিতেও পারে,
কিন্তু রাম বিনা পলকেও নারি করিবারে জীবনধারণ।
পায়ে ধরি রাণি! ক্ষমা কর তুমি,
কেমনেতে বল রাম সম সুসন্তানে আমি—
বলিব এ কালামুখে—"রাজসিংহাসন পাবি না রে তুই,
যারে রাম বনবাস।"
আজ অধিবাস—যার করে এখনও—
মাঙ্গলিক সূত্র আছে বাঁধা।
বরং ইহা আমি ক'রিছি স্বীকার,
এক বরে কুমারে তোমার দিই রাজ্যভার রাণি!
অন্য বর চাহ অন্য—চাও প্রাণ, তাও দিতে পারি।
তবু রামে বনে না পাঠাতে পারি।

কৈকয়ী। যদি অঙ্গিকার ভঙ্গ কর রাজা—
কর তুমি—রাজ্য তব—পুত্র তব—

সকলি তোমার, যাহা ইচ্ছা পার করিবারে,
শুন রাজা, নাহি চাই বর,
দাও অনুমতি, যাই পিত্রালয়ে—
গাহি গান রাজপথে—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলমণি!"

দশরথ। রে কৈকয়ী! নহি মিথ্যাবাদী আমি,
ভিক্ষা চাই তোর কাছে, দে গো ভিক্ষা—
ধরণীর একচ্ছত্রী রাজে।
ক্ষম রাণি, অতি ক্ষোভে কহিয়াছি কুটবাণী;
আরও ভেবে দেখ রাণি,
যে আশায় তুমি রামে বঞ্চি রাজ্য নিতে চাও,
সে আশায় দাও জলাঞ্জলি—জানি আমি ভরতের মন,
সে কখন—রামে দিয়ে বন,
অযোধ্যার সিংহাসন নাহি গ্রহণ করিবে!
হয় হিতে হবে বিপরীত—সুধায় উঠিবে বিষ!

কৈকয়ী। উঠে উঠুক গরল—তুমি কেন হও খল রাজা,
যা ক'রেছ অঙ্গীকার, পাল তাহা,
সত্যভঙ্গ কেন করিবে হে রাজ্যের ভূপাল!

দশরথ। কালরূপা রে নাগিনি—
এত কহিলাম—তবু তোর বিষ—
হৃদি হ'তে না নামিল?

কৈকয়ী। বৃদ্ধ হ'য়ে রাজা বুদ্ধিভ্রংশ ঘ'টেছে তোমার।

দশরথ। যাইলে কান্তারে রাম, না বাঁচিব রাণি,
পতিঘাতী হবি কলঙ্কিনী!

কৈকয়ী। ধিক্—ধিক্ মিথ্যাবাদী অযোধ্যার রাজা,
যদি পালিতে অক্ষম হবে, কেন তবে—
গৌরব করিয়ে সত্য ক'রেছিলে?
যাক্—কোন কথা না চাই শুনিতে,
বল সত্যসন্ধ মহারাজ!
বল—বল সত্য তব তুমি কি না
করিবে পালন? হাঁ—না এ দু'য়ের
এক বাক্য শুনিবারে চাই!
যা ভাবিছ মহারাজ, তা হবার নয়!

দশরথ। রে পিশাচি! এখনও পাপ-জিহ্বা তোর
নরকের বিষ্ঠাময়কূপে হ'ল না পতিত!
ধিক্ ধিক্ চণ্ডালিনি!

কৈকয়ী। ক্রূর রাজা! বর দিবে কি না বল?
তিরস্কার আর গালি সহিতে না পারি!
অসহ যদ্যপি বর দানিবারে—
তবে কেন তিরস্কারে—কর হৃদয়-দাহন,
তার চেয়ে লও হে জীবন—
সত্য হ'তে মুক্ত হও তুমি!

দশরথ। অহো কি রাক্ষসি!
আরে কলঙ্কিনি! যদি নারীহত্যা সূর্য্যকুল

রাজেন্দ্রের অবিধি না হ'ত—
তাহ'লে কি এতক্ষণ তুই—
উন্নত মস্তক ল'য়ে—পারিতিস্ মোর
সম্মুখে দাঁড়াতে! খণ্ড খণ্ড করিতাম, যেই কালে
ক'য়েছিলি বজ্রাদপি কঠোর সে বাণী!

কৈকয়ী। আর বেশী ক'র না বড়াই রাজা—
সূর্য্যকুলে জন্ম বলি; অপদার্থ কাপুরুষ যেই,
তার মুখে শোভে না এ বাণী!
এই বুঝি সূর্য্যবংশোচিত কাজ,
করি অঙ্গীকার অস্বীকার কর পুনঃ!
হাঁ সত্যসন্ধ মহারাজ শৈব্য বটে,
সত্যরক্ষা হেতু নিজ মাংস শ্যেন বিহঙ্গেরে
কৈলা দান যিনি!
পুণ্যতপা অলর্ক সুমতি—ছিলেন ধার্ম্মিক সত্যবাদী,
পরিচয় তার—
সত্যবদ্ধ হ'য়ে নিজ চক্ষু কৈলা উৎপাটন;
সমুদ্রেও সত্যসন্ধ হেরি—
সত্যবদ্ধ হেতু এখনও সে সমুদ্র—
বেলাভূমি নাহি করে অতিক্রম!

দশরথ। ওঃ—এততেও বুঝিলি না নিষ্ঠুরে পাষাণি!
বুঝিলাম এত দিনে ফলিল রে অন্ধমুনি-অভিশাপ!
ঋষি, ঋষি—বুঝিতেছি পুত্রশোক কিবা ভয়ঙ্কর!

অহো—স্মরণেও ফাটে হিয়া—
স্ত্রৈণ বলি কুযশে ভরিবে বিশ্ব!
এ অযোধ্যা হইবে শ্মশান!
সরে যা নাগিনি! নিশ্বাসে রে তোর,
পুড়ে যায় দেহ! কে জানিত—
কৈকয়ী বাঘিনী, কৈকয়ী নাগিনী, কৈকয়ী রাক্ষসী,
কৈকয়ী পিশাচী! রে পাষাণি, কিবা বজ্রলেপ
দিয়ে গ'ড়েছে বিধাতা তোরে!
কি করি—হে মৃত্যু—এস এস ত্বরা,
নাশ—নাশ সত্যবদ্ধ দশরথ-প্রাণ,
নয় রামে—এইক্ষণে যেতে বনে বলিতে হইবে.
হেরিতে হইবে পুনঃ কালামুখী কৈকয়ীর কালামুখ!
যাও প্রাণ বাহিরিয়ে যাও,
বংশে নাহি দিও কলঙ্কের মলা,
অহো কেমনে বলিব—
নয়নপুত্তলি মোর পরম ধার্ম্মিক গুণনিধি রামে—
অহো কেমনে বলিব—ওরে বাছা—
স্ত্রৈণ তোর পিতা, সেই পিতৃবাক্যে তুই—
যা রে বনবাসে—যাই—যাই—এস—মৃত্যু!
হা রাম—হা রাম— (মূর্চ্ছা)

কৈকয়ী। ও মন্থরে কোথা গেলি, দেখ্ না, এবার যে আর শ্বাস বয় না গো!

মন্থরা। ওতে মরে না গো, মরে না; কি আমার গুণের গোঁসাঁই রে, ব'লি বড় যে হেছস্ক—বর কি পেয়েছ? তবে এতক্ষণ ক'র্‌লি কি! মিন্‌সের ভিরকুটি, ভিরকুটি! শীগ্‌গির শীগ্‌গির বর নিয়ে নে না, ভরতকে আন্‌তে পাঠানা, রামটা বনে চ'লে যাক্‌ না। আমি আড়ালে আছি, ভয় খাস্‌নি, ওতে ম'র্‌বে না।

কৈকয়ী। বলি মহারাজ! ছাড় ছলা,
বল কি না বর দিবে তুমি?
জানি ত ভিখারী মোর প্রাণের ভরত,
জানিত সংসারে আমি চির ভিখারিণী।

দশরথ। রে পতিঘাতিনি! এখনও ঢালা বিষ তুলিতে নারিলি!
বুঝিলাম—বুঝিলাম, মৃত্যু হ'ল মোর,
অহো, রুদ্ধশ্বাসে বুক ফাটে!
যাহা ইচ্ছা কর্‌ কলঙ্কিনি!
মিথ্যাবাদী নহে অযোধ্যার সত্যবাদী রাজা।
অহো স্বার্থমোহে একবার—
না চাহিলি মোর শ্রীরামের পানে!
হে নক্ষত্রময়ী নিশা, আর তুমি হ'ও না প্রভাত!
হইলে প্রভাত তুমি লজ্জা আর শোক দুঃখ
লোকচক্ষে করি উন্মোচন, আমারে দহিবে।
হোক্‌ মৃত্যু আগে—পরে যাহা ইচ্ছা ক'র।
না হ'লে কেমনে দেখাব মুখ! কাল রাম রাজা হবে,

নানা দেশ হ'তে আসিছে ভূপাল,
আর আমি মহা স্ত্রৈণ বদ্ধ কৈকয়ী দুয়ারে,!
হা ধিক্ আমায় !
আহা ! রাম রে আমার, কেন হেন
রাক্ষসের পুত্র হ'য়ে জন্মেছিলি বাপ্ !
অহো, কেমনে হেরিব বাপ
তোর অভিষেকোজ্জ্বল মূর্ত্তি
ভিখারীর বেশে। কনককুণ্ডলধর স্বর্ণকারগণ
মহার্ঘ্য আহার্য্য যারে করিত রে দান,
সেই রাম মোর কেমনে কাননে
বন্য তিক্ত কটু ফল করিবে আহার !
অহো ফেটে যায় বুক—সত্যবদ্ধ আমি,
হ'য়েছে চৈতন্য হত, কে আছ কোথায়,
আনহ ত্বরায় ধর্ম্মপ্রাণ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামেরে মোর,
একবার তার হেরিব রে চন্দ্রমুখ !

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। মহারাজ ! ভগবান্ বশিষ্ঠ আপনি,
বামদেব জাবালি সুযজ্ঞ আদি ব্রাহ্মণে লইয়ে
দ্বারে সমাগত, চাহেন আদেশ রাম-অভিষেকে।

দশরথ। হা সুমন্ত্র—কৈ রাম মোর—
একবার দেখাও আনিয়া সেই নয়নাভিরামে !
হা রাম—হা রাম—

কৈকয়ী। হে সুমন্ত্র ! কি দেখিছ বার বার চেয়ে,
গত নিশি মহারাজ
অভিষেক-হর্ষে থাকি ক'রেছেন রাত্রি জাগরণ,
তাই শ্রান্ত নিদ্রাতুর হেরিতেছ এত,
যাও শীঘ্র রামেরে এখানে এস ল'য়ে।

সুমন্ত্র। রাজ্ঞি ! কেমনে যাইতে পারি,
বিনা রাজেন্দ্রের সম্মতি লইয়া !

দশরথ। যাও মন্ত্রি ! ত্বরা আন মোর সুন্দর শ্রীরামে,
একবার হেরিব নয়নে তারে।
হা রাম ! হা রাম !
আমি পিতা নহি তোর
রাক্ষস-ঔরসে জন্ম ল'য়েছ দুলাল !

সুমন্ত্র। একি রাজা ভাবান্তর, অজ্ঞ দাস বুঝিতে অক্ষম,
কেন রমণীর রোষাগারে ? বুদ্ধিহীনা নারীজাতি,
বুঝি হে ভূপতি, তাই পড়িয়াছ আজি বিষম ফাঁপরে !

দশরথ। পড়িয়াছি বিষম ফাঁপরে, রে সুমন্ত্র !
স্ত্রৈণ আমি—আমি মহাপাপী,
ভুবন হইতে আমি—পিতৃনাম তুলে দিনু একেবারে !
সর্ব্বনাশ ঘ'টেছে আমার, চারিদিক হেরি অন্ধকার !
ঐ—ঐ সাক্ষাৎ নাগিনী—শেল সম ক'রেছে দংশন,
ঐ—ঐ বহে তার গরল নিশ্বাস, রামে দিবে বনবাস !
যাও—যাও— রামে ত্বরা আনহ হেথায়,

যাই—যাই—যেন হে সুমন্ত্র, রামে হেরে যায় প্রাণ !
হা রাম, হা রাম—

সুমন্ত্র। (স্বগত) হায় হায়—কি হ'তে এ কি বা হ'ল !
আরে নারি, কাল-ভুজঙ্গিনি,
কি করিল তোর রঘুমণি রাম !
হায়—হায় কি হইল ! বহুকাল এই
সূর্য্যবংশে যাইল কাটিয়া,
হা হা রাম—আমি যে তোমায়,
কোলে ক'রে ক'রেছি মানুষ !
তবে কেমনে এ শোকদৃশ্য হেরিব নয়নে !
এস বজ্র, পড় মাথে, ব'য়ে যাও ঊনপঞ্চাশ পবন,
তুলে আন সরযূর বারি,
ডুবাইয়া দাও আজি নিশি না হ'তে প্রভাত,
এই ধনধান্যভরা অযোধ্যা নগর !

[প্রস্থান।

দশরথ। এল রাম—বংশের দুলাল মোর—
এল রাম—এ বৃদ্ধের নড়ি,
সর্ব্বগুণনিধি পুত্র মোর পরম-ধার্ম্মিক,
আসিস্ না—আসিস্ না বাপ্—হেথা বিষধরী
এখনি করিবে দুষ্টা তোরেও দংশন !
তার চেয়ে চ'লে যারে, তোর দুই চক্ষু যায় যেই দিকে,
কেমনে সহিবি বাছা—তার বিষ-দন্তাঘাত !

হা রাম—হা রাম—
ঐ বন্দী গায়, নিশি বুঝি হইল প্রভাত !

নেপথ্যে বন্দিগণ। গীত

গা তোল গা তোল রাজাধিরাজেন্দ্র নররমণি—সুখযামিনী পোহাইল।
উদয়-অচলে কনককিরিটী মাথে দিক বিকাশি দিনমণি বিভাতিল ॥
তুমি হে অযোধ্যা-রবি, ত্রিলোকবিশ্রুত নীতিবান্ কবি,
পুণ্য চরিত্রের অকলঙ্ক ছবি, তোমা হেরি পাপ তমঃ পলাইল ॥
দুষ্টদর্পহর শিষ্টের পালক, তব যশোবাস মলয়বাহক,
সুরাসুর নর কিন্নর স্তাবক, মহিমায় মহিমবর হইল ॥
তুমি কল্পতরু বাঞ্ছা পুরাইতে, স্বীকৃত কুমারে যৌবরাজ্য দিতে,
এস এস নাথ উষার সহিতে, রামাভিষেকে শুভলগ্ন আসিল ॥

হায়—হায় ঐ যে গাহিছে বন্দী বিহগ কূজনে
রাম-অভিষেক হবে বলি আজ ! একি রাম—
আসিস্ না নাগিনীর ঠাঁই—
হা রাম—হা রাম— (মূর্চ্ছা)

রাম ও সুমন্ত্রের প্রবেশ।

রাম। একি মাতঃ, পিতা কেন পড়ি ধরাসনে,
কেন গো নয়নে তাঁর ঝরে অশ্রুজল !
স্বর্ণকান্তি ধূলায় ধূসর, সসাগরা ধরার সম্মান—
রাজ-শিরস্ত্রাণ কেন পড়ি দূরে ?
কি হ'য়েছে মাতঃ ! হয়নি ত কোন সহসা বিপদ,

ঘটে না ত শারীরিক কিম্বা কোন মানসিক পীড়া ?
প্রাণের ভরত ভাই শত্রুঘ্ন সুমতি
আছয়ে মাতুলালয়ে—আসে না ত তাহাদের কোন
অশুভ বারতা, ও মা বল কথা,
চিত্ত বড় হইল চঞ্চল ! পিতঃ—পিতঃ !
বল কেন হেন ভাব !
চরণ বন্দিতে আসিয়াছে তব রাম,
কর আশীর্ব্বাদ তারে ! ও মা পিতা কেন নিরুত্তর !
বক্ষোপর কেন ঝরে গণ্ডবাহী অশ্রুমালা !
হাঁ মা, যে রামে হেরিলে তিনি মহানন্দে হ'তেন অধীর,
আজ কেন সেই মহারাজ স্থির—
এক অশ্রু বিনা দুর্ভাগ্য রামেরে
নাহি সম্ভাষেণ তিনি ! কহ গো জননি,
অজ্ঞাতে কি আমি,
পিতৃপাদপদ্মে কোন করিয়াছি অপরাধ।
যদি ক'রে থাকি
তবে দেবি কর সুপ্রসন্ন এঁরে।
এ হরিষে ওমা, কে বাদ সাধিল ?
কে দিল অনলে কর ! হাঁ মা, ভেবে দেখ মনে
অভিমানে বলনি ত কোন রূঢ় বাণী
পিতারে আমার ! যদি ব'লে থাক কোন কথা,
তবে মাতা ধরি চরণে তোমার,

চাও ক্ষমা পিতৃপদে।
জননি গো, সহনে না যায় আর হেন পিতার দুর্দ্দশা!

কৈকয়ী। কেন বাছা, হ'তেছ ভাবিত, কোন ব্যাধিপ্রাপ্ত—
নহেন রাজন্, নহেন কুপিত কাহার উপর,
কিম্বা অপরাধ কোন হয়নি তোমার;
তবে আছে যে রাজার মনোমত এক অভিপ্রায়;
তুমি প্রিয় তাঁর—
আর সেই অভিপ্রায় অপ্রিয় তোমার,
তাই রাম মহারাজ তোমা'ভয়ে আছেন কাতর!

রাম। কি বলিলে জননি আমার!
আমারি কারণে পিতা আছেন কাতর?
আমারি কারণে পিতা লন ধরাসন?
ধরি শ্রীচরণ, কহ, কি কারণ মাতঃ?
পিতাই সর্ব্বস্ব মোর,
প্রত্যক্ষ দেবতা, আরাধ্য-বিগ্রহ,
নিরাকার বিভু কে পায় হেরিতে?
পিতা সাকার মুরতি তাঁর!
তাঁহার কৃপায় ল'য়েছি জনম এ ধরায়,
কহ গো জননি! কোন্ কার্য্যে নরমণি—
জনক আমার, পান ভয় আমার কারণ?
বল ওমা, ধরি পায়।

কৈকয়ী। শোন রাম—

দশরথ। অহো - অহো কি রাক্ষসী,
রাম—রাম, স'রে যা রে বাপ—
পড়িস্ না অনার্য্যার কুহকের জালে !
অহো—রাণি ধরি তোর পায়—
রাম মোর তোর কিছু করেনি অন্যায়,
শুনাস্ নে তারে কাল সম বাণী তোর !
হা রাম—হা রাম — (মূর্চ্ছা)

রাম। বল ওমা—বড় প্রাণ হ'তেছে কাতর !

কৈকয়ী। বলিবারে পারি, হও যদি প্রতিশ্রুত রাম,
বল, "শুভ বা অশুভ হোক্ রাজাদেশ করিব পালন।"

রাম। বল কিবা দেবি ! এ বাণী কি বলা সম্ভবে গো তোমা,
রাজাদেশে—রাম সব করিবারে পারে,
রাজাদেশে পারে রাম অগ্নিকুণ্ডে দিতে প্রাণ বিসর্জ্জন,
পারে করিবারে গরল ভক্ষণ ; পারি ওমা রাজাদেশে -
হইবারে সমুদ্রে পতিত।
বল ওমা বল—পদে ধরি, রাজাদেশ কিবা মম প্রতি ;
হইয়েছি প্রতিশ্রুত, মম বাক্য না হ'বে অন্যথা—
অবশ্যই রাজাদেশ করিব পালন।

দশরথ। না না—রাজাদেশ নয়—না না—রাজাদেশ নয়—
সত্যবন্ধে বেঁধেছে আমায় মায়ায় মায়াবিনী !
রাম—রাম—শুনিস্ নে বাপ,
সত্যভঙ্গে যাই যাব আমি —

নরকের কূপে—সহিব অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা !
তবুও যাস্ না রাম—হা রাম—হা রাম—

কৈকয়ী। বৃদ্ধ হ'য়ে বুদ্ধিশূন্য রাম, মহারাজ আজ !
শুন বাছা, পিতা তব অতিপূর্ব্বে নিকটে আমার,
ছিলেন আবদ্ধ সত্যপাশে—দুই বর—
দানিবেন বলি ; চাহিয়াছি আমি আজ—
সেই দুই বর মম প্রয়োজনমতে।
সত্যসন্ধ মহারাজ পূর্ব্বসত্যে উন্মুক্ত হইতে—
দিয়াছেন মোরে প্রার্থনীয় সেই দুই বর।
এক বরে শোন রাম—তুমি না হইয়া রাজা—
অযোধ্যার সিংহাসনে ভরত হইবে রাজা মম,
অন্য বরে তুমি পরি চীরবাস,
ধরি শিরে জটা—চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে
হবে বনবাসী।

দশরথ। বলিল কি—বলিল কি—
বলিল কেমনে—শেলসম বাণী,
কে আছ কোথায় দাও—দাও সরাইয়া রাক্ষসীরে !
হা রাম—হা রাম—মম নয়নের মণি !

কৈকয়ী। এই বর দিয়ে রাজা, লজ্জায় তোমারে—
বলিতে না পারি—
করিছেন অবিরল এ অশ্রুমোচন !
কি বলিব—না বলিলে নয়,

তাই তব পিতৃবাণী হ'লেও অপ্রিয় তব—
শুনানু তোমায়।
হও তুমি রাম সুযোগ্য সন্তান,
সূর্য্যবংশ গুণধর,
পার যদি—কর মুক্ত পিতারে তোমার—
এই গুরুভার সত্য-পাশ হ'তে।

দশরথ। ন—না—সত্য কি রে রাম—
আছে কি রে সত্যধর্ম্ম জগতে আবার!
সত্য নাই—সত্য নাই—নয় ধর্ম্মপত্নী হয় কি রে—
পতিনাশী! মানবী রাক্ষসী হয়, কে শুনেছে কবে!
সত্য নাই—সত্য নাই রাম—
তবে সত্যবদ্ধ আমি হইনু কেমনে!
হা রাম—হা রাম—
আমি নই পিতা তোর—আমি রাক্ষস সংসারে।
শুনিস্ নে—শুনিস্ নে যাদু—
হেন স্ত্রৈণ মহাপাপী পিতার সে বাণী!
অহো এস মৃত্যু—রাম—রাম! (মূর্চ্ছা)

কৈকয়ী। বল বাছা, কি করিবে?
রক্ষিতে প্রতিজ্ঞা রাজা দেখিছ ত উন্মত্তের প্রায়!

রাম। তাই হবে দেবি!
জটা-চীর পরি পিতৃসত্যে রাম যাবে বনবাস!
তবে গো জননি! মনে বড় এই ব্যথা পাই,

ভাই ভরতেরে যদি ছিল অভিলাষ রাজ্য করিবারে—
আমারে বলিলে মাতঃ ! হইত ত অবাধে সে কাজ !
তুমি কিম্বা পিতা—অধিক কথা কি,
যদ্যপি প্রাণের ভাই ভরত আমার চাইত আদরে—
দাও দাদা—মোরে রাজ্যধন,
তাও মাতঃ—তাহারে অদেয় মম ছিল না ত কিছু !
দিতাম সানন্দে তারে হাসিতে হাসিতে—
এই অযোধ্যার রাজসিংহাসন—ধরিতাম নিজে তার—
স্বর্ণছত্র মাথে। যাক্ মাতঃ, সব বিধির বিধান !
এখন জননি, নরমণি পিতারে আমার,
করহ আশ্বাস দান, সম্বরণ করাও রোদন,
অচিরায় করুক গমন—
দ্রুতগতি অশ্বারোহী ভরতে আনিতে—
মাতুল আলয় হ'তে।

কৈকয়ী। তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি বাছা, বিলম্ব ক'রো না,
দেখ রাম, পিতা তব লজ্জায় পড়িয়া—
নিজে কিছু নাহি বলিল তোমায়,
এমন কি, তুমি নাহি হইলে বিদায়—
স্নানাহার তাঁর কিছু না ঘটিবে !

দশরথ। রুদ্ধ হও শ্রবণের পথ, হা রাক্ষসি !
এ কঠোর বাক্য নিঃসরিতে—
এখনও জিহ্বা তোর স্খলিত না হ'ল !

হায় – হায় কুল-কলঙ্কিনি, স্বামীহত্যা করিলি সংসারে !
আরে দুশ্চারিণি—
যার তরে তুই দয়ামায়া দিলি বিসর্জ্জন,
সেই ভরতেরে আমি ত্যজ্য পুত্র করিলাম আজ,
তার পিণ্ড কিম্বা তোর বারি—
মৃত্যুশেষে—নাহি করিব গ্রহণ !
হা রাম—হা রাম— (মূর্চ্ছা)

কৈকয়ী। দেখ বাছা,
যদিও রাজেন্দ্র,
মুখে যাইবার আজ্ঞা তোমা নাহি করিছেন দান,
কিন্তু রাম সন্দিহান করিও না তায়,
বিলম্ব করিলে নরক-সলিলে ভাসিবেন—
মহারাজ সত্যভঙ্গপাপে !

রাম। না—না দেবি ! হেন স্বার্থপর হ'য়ে নাহি রব ভবে ;
নিরমল ঋষি-ধর্ম্মাশ্রিত আমি জেন গো জননি !
তোমারই আজ্ঞা আমি শিরোধার্য্য করি—
চতুর্দ্দশ বর্ষ মা গো, ভ্রমিব কাননে।
তবে একবার সীতা আর দুঃখিনী মায়ের সহ—
করিব সাক্ষাৎ ; এতে যা বিলম্ব হবে দেবি !
কর তুমি পিতারে সান্ত্বনা, আসিতেছি ত্বরা।

[প্রস্থান।

দশরথ। কৈ কোথা গেল, রাম চ'লে গেল, সুমন্ত্র—সুমন্ত্র, রাম আমার কথা শুন্‌লে না, ফিরাও—ফিরাও—রাম—রাম—যাস্‌নে—যাস্‌নে—রাক্ষসীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'স্‌নে!

[বেগে প্রস্থান।

সুমন্ত্র। (স্বগত) হা মহারাজ! রাম বনে যাক, অযোধ্যা শ্মশান হোক, তাতে আমার যত না মনোখেদ, তার চেয়ে আপনি সূর্য্যবংশের মহারাজ হ'য়ে যে স্ত্রীর বাক্যে আপন গুণনিধি পুত্রকে নির্ব্বাসিত ক'র্‌ছেন, এ আক্ষেপ আমার আর ম'লেও যাবে না। এ অখ্যাতির কলঙ্ক সমগ্র সরযূর বারি দিয়ে ধুলেও তার চিহ্ন কখনই নষ্ট হবে না। রাজ্ঞি গো! ক'র্‌লি কি মা! ক'র্‌লি কি মা! তুমি মহারাজ কেকয়কুমারী হ'য়ে কেমন ক'রে এ কলঙ্কে মুখ দেখাবে মা! নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রে আজ কালিমা প্রদান ক'র্‌লে! নিষ্কণ্টক মৃণাল বুঝি মা গো, আজ হ'তেই তোমার এই ঘৃণিতকার্য্যে কণ্টকজড়িত হ'ল! ছিঃ মানব! তুমি যে পুরুষকার-বাদী হ'তে চেষ্টা কর, সে পুরুষকার এখন কোথায়? তোমার রোষ-ক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ পুরুষকারের গতি এখানে পঙ্গুর ন্যায় অচল হ'য়ে প'ড়ল! হয় নয়—ঐ দেখ—তোমারই সম্মুখে অনন্ত ধরাক্ষেত্রে আজ সূর্য্যবংশের বিরাট অদৃষ্টনেমী—ঘর্ঘর নিনাদে কিরূপ ঘূর্ণিত হ'চ্চে, কৈ তার অপ্রতিহত গতি রোধ কর দেখি!

[প্রস্থান।

কৈকয়ী। সুমন্ত্র, তাই—তাই—সকলই অদৃষ্ট ! তা না হ'তে রাজা সত্য ক'রে এখন পশ্চাদ্‌পদ হ'তে চাচ্চেন কেন ?

মন্থরা। ছুঁড়ি—ঝেড়ে কাপড় পর, ছুঁড়ি—ঝেড়ে কাপড় পর ; যেন আল্‌গা হোস্‌নি—যেন আলগা হোস্‌নি।

[সকলের প্রস্থান।

-:*:-

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[তোরণ সম্মুখ]

নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ। গীত

রাম রাজা দেখ্‌বি যদি চল্।
নীল আকাশে উদ্‌লে ভানু সরযূ উছল।
আজ যেন নিশি পোহাল অচিরে,
মন্দ বায়ু আর' ধায় ধীরে ধীরে,
সুর উছাইয়া, যেন রে পাপিয়া তুলিছে মধুর তান,
গাহিছে পাখীরা নূতন কবির নব ভাবভরা নূতন গান,
চল্ ত্বরা করি হেরিবি যদি লো যুবরাজ-শিরে অভিষেক-জল।
আজি সীতা ল'য়ে বামে সীতানাথ শোভিবে সভায় মূরতি যুগল।

নাগরিকাগণ ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

সকলে। জয় মহারাজ—রাজাধিরাজ—সূর্য্যবংশরাজ দশরথের জয়! জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়! জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়!

১ম নাগরিক। বশিষ্ঠ ঠাকুর ব'লে গেলেন, আর লগ্নের অধিক সময় নেই, মহারাজ অন্তঃপুর হ'তে রাজসভায় এলেই অভিষেকের কাজ আরম্ভ হবে।

২য় নাগরিক। সব সাবধানে পর পর দাঁড়িয়ে যাও হে, বেশী ঠেলাঠেলি ভিড় ক'র্‌লে কারও ভাগ্যে যুবরাজকে দর্শন করা হবে না, লাভের মধ্যে আপনা আপনির ধাক্কা খাওয়া সার হবে।

নেপথ্যে কতিপয় নাগরিক। ঐ যুবরাজ বেরিয়েছেন, ঐ যুবরাজ বেরিয়েছেন। জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়!

১ম নাগরিক। সকলে স্থির হও, জয় দাও, জয় দাও, জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়!

২য় নাগরিক। না, না, এখনও যুবরাজ বাহির হন নি, তাহ'লে চতুরঙ্গিণী অক্ষৌহিণী এতক্ষণ রাজপথ ঘিরে দাঁড়াত, বশিষ্ঠ ঠাকুরও ফিরে আস্‌তেন।

১ম নাগরিক। যদি যুবরাজের আস্‌বার বিলম্বই থাকে, তাহ'লে আমাদের আমোদ প্রমোদ বন্ধ থাকে কেন, চলুক না।

২য় নাগরিক। চলুক না, কাশ্মিরবাসিনী নর্ত্তকীগণকে আমোদ ক'র্‌তে বল।

১ম নাগরিক। বেশ ত সুন্দরীরা, একটু গা ঘামাও, দেশীভাষায় গান গাবে বাবা—না হ'লে বুঝ্‌তে পারা যায় না। সব ব'সে পড় বাবা, গোল ক'র না।

১ম নর্ত্তকী। জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়! মশায় ভালবাসার গান ত গাইতে হবে! ও ভাই হিঙ্গলা, ভালবাসাটা কি?

২য় নর্ত্তকী। ওটা শাঁখারির করাত। যেতেও কাটে—আস্‌তেও কাটে।

৩য় নর্ত্তকী। আমি বলি ভাই, ওটা সেঁকুলের কাঁটা! এক-বার জড়ালে আর ছাড়ে না!

৪র্থ নর্ত্তকী। দূর ওটা—চাঁদের জোছনা! গায়ের জ্বালা একেবারে মিটিয়ে দেয়!

৫ম নর্ত্তকী। তাতে দখ্‌নে হাওয়া বয় না?

৬ষ্ঠ নর্ত্তকী। গোলাপ যুঁথীর সৌরভ নিয়ে বয়! দুনিয়ার সুখ তাতেই ভাই ঢালা!

১ম নর্ত্তকী।　　গীত

ওরে ভালবাসা—তুই আমারে মেরে কেসে দেশ বিদেশে ঘুরে ফিরে আয়।
ও ভালবাসা রে—বঁধু আমার কোন্ দেশে, তার হা হুতাশে—
পরাণ আমার যায় যায় যায়॥
তোর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জনম গেল রে,
তবু তোর বকুলতলায় চলা ফেরা না সাঙ্গ হ'ল রে,
তার যদি দেখা পাই, তবু হারাই হারাই,
তোর জনমেও দুঃখ, মরণেও দুঃখ, না জানি তোর সুখ রে কোথায়।
তবু ও রে ভালবাসা, পোড়া জীব তোর পাছু পাছু ধায়॥

অন্যান্য নর্ত্তকীগণ।
তবে কেন সে গো ভালবাসে, সে ত ভালবাসা নয়।
সে ভালবাসিত যদি তবে সে না ভালবাসিত আমায়॥
ভালবাসাতে যদি কাঁদিতে হয়,

তবে হেন ভালবাসা বল কেবা চায়,
এমন ভালবাসায় মানে মানে সই দে লো জলাশয়,
আর ফিরে চাব না সই, প্রাণও যদি যায়॥

স্থমন্ত্রের বেগে প্রবেশ।

সুমন্ত্র। সম্বর—সম্বর বাগু—আনন্দ-সঙ্গীত,
ভেঙে দাও উৎসবের মঙ্গল-কলস,
অকস্মাৎ ভূমিসাৎ কনক দেউল,
অস্তে গেল প্রভাকর মধ্যাহ্ন গগনে,
কাটিল কুটিল কীট বীজের অঙ্কুরে,
বিসর্জ্জন হ'য়ে গেল বিনা আবাহন,
নিভে গেল অযোধ্যার আশার বর্ত্তিকা,
বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল সহসা!
কি দেখিছ—কি চাহিছ সবে আর!
শোন শোন আমার বচন,
নৃত্যগীতে ক্ষান্ত হও, দাও বুকে ভীষণ পাষাণ,
লয় প্রাণ ল'য়ে করহ প্রস্থান! শোন, শোন,
কৈকয়ীর পণে মহারাজ—
বাধ্য হ'য়ে আজ শ্রীরামেরে পাঠাবেন বনে।

নাগরিকগণ। হায়—হায় কি শুনি, কোথায় রাম রাজা হবেন, তা না হ'য়ে বনে! এ সর্ব্বনাশ কে সাধলে রে! এ সর্ব্বনাশ কে ক'রলে রে!

১ম নাগরিগ। বলি মন্ত্রী মহাশয়! রাগ ক'র্‌বেন না, বলি, কথাটা যেন আমার একতর লাগ্‌ল!

নাগরিকগণ। ঐ যে ঋষি আস্‌ছেন, ঋষি, ঋষি, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের
প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। কি হ'য়েছে! কেন তোমরা এত ব্যাকুল হ'য়েছ? একি সুমন্ত্র! তোমার মুখমণ্ডল এত মলিন, বিষাদিত, অশ্রুপূর্ণ কেন? কেন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌ছ? অভিষেক-কাল উপস্থিত; মহারাজ বা বৎস রামচন্দ্রের ত কোন অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয় নি?

বামদেব। সহসা মন্ত্রিমহাশয়ের এ বৈলক্ষণ্যে যে আমরা উপস্থিত বা ভাবী বিপদের জন্য বিশেষ বিচলিত হ'চ্চি! বল সচিব, শীঘ্র কারণ নির্দ্দেশ ক'রে বল।

সুমন্ত্র। প্রভো! দীপ নির্ব্বাণ হ'য়েছে! উদয়োন্মুখ সূর্য্যের অস্তগমন হ'য়েছে! কি ব'ল্‌ব—ব'ল্‌তে যে বুক ফেটে যায় ঋষি! গত রাত্রিতে মহারাজ মধ্যমা রাজ্ঞী রাক্ষসী কৈকয়ীর এক পণে অধিবাসসূত্রধারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে যুবরাজ না ক'রে ভরতকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত ক'র্‌লেন এবং অন্য বরে সেই প্রভু রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস আজ্ঞা দান ক'রেছেন! (রোদন)

নাগরিকগণ। হায় হায় কি হ'ল রে—কি শুনি রে!

বশিষ্ঠ। কি ব'ল্লে সুমন্ত্র, তুমি যা বল্‌ছ—তা কি সত্য? মহারাজ স্বয়ং লোকপ্রিয় পিতৃছন্দানুবর্ত্তী পুত্র বৎস রামচন্দ্রকে—না—না আর পুনরুল্লেখ ক'র্‌তে চাই না! অহো বুঝ্‌লাম—নিয়তি, তুমিই ধন্য! আর ধন্য তুমি মুনিমন্যু! শত বৎসরের শত চেষ্টার ফল—পলক না প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে হঠাৎ বহ্নিসাৎ হ'য়ে গেল! বশিষ্ঠকে তোমরা একেবারে নির্ব্বাক্ ক'র্‌লে! ধিক্—ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন অদৃষ্টনামধেয় স্ত্রীরূপিণী রাক্ষসী নিয়তি! ত্রিলোকে তোমার অসাধ্য আর কিছুই নাই!

বামদেব। জ্ঞান গুরুত্বের মহাগিরি পিতৃদেব! আপনি নিয়তি বা মুনিমন্যু বলে মহারাজের এই শোকোচ্ছ্বাসময়ী ঘটনাকে উপেক্ষা ক'র্‌লেও—তরলচিত্ত যুবক আমরা কিছুতেই স্থির হ'তে পার্‌ছি না। এমন কি বয়োবৃদ্ধ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুমন্ত্রমহাশয়ের বাক্যও অসত্য ব'লে ধারণা ক'র্‌ছি! এও কি সম্ভব পিতঃ? অভিষেকোজ্জ্বল সর্ব্বগুণবান্ পুত্রে সূর্য্যবংশাধিরাজ মহারাজ দশরথ সামান্য স্ত্রীর নিকট প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য—এইরূপ হৃদয়বিদারিণী সর্ব্বজনক্লেশকারিণী ঘটনা সংঘটিত ক'র্‌বেন! কখনই নয়, বোধ হয়, বৃদ্ধের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোনরূপ বিকলতা উপস্থিত হ'য়ে থাক্‌বে! কি শুন্‌তে কি শুনেছে! ক্ষমা কর সুমন্ত্র! তোমার ন্যায় সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞের বাক্যও আজ আমার নিকট অসত্য ব'লে প্রতীয়মান হ'চ্চে। সত্য হ'লেও তা অবাস্তব বা ভ্রমপূর্ণ, এরূপ অনুমান ক'র্‌তে আমি কোনরূপ দ্বিধা বোধ ক'র্‌ছি না!

সুমন্ত্র। গুরুপুত্র প্রভুকুলবন্ধুমহর্ষি বামদেব! তাই হোক্—

আপনার অনুমানই অভ্রান্ত হোক্! আজ যদি এই শোচনীয় ঘটনা অসত্যে পরিণত হ'য়ে—আমাকে সংসারে মিথ্যুকনামে অভিহিত হ'তে হয়, তাও আমার বাঞ্ছনীয়। তথাপি যেন—আদর্শ নির্ম্মল সূর্য্যকুলে এ কলঙ্ককালি স্পর্শ না করে! হা ভগবন্! তা কি হবে! বুঝি বা তাই হবে। আমারই বোধ হয় কোনরূপ ভ্রম হ'য়ে থাক্‌বে! কৈ না—ঘটনা যেন সব অলীক ব'লে বোধ হ'চ্চে! কেন এমন হ'ল! আমি যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি! মহর্ষি, চলুন, মহর্ষি, চলুন, গুরুপুত্র সত্যই যেন আমাকে ভ্রমের অন্ধকার হ'তে সরিয়ে নিয়ে এলেন। না আর আমিও স্থির হ'তে পারছি না। না, কি শুন্‌লাম, আমি কি মধ্যমা রাজ্ঞীর গৃহে মহারাজের নিকট গেছ্‌লাম! আপনি কি আমাকে অভিষেকের লগ্ন সমাগত ব'লে মহারাজকে আহ্বান ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন! হাঁ তাই ত বটে, মহর্ষি, আপনার কি স্মরণ নাই? ঋষি, কি হ'ল, আমি কোথায়!

বশিষ্ঠ। বুঝেছি সুমন্ত্র! যে ঘটনা ঘটেছে, তা আমি সম্পূর্ণই হৃদয়ঙ্গম ক'রেছি! তবে এখন আমি একবার যাব। যে পুরুষকার-বলে এতদিন অতিবাহিত ক'রেছি, আজ তার শেষ চেষ্টা, শেষ যত্ন আর একবার ক'রে দেখ্‌ব।

বামদেব। কখনই নয়! সম্পূর্ণ অসম্ভব! তবে যদি আপনারও সম্ভব ঘটনা ব'লে অনুমিত হয়, তাহ'লে তাই চ'লুন পিতঃ! এস সুমন্ত্র! কোথায় মহারাজ আছেন, তাই সেখানে একবার যাই চল। দেখা যাক্ পদ্মপত্র কিরূপে প্রস্তররূপ ধারণ ক'র্‌লে!

[বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, বামদেব, জাবালি প্রভৃতির প্রস্থান।

নাগরিকগণ। ঋষি গো, আর যদি ঘটনা সত্যই হয়, তাহ'লে কি হবে!

১ম নাগরিক। কি হবে, জান না, দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছ না কি, সর্ব্বজনপ্রিয় রামচন্দ্র বনে গেলে হয় রাজ্য—নয় রাজাকে ল'য়ে একটা বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হবে।

বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। হবে কি হ'য়েছে! সব সত্য, অনুমান নয়, ধারণা নয়, প্রত্যক্ষ দর্শন। সত্যই মহারাজ রাক্ষসী কেকয়দুহিতার প্রলোভনে আত্মহারা হ'য়ে—প্রাণের রামকে আজ বনে দিতে সত্যপাশে আবদ্ধ! সত্যই পাষাণী কৈকয়ী আজ তাঁর গলে সত্যরূপ শিলা বেঁধে অগাধ দুঃখের জলে নিক্ষেপ ক'রেছে! উপায় নাই, মহারাজের আর উপায় নাই, কিছুতেই তিনি আর সে অগাধ দুঃখের অতল মহাসাগর সন্তরণে পার হ'তে পার্‌বেন না। এই শেষ—ঐহিক জীবনের তাঁর এই শেষ লীলা! নিরপরাধ সর্ব্বগুণবান্ পুত্র রামের বনবাস-রূপ তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ জগতের বক্ষে অনন্তকালের জন্য প্রোথিত রৈল। অযোধ্যা শ্মশান হ'ল; অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সদ্য বিধবা-মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌লেন! আর দেখ্‌ছ কি—দেখ্‌বে কি? রামহীনা অযোধ্যা—পুত্র-হীনা পাগলিনীর মূর্ত্তি রে—পাগলিনীর মূর্ত্তি! এখনই চাঁদের হাট ভেঙ্গে যাবে, এখনই করুণক্রন্দনের উৎস প্রবাহিত হবে! হে অযোধ্যাবাসী দীনদরিদ্র-ধনবান্ সম্ভ্রান্তমহোদয়গণ, সে স্রোতে ভাস্‌তে চাও কি? শ্রীহীন অযোধ্যাপুরীর ব্যঙ্গ দেখ্‌তে

চাও কি ? যদি চাও, তাহ'লে নীরব থাক, ধীরে ধীরে অযোধ্যার রাজপুরীর দিকে চ'লে যাও। দেখ্‌বে—সব দেখ্‌বে, চক্ষুভরে দেখ্‌বে, শোকদুঃখের বিচিত্র দৃশ্য, দেখ্‌বে আর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফির্‌বে ! আর যদি না দেখ্‌তে চাও, তাহলে নিজ মন-প্রাণ সেই ভগবান্ রামচন্দ্রের উপর অর্পণ ক'রে আসচর্ম্ম-বল্লম-ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে ছুটে চল, আমার সঙ্গে ছুটে চল। আগে সেই দুর্বৃত্তা রাক্ষসী কৈকয়ীকে বন্দিনী কর, তাতে মহারাজ যদি কোন আপত্তি বা বাধা দান করেন, তাহ'লে তাঁকেও বন্দী কর। আজই এই অভিষেকলগ্নে সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ-সিংহাসন দান কর।

১ম নাগরিক। বয়স্য ঠাকুর ! আমারও অভিমত তাই। যে অধার্ম্মিক কঠিন রাজা স্ত্রীর পরামর্শে বা প্রলোভনে আপনার হৃদয়সর্ব্বস্ব পুত্রকে রাজা ক'র্‌তে গিয়ে বনে দিতে পারেন, আমরা কোনরূপে তাঁর অধীনতা স্বীকার ক'র্‌তে চাই না।

নাগরিকগণ। নিশ্চয়ই, কথনই নয়। বয়স্য ঠাকুর, আপনি মত করুন !

১ম নাগরিক। রাজদ্রোহী হ'য়ে প্রাণ জলাঞ্জলি দোব, অথবা রামবনবাসের সঙ্গে অযোধ্যাবাসী প্রজাগণেরও বনবাস সাধিত হয় হোক—তথাপি নীরব হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[তোরণ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন]

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। গীত

তোমায় চিনিতে নারিনু আমি হে রাম, তুমি একমাত্র পুরুষবর।
পরম সুন্দর পরমেশ পুরাণ পুরুষ পুরাতন পরাৎপর॥
তুমি আকাশ পাতালে ভূতলে সলিলে আছ হে বিশ্ব ভরি,
তুমি আদি - আদি বীজ সত্যসনাতন নিত্য নিরাকার শ্রীহরি,
তুমি ভূভার হরিতে, এলে ধরণীতে, নিজ মহিমাতে করিলে দাসে কিঙ্কর॥

লক্ষ্মণ। এ কি হ'ল—কেন অকস্মাৎ—
থেমে গেল নগরের উৎসব-বাজনা,
ক্ষিপ্তবৎ কেন ধায় অযোধ্যার জনবাসিগণ!
শোকাশ্রু মগন, সবার বদন,
কি কারণ চারিদিকে "হায় হায়" ধ্বনি!
কহ শুনি, কে যাও—কে যাও—
ব'লে যাও এর বিবরণ।
অকস্মাৎ কেন এ বিষাদ!
সাধিল কি দৈববাদ কিম্বা কোন অশুভ ঘটনা!
কোন্ বিড়ম্বনা সংঘটিল অযোধ্যায়!
নাহি কোন জন—করি সম্ভাষণ,
কেন এ কম্পন ঘটিল মনের!

একি ঘন ঘন কেন মোর দক্ষিণাঙ্গ নাচে,
কেহ নাই কাছে কাহারে সুধাই !
যাই—যাই রঘুমণি পাশ—সুধাব তাঁহায়—
কেন ত্রাস আসে এত প্রাণে !
ঐ যে আপনি উদয় প্রভু !
দাদা, দাদা, একি—একি—
কেন পদ্মচক্ষু করে ছল ছল,
সজল জলদ কেন ভাসে নব দূর্ব্বাদলে !

রামের প্রবেশ।

রাম। এস ভাই ! তোমারে অন্বেষি আমি !
রে লক্ষ্মণ, জীবনের সাথী তুই, তোরে না বলিলে—
কাহারে বলিব আর হৃদয়ের কথা !
কে রামের ব্যথা লবে হৃদয়ে অনুজ !
প্রাণাধিক শোন তবে—
পিতার আদেশে যাব আমি আজ বনবাসে।

লক্ষ্মণ। একি কথা কহ রাম রঘুমণি !
ছলনার বাণী—কভু না শুনি তোমার ঠাঁই,
শুধু ভাই বলি হের না আমায়—দিয়েছ আশ্রয়—
দাস—বন্ধু—সবি ভাবি।
তবে দাদা, কোন্ দোষে - রোষে দাস প্রতি,
হেন নিদারুণ বাণী কহিলে আমায় !

দয়াময় তুমি—নহ ছলাময়!
তবে কেন ছলনায়—দাও প্রাণে ঢেলে জ্বলন্ত গরল!

রাম। আরে ভাই, নয় ছলা, ভুলে যাও—রাম রাজা কথা,
ভুলে যাও—আনন্দকল্পনা,
করে বিধি বিড়ম্বনা,
দৈব বাদী যার—নাহি তার উপায় লক্ষ্মণ!
নয় কেন হন পিতা সত্যপাশে বাঁধা বিমাতার কাছে?
যে জননী ভরত হইতে মোরে—
হেরিতেন স্নেহের নয়নে, কাহার লিখনে ভাই,
সেই স্নেহ হ'ল তাঁর দূর—যথাযোগ্য কালে!
কেন তিনি পিতার সকাশে চান বর দুই,
পিতা কেন পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া মনে—সে বর প্রদানে
করিলেন অঙ্গীকার! কেমনে বা সেই মাতৃমুখ হ'তে—
বাহিরিল—এক বরে রামে নাহি করি রাজা,
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে দাও বনবাস,
অন্য বরে ভরতেরে দাও রাজসিংহাসন।

লক্ষ্মণ। ধর—দাদা মোরে—শূন্যময় হেরি ত্রিভুবন!
কি শুনি রে—বজ্রসম দারুণ আঘাত!

রাম। সম্বর চাঞ্চল্য ভাই, ভাল নয় এ সময় এত অধীরতা,
আছেন বিমাতা বিষাদিতা—
বিমাতার গৃহে পিতা আছেন মূর্চ্ছিত,
আছেন ভাবিত সত্যভঙ্গভয়ে—

আমি না যাইলে বনে।
তাই বলি— প্রাণের লক্ষ্মণ !
রহিল রে দুঃখিনী জননী,
অভাগিনী জনকনন্দিনী সীতা, শোকাকুল পিতা গৃহে,
দেখো তাহদের ভাই !
অধৈর্য্যের কালে দিও রে সান্ত্বনা !

লক্ষ্মণ। পদে ধরি আর্য্য দাশরথি ! দাস প্রতি—
শেলসম বাণী আর না কহিও নিষ্ঠুর হইয়ে !
সব আশা টুটে গেল দাদা, স্বর্ণ ছাতা র'য়ে গেল হাতে,
মাথে না ধরিতে হ'ল !
অহো বুক ফেটে গেল !
হায় রে রাক্ষসি কেকয়নন্দিনি,
সাক্ষাৎ নাগিনী তুই, রাখিলি গৌরব ভাল—
বিমাতা নামেতে।
আজ হ'তে জগতে বিমাতানামে শিহরিবে জীব !
তা না হ'লে যেই রাম আপন জননী—
কৌশল্যা হইতে তোরে করিত সম্মান,
তার প্রতিদান কি না রে নাগিনি—
সেই গুণমণি রামে নাহি দানি সিংহাসন—
নির্ব্বাসন ?

রাম। ভাই রে—কাহারও নাহি দোষ—দৈব বাদ সাধে।

লক্ষ্মণ। এরি নাম দৈব ? ক্ষম আর্য্য !

দুর্ব্বল বিবেকহীন অজ্ঞানী যে জন,
সেই সে গমন করে দৈব-পথে !
দেহ আজ্ঞা রঘুমণি—আজি আমি—
সেই দৈবদ্বার করি উদ্ঘাটন –
দেখাই মানবশক্তি কত বল ধরে।

রাম। সত্যভঙ্গ হবে ভাই !

লক্ষ্মণ। সত্য—কোন্ সত্য দাদা !
স্বামী—পত্নী কাছে সত্যপাশে বাঁধা !
সেই সত্যে শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য অধিকারী—
যাবে বনবাস—এই সত্য—কে সত্য বলিবে এরে,
যদি সত্য হয়—তবে কেন হেন সত্য—
করে স্ত্রৈণ রাজা দশরথ।
বেশ সেই সত্য করহ পালন,
ভরত লভুক সিংহাসন,
এ দাস লক্ষ্মণে প্রভু দান' অনুমতি—
ক্ষাত্রধর্ম্ম মতে—বিগ্রহেতে বাহুবলে—
লই এই অযোধ্যা রাজত্ব। আসুক সে রঘুচিত্র রাজা—
কিম্বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা—ত্রিভুবন বীর সম্মিলিত করি,
দেখুক লক্ষ্মণ বীর্য্য।
শোভনার্থ লক্ষ্মণ না ধরে এই ভুজদ্বয়,
ভূষণার্থ নাহি ধরে করে ভীম ধনু,
কটির বন্ধন তরে নাহি ধরে অসি।

আজি অযোধ্যা করিব জনহীন,
অবধ্যও করিব সংহার,
এলেও স্বর্গের ইন্দ্র নাহি পাবে ত্রাণ,
নারীবাক্যে দাদা, তুমি যাবে বনবাস!
দেহ আজ্ঞা প্রভু, সেই নারী বধি—
সবারি কণ্টক নাশি—রাম রাজা করি বাহুবলে।

রাম। ধৈর্য্য ধর ভাই, নারীহত্যা মহাপাপ!
ক্রোধে গুরুজনে নাহি কটু কও; সত্য হেতু সব—
স্ত্রী পুরুষ তাহে নাহিক বিচার। সত্যেই জগত ভাসে,
সত্যে সনাতন। রে লক্ষ্মণ! সে সত্য হেলিলে—
নরকসলিলে বাস! সত্যহেতু দৈত্যরাজ বলি—
রাজ্যে দিয়ে জলাঞ্জলি, করিলেন পাতালে গমন,
সেই সত্য হেতু আজি এ জগতে—
রাম যাবে বন, তাহে বিঘ্ন দিও না রে—
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই!

লক্ষ্মণ। না না দাদা, হেন বাক্য না বলো দাসেরে!
এ প্রাণ থাকতে কভু—
নাহি দিব ভরতেরে করিবারে রাজা।
হতাশ এ দাস না হবে কভু, দেখি কে নিবারে—
আমার এ গতি—প্রতিজ্ঞা আমার—
আজি ব্রহ্মা-বিষ্ণু—হইলেও বাদী—
রাম রাজা রোধিতে নারিবে।

বসাইব শ্রীরামেরে রাজসিংহাসনে।
কে আসিবে আসুক সম্মুখে—
সম্মুখে অগ্রজ পূজ্য দাঁড়াও আমার,
পদধূলি লই একবার—
কৈ কে আসিবে আসুক সম্মুখে।
ভরত—কৈকয়ী—স্ত্রৈণ দশরথ—
এস—এস লইয়ে অধীন সৈন্য—
লক্ষ্মণ রহিল একা—এস পক্ষিগণ—
রহিল লক্ষ্মণ একা পক্ষিরাজ গরুড় সমান।
এই ধরিলাম তীক্ষ্ণ বাণ—
আয় রে ভরত রাজ্যলোভী ক্রূর বিশ্বাসঘাতক!
আয় রে পিশাচি অনার্য্যে নৃশংসে দুষ্টে কেকয়কুমারি,
আয় রাজা অধার্ম্মিক স্ত্রৈণ দশরথ!
আজ এই শরে খণ্ড খণ্ড ক'রে—
সরযূর নীরে ভাসাই তোদের ঘৃণিত শরীর!
দেখ্, অযোধ্যার সিংহাসন বীরভোগ্য হয়!

(গমনোদ্যত)

রাম। (ধারণ পূর্ব্বক) রে পাগল, যাস্ কোথা,
রোষে কেন হিতাহিত না বুঝিস্ ভাই!
দোষ কারো নাই, বলিতেছি বারবার।
দৈবের লিখন কে করে খণ্ডন!
যাই আমি পিতৃসত্য পালিবার তরে।

জনম সার্থক হবে—পিতৃঋণ শুধিয়ে কিঞ্চিৎ।
ভাগ্যবান আমি—
তাই পাই আজ পিতৃঋণ কিছু শুধিবারে।
ভাই রে আমার—
পিতা মাতা ভ্রাতা ল'য়ে থাক কিছুদিন,
থাক কিছুদিন গেহে ভাই—এ সবার শুশ্রূষার হেতু ;
আমি গেলে বনে, কেবা গুরুজনে করিবে যতন ?
তোমা বিনা—
কে আর চাহিবে তাঁদের মুখের পানে ভাই !
না ভাবিও—আবার হেরিব আসি তব চন্দ্রমুখ।
আবার ভাই রে বলি দাঁড়াব সম্মুখে।
চিরদিন তুমি মম আজ্ঞা পাল ভাই,
তাই আজ রাখ অনুরোধ—হাসি মুখে দাও রে বিদায়।

লক্ষ্মণ। দয়াময়, আমার সর্ব্বস্ব তুমি,
জনক জননী—তোমা বিনা রঘুমণি,
কিছু নাহি জানি ; কি বলিব আর,
সারাৎসার, একান্তই যাবে যদি বনে,
তবে হে কেমনে রব রামহীন অযোধ্যায় !
হও না নিদয় দয়াময়, লও গো কিঙ্করে সাথে।
নয়—তোমা বিরহেতে যাবে প্রাণ লক্ষ্মণের।

রাম। বলিস্ কি প্রাণের লক্ষ্মণ !
মম সাথে বনে কেমনে যাবি রে ভাই !

বন নহে সুখবাসভূমি—কোন দিন তুমি—
সহনি আতপতাপ—
রাজভোগ—রাজশয্যাভোগে কেটেছে জীবন,
পথশ্রম—অনশন—এ সব সহিবি কোন্ ভাবে ?
থাক গৃহে চতুর্দ্দশ বর্ষ কোনরূপে।

লক্ষ্মণ। দাদা—বনবাসক্লেশ কেন আর বল,
এ বন—সে বন দাদা, পৃথক কি আর ?
তোমা বিনা এ অযোধ্যা হইবে ত বন,
তখন লক্ষ্মণ, কোন্ ভ্রমে বনরাজ ত্যজি—
এই অরাজক বনধামে রহিবে একাকী ?
তা হবে না—যদি বাঁচাতে লক্ষ্মণে দাদা,
সাধ থাকে মনে, তবে এ দাস লক্ষ্মণে—
দাসরূপে কর সহচর।

রাম। রে অবোধ ! তোরে নিলে সাথে
অভাগী সুমিত্রা মা যে হবেন আকুল !

লক্ষ্মণ। তেমন জননী মম নহে কভু দাদা, জান ত সকল,
দিয়াছেন সঁপে তিনি তোমারি শ্রীপদে !
ব'লেছেন প্রফুল্ল অন্তরে—প্রাণধন, চিরদিন—
রাম-কার্য্যে কর' শরীর পতন।

রাম। বুঝিলাম ভাই, কিন্তু লোকে কিবা কবে ?

লক্ষ্মণ। দাদা—দাদা—ধিক্ ধিক্ শতধিক এ লক্ষ্মণে,
জানিয়ে অন্তরভাব দেব রঘুমণি,

তবু কেন ছল এ দীনেরে! যাক্—
যদি রাম বাম মম প্রতি—
তবে চাই নাই এ ছার জীবন ; এক দিকে রাম—
যাবে বনবাসে—অন্য দিকে—
এ লক্ষ্মণ এই দেহভার দিবে বিসর্জ্জন।

রাম। ভাই—ভাই—ভাই রে আমার—
যেন জন্মে জন্মে হেন ভাই পাই,
হেন ভাই কার রে জগতে!
আর চিতে দুঃখ না করিও,
তুমিই রামের গতি। দাস নয় তুই,
প্রাণের অধিক প্রাণ!
চল ভাই, জীবনের সাথি,
সুখ ও সম্পদে বন্ধু,
মাতা ও সীতার কাছে লইয়া বিদায়,
বনযাত্রা করি গে অচিরে। তুমি এস ভাই,
বধূমাতা সহ করিয়ে সাক্ষাৎ।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। বন না থাকিবে বন,
বন হবে এ অযোধ্যা-ভূমি!
যবে রাম রঘুমণি এ অযোধ্যা করিবেন ত্যাগ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

[রাজপথ]

নেপথ্যে মন্থরা। (চীৎকার পূর্ব্বক) মার্‌লে রে মার্‌লে, মার্‌লে রে মার্‌লে। কি ছিষ্টি ছাড়া রাজ্যি মা—একটা লোকও আমার ভরতের কাছে যেতে চায় না! ব'ল্লে আবার মার্‌তে আসে! দাঁড়া না, আগে আমার ভরত রাজা হোক্।

বেগে মন্থরা ও কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।

নাগরিক। খপরদার মাগি, তুই পাড়ায় বেরুবি ত একেবারে তোকে শেষ ক'র্‌ব!

মন্থরা। ওরে বাপ্‌রে—কে কোথা রে—মেরে ফেল্লে রে—মেরে ফেল্লে!

গজকচ্ছপের প্রবেশ।

গজকচ্ছপ। হাঁ, হাঁ, কর কি গো - ইনি যে মেজরাণীর দাসী!

১ম নাগরিক। হাঁ মেজরাণীর দাসী, গজাই সরে দাঁড়া, মাগী রাজ্যের রাক্ষসী!

মন্থরা। দেখ ত—দেখ ত বোন্‌পো! কেন আমি রাক্ষসী হব'।

[বেগে প্রস্থান।

গজকচ্ছপ। কি হ'য়েছে মাসি! পালাও কেন, কি হ'য়েছে

গা, কেন এমন লেটাটা লেগে গেল! আবার দেখ্‌ছি ত তোমরাও মরিয়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছ।

১ম নাগরিক। আমরা শুধু মরিয়া নই, আজ রাজ্যের সব প্রজাই এরূপ মরিয়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে গজাই! কেবল বয়স্ত ও প্রভু বশিষ্ঠ ঠাকুরের আস্‌বার অপেক্ষা! তা না হ'লে কি পাপিষ্ঠার শির এতক্ষণ স্কন্ধে সংলগ্ন থাক্‌ত! তুই কি কিছুই শুনিস্‌ নি?

গজকচ্ছপ। না ভাই, কিছু ত জানি না, সংসারবিপ্লবে প্রাণ যায় যায় দাদা, কখন কার সংবাদ রাখি বল?

২য় নাগরিক। গজাই রে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আজ ঐ মাগীর মন্ত্রণায় মেজরাণী কৈকয়ী মহারাজকে দিয়ে আমাদের গুণের রামকে রাজা না ক'রে বনে পাঠাচ্চেন!

গজকচ্ছপ। কি রকম, কি রকম! বনে পাঠাচ্চেন কি?

১ম নাগরিক। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, কুমার রামচন্দ্র আজ যুবরাজ হ'তেন না?

গজকচ্ছপ। হাঁ, তা ত শুনেছি, তাই ত নগরে কাল হ'তে এত মহোৎসব চ'ল্‌ছিল।

২য় নাগরিক। আরে বাপু, কাল হ'তে ত চ'ল্‌ছিল, এখন কি আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্চ? আজ ত রামের রাজা হবার দিন।

গজকচ্ছপ। তাই ত বটে, সহসা মহোৎসব বন্ধ হ'ল কেন?

১ম নাগরিক। তবে শুন্‌লে কি? মহারাজ মধ্যমা রাণীর নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ হ'য়েছেন যে, রামকে রাজা না ক'রে বনে দিবেন, আর ভরতকে রাজা ক'র্‌বেন।

গজকচ্ছপ। তাতে কুমার রামচন্দ্র স্বীকৃত আছেন? অসম্ভব— মহারাজ নয় পিতা, রাজা না ক'র্‌তে পারেন, তা ব'লে বিনাপরাধে নির্ব্বাসন ক'র্‌তে কে? আমি একবার এই বিপদের সময় কুমারের সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চাই। তিনি যদি আমার সহিত এসে যোগদান করেন, আর আপনারাও যদি আমাদের পৃষ্ঠবল থাকেন, তাহ'লে দেখি—কার সাধ্য নিরপরাধ রামচন্দ্রকে বনবাস দান ক'র্‌তে সমর্থ হয়!

১ম নাগরিক। ভাই গজাই, তা যে হবার উপায় নাই। শুন্‌ছি পিতৃভক্ত কুমার আমাদের মহারাজের মুখেও এ সংবাদ শুনেন নাই, বিমাতা রাক্ষসী কৈকয়ীর মুখে শুনেই বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন।

গজকচ্ছপ। বল কি! এমন মানুষও এ জগতে আছে? আমায় যে স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'চ্ছে দাদা! রামকে আমি ব্যঙ্গভাবে এক কবিতা লিখেছিলাম, তাতে যে তিনি কি মহত্ব দেখিয়ে ছিলেন, তা আমার বর্ণনারও শক্তি নেই। তার পর এ আবার কি শুন্‌ছি! পিতার সত্যরক্ষার জন্য যিনি রাজৈশ্বর্য্য—রাজভোগ বিসর্জ্জন দিয়ে বনবাসের নিদারুণ যন্ত্রণাকে সাদরে মস্তকে দেবতার পদধূলির ন্যায় গ্রহণোদ্যত হ'য়েছেন, তিনি দেবতা—না দেবতারও উচ্চ কোন মানববুদ্ধির দুর্লক্ষ্য মহাপুরুষ! উঃ—এত বিষয়নিস্পৃহতা—এত স্বার্থত্যাগ—দেহধারী হ'য়ে কি পারে, তা যে আমি ধারণায় আন্‌তে পার্‌ছি না দাদা! আমার মাথা গুলিয়ে গেল, আমার আর বাক্য স্ফুরণ ক'র্‌বার শক্তি

নাই! একটু স্থির হও, একটু সময় দাও—একবার ধীরভাবে সমালোচনা করি। বল কি—শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার নিমিত্ত আজ বনবাসী হবেন, মানুষ নয় মৌখিকের চেয়ে কার্য্যে কিছু উদারতা—স্বার্থহীনতা দেখাতে পারে, কিন্তু—এ কি শুন্‌ছি! তাহ'লে পিতা কে? পুত্রের পিতা কে? উঃ, আমিও ত এক পুত্র, আমারও ত এক পিতা আছেন, আমি তাঁর জন্য ক'র্‌ছি কি! সংসর্গে আর শিক্ষায় তাঁর যে ত্রিসীমানায় পৌঁছুছিতে পারি না। দাদা, দাদা, আপনারা যা ব'ল্লেন, তা কি সব সত্য?

১ম নাগরিক। ভাই গজাই, এখন অত চিন্তা ক'র্‌লে ত চ'ল্‌বে না। তোমাকে আমরা একজন কর্ম্মঠ পুরুষ ব'লেই জানি। এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর।

গজকচ্ছপ। কর্ত্তব্য—আহা কর্ত্তব্য—আজ কর্ত্তব্যের জন্য লোকাদর্শ রামচন্দ্র বনবাসী হবেন! পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তি করা কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্যের শাসনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের মমতা পরিহার দিয়ে যে অরণ্যযাত্রী, তাঁর রাজ্যে—তাঁর নিকট আমরা নরকের কীট—বিষ্ঠার কৃমি—পাপের জ্বলন্ত অবতার—অত্যাচারীর জীবন্ত বিগ্রহ-পিশাচ মূর্ত্তি আমরা, আমরা কি কর্ত্তব্য দেখাব দাদা! যে নরাধম—যে কুলাঙ্গার সাক্ষাৎ ভগবানের সাকাররূপ পুণ্যস্বরূপ পিতার বাল্যকাল হ'তে একদিনও ছন্দানুবর্ত্তী নয়, বরং ভিন্ন পদাঙ্কানুসরণ ক'রে পিতৃপ্রাণে প্রজ্বলিত অঙ্গাররাশি ঢেলে দিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে পুড়িয়ে মার্‌ছে, যে দুরাচারী দুর্ব্বৃত্ত, পিতার অমিয়ময় স্নেহের

রাজত্বের তৃপ্তি উপভোগ না ক'রে ঘৃণা বিদ্বেষের গরলধারা দিবা-রজনী পান ক'র্‌ছে, তাকে তোমরা আজ কর্ত্তব্য স্থির ক'র্‌তে ব'ল্‌ছ! তবে কর, আগে আমার নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করি, তার পর সব ক'র্‌ব। সে আদর্শ মহাপুরুষের জন্য সব ক'র্‌ব। তাঁর সঙ্গে বনবাসী হব, ভিক্ষা ক'রে এনে সেই ভিক্ষাপ্রাপ্ত তণ্ডুলে তাঁর সেবার বিধান ক'রে পরিশেষে প্রসাদান্নে জীবন ধারণ ক'র্‌ব। পিতা, পিতা আমায় ক্ষমা কর। বলি দাদা, রামযশো-গুণকীর্ত্তনকারী—পরমারাধ্য পিতা আমার কোথায় এবং কি ক'র্‌ছেন, তা আমাকে ব'ল্‌তে পার? আমারূপ বিষধর জর্জ্জ-রিত পিতা আমার—কি অবস্থায় আছেন, তা কি জান?

১ম নাগরিক। ভাই গজাই রে—বয়স্ক ঠাকুর কি আর আছেন, রামবনবাসের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়—সে বৃদ্ধেরও জীবন বিয়োগ হবে। তিনি এখন রাজদ্রোহী! রামের জন্য জীবন দিবেন, তথাপি রামকে বনে যেতে দিবেন না।

গজকচ্ছপ। তবে—আমারও তাই মত। দাদা, তবে তোমরা এই পিতার অবাধ্য পাপভরাদেহধারী পাষণ্ড ভ্রাতার এই অনুরোধ রক্ষা কর, একবার এই দুরাত্মাকে পিতার সমীপে নিয়ে চল, আজ দন্তে তৃণ ক'রে গললগ্নীকৃতবাসে যোড়করে পিতার চরণপদ্মের রেণু লেহন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ব'ল্‌বো—হে পিতঃ—আমায় মার্জ্জনা কর। অহো অসহ্য যন্ত্রণা—যে পুত্র পিতার জন্য আজ রাজ্যত্যাগী—বনবাসী, আর আমি সেই পুত্র—তাঁর দেহসম্ভূত হ'য়ে আজ কি না—তাঁকে চক্ষুর জলে

ভাসাচ্চি! হে ভগবন্! আজ তুমি আমায় প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়েছ, হে করুণাময়! তোমার করুণার অন্ত নাই, শেষ নাই, গণ্ডী নাই, এত দিন কেন সে অনুগ্রহে বঞ্চিত ছিলাম প্রভু! চল দাদা, আর বিলম্ব সয় না, প্রাণ কাঁদছে! আজ বিধাতার রামবনবাস দান নয়, এ দুরাত্মার চক্ষু দান। অহো অহো—আমার বহু পুণ্য, তাই আজ দয়াময় ভগবানের নিকট এ চক্ষু প্রাপ্ত হ'লাম। আমার বোধ হয়, রাম মানব নহে, স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্। এখন চল দাদা, যে ভগবান আমায় এত দিনের পর জ্ঞানচক্ষু দান ক'র্লেন, তাঁর জন্য আজ কি ক'র্তে হয়, তাই দেখাই গে চল। বল জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়! জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়!

সকলে। জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুর—কৌশল্যার কক্ষ]

কৌশল্যা ও সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমিত্রা। দিদি, তুমি কাল হ'তে এত বেলা পর্য্যন্ত কেবল দেবার্চ্চনাদি ক'রে সময় কাটাচ্চ, দেখেছ কি কত বেলা হ'য়েছে? এখনি ত গুরুদেব অভিষেকের লগ্ন উপস্থিত ব'লে বৃদ্ধ মন্ত্রী সুমন্ত্রকে রাজার নিকট পাঠালেন, আর অভিষেক হ'তেই বা

কতক্ষণ! আবার আমাদিগেও সেখানে যেতে হ'বে; জান ত দিদি, বাছা রাম আমার কাল হ'তে উপবাসী, মুখখানি যেন তুলসীপত্রের মত শুকিয়ে গেছে! বাছার খাবারের আয়োজন ক'রেছ? ওমা, দিদির আমার কি প্রাণ মা, কেবল দেবতারাধনা! তোমার কি একটুকু সন্তানের প্রতি মায়া নেই দিদি!

কৌশল্যা। ভগিনি! এ আনন্দের দিনে আমি দেবতা আরাধনা না ক'রে আর কোন্ দিন ভগবানকে ডাক্‌ব! তাঁদের আশীর্ব্বাদেই যে আমার সব, তাঁদের আশীর্ব্বাদে যে আমি রামের মত পুত্র কোলে ক'রেছি সুমিত্রা! তাঁদের আশীর্ব্বাদেই ত মহারাজ আমার রামকে আজ রাজসিংহাসন দান ক'র্‌বেন। তখন আগে তাঁদের তৃপ্তিসাধন ক'র্‌তে হ'বে! ভগিনি, তারপর আমার রাম, তারপর আমার অপর কিছু। যাক, সুমিত্রা, কাল রাত্রিকালে একটা কুস্বপন দেখে আমার প্রাণও বড় চঞ্চল হ'য়েছে, তুমি বাছার জন্য খাবারের আয়োজন ক'রে আনগে, আমি ততক্ষণ দীন-দরিদ্রগণকে আরও কিছু ধন বিতরণ ক'রে আসি!

সুমিত্রা। তা আর যেতে হ'বে না দিদি, আজ তোমার দানে রাজ্যময় ধন্য ধন্য রব উঠেছে! আনন্দে প্রজাদের প্রাণ নেচে উঠেছে, তাই তারা "জয় রাম" "জয় রাম" শব্দে সমস্ত নগরকে মাতিয়ে তুলেছে! আমার লক্ষ্মণ ত কাল হ'তে ঘুমোয়নি! দাদা রাজা হ'বে, এ আনন্দ আর তার রাখ্‌বার স্থান নেই! নিজের হাতে ফুলের মালা, ফুলের ছাতা, ফুলের অলঙ্কার প্রস্তুত ক'রেছে। বৌমা ঊর্ম্মিলাও তাই, তার দিদি রাণী হ'বে ব'লে সে গায়ের অলঙ্কার

এক খানিও রাখেনি, যাকে পাচ্চে, তাকেই সে সাজিয়ে দিদির কাছে নিয়ে যাচ্চে, ব'ল্‌ছে রাণি! তুমি এর বিচার কর, আমার গায়ের চেয়ে এর গায়ে আমার অলঙ্কারগুলি অধিক মানিয়েছে কি না।

খাবারাদি লইয়া জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ।

পরিচারিকা। মা, কুমারের খাবারগুলি কোথায় রাখ্‌ব?

কৌশল্যা। এইখানে রাখ মা! দেখি কি কি এনেছ? তা বেশ, বাছা আমার কাল হ'তে উপবাসী আছে, এইখানে আসন পাত, ঐখানে জলপাত্র ঢাকা দিয়ে রাখ, বাছা এ'লে আজ আমি নিজের হাতে খাওয়াব। প্রাণের রামকে আমি অনেক দিন নিজের হাতে খাওয়াইনি! এই যে আমার প্রাণাধিক রাম! এস বাবা, এস, কাল হ'তে তুমি খাওনি! কিছু খেয়ে গিয়ে রাজসিংহাসনে ব'স গে।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

রামের প্রবেশ।

রাম। আর কেন মা এ সব, বিধিবিড়ম্বনায় অকস্মাৎ বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হ'য়েছে! তোমার মহত্তর সমাগত জননি! আর এ উপাদেয় খাদ্য বা এ মহার্ঘ্য আসনের কোন প্রয়োজন হবে না মা! আমাকে আজ হতে চতুর্দ্দশ বৎসর মুনিঋষির ন্যায়

বন্য কষায় কন্দ-ফল-মূলে জীবনাতিপাত ক'র্‌তে হ'বে! এ আসনের বিনিময়ে কুশাসনই আমার যোগ্য আসন জননি!

কৌশল্যা } এ কি কথা যাদুমণি!
সুমিত্রা }

কৌশল্যা। কেন বাবা রাম, কি হ'য়েছে, আজ এ আনন্দের দিনে কেন তুমি এমন কথা ব'ল্‌ছ?

রাম। জননি, ব'ল্‌তে বড় ভয় পাই, আবার না বল্লেও নয়; তাই বলি দেবি! মহারাজ পিতা আমার বিমাতা কেকয়নন্দিনীকে দুইবর দান ক'রেছেন, এক বরে মা, আমায় তিনি রাজা না ক'রে ভরতকে রাজসিংহাসন দান ক'র্‌বেন, অন্য বরে আমি মা, বাকল পরিধানে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হবো!

কৌশল্যা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বলিস্ রাম! (পতন ও মূর্চ্ছা)

রাম। ছোট মা, ধর, ধর, মা যে বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা হ'লেন! মা, ওঠ, ওঠ, আমি যে ত্রিভুবন অন্ধকারময় দেখ্‌ছি! কৈ জননি! তোমার দাস রাম যে তোমায় মা মা ব'লে কাতরকণ্ঠে ডাক্‌ছে! কৈ, কখন ত এমন নিষ্ঠুরা হওনি! মা— মা—

কৌশল্যা। কৈ বাবা, কৈ আমার রাম কৈ—বাবা রাম, স্বামীর রাজত্ব ভোগ বা অপর কোন সুখ লাভের কামনা করি না, তোমার পৌরুষে তুমি সুখ লাভ ক'র্‌বে, এই মনে ক'রে যে আমি জীবন ধারণ ক'রে আছি; তখন বাবা আমার—তুমি আবার আমায় কি কথা ব'ল্‌ছ? আমি অভাগিনী যে চিরকালই স্বামীর

অপ্রিয়, আমি যে চিরদিনই তাঁর নিকট নিগ্রহ ভোগ ক'রে আস্‌ছি বাবা, এ রাজত্বে কৈকয়ীর দাসীরও যে সম্মান আছে, আমার যে তাও নাই চাঁদ! এ জেনে শুনে তোমার মত পণ্ডিত পুত্রের কি একথা বলা সম্ভবে গুণনিধি! শত্রু বনে যাক, শত্রু বনে যাক, তুমি আমার বুকের নিধি বুকে থাক! মহারাজ সত্য ক'রেছেন, সত্য রক্ষা করুন, ভরত রাজা হোক, ধনৈশ্বর্য্য ভোগ করুক! তুমি আমার ভিখারিণীর রত্ন ভিখারিণীর কাছে না থেকে কোথায় যাবে? কে তোমায় নিয়ে যাবে? কার বুকের রক্ত এত যে, বাঘিনীর শিশুকে তার বুক থেকে সরিয়ে নেবে! থাক বাবা, আর কেউ ত তোমায় দশমাস দশদিন জঠরে ধরেনি; তাদের কি, তারা ব'ল্‌বে না কেন! আমি ভিক্ষা ক'র্‌ব, ভিক্ষা ক'রে তোমায় আমি খাওয়াব, তোমার রাজা হ'য়ে কাজনি, যে রাজ আদরের আদরিণী, রাজার সোহাগের সোহাগিনী, তারি পুত্র রাজা হোক, ভিখারিণীর পুত্র ক'বে রাজা হ'য়েছে বাবা! আমাদের যে এ সাধ করা অন্যায়!

সুমিত্রা। হা শঙ্কর! দিদির আমার কি শিবপূজার এই ফল হ'ল!

রাম। মা, তুমি স্নেহের মোহে কি ব'ল্‌ছ মা! আমি বনে না গেলে পিতা যে সত্যভঙ্গজনিত মহাপাপের অংশী হবেন। লোকে পুত্রের কামনা কেন করে জননি! তা না হ'লে প্রাণের ভরত রাজা হ'লে আমাদের আর দুঃখ কি ছিল বল! ভরত রাজা হ'ত, আমি না হয় তার রাজত্বের প্রজা হ'য়ে থাক্‌তাম, তবুও সুখে দিনরজনী পিতামাতার সেবা ক'রতে পার্‌তাম। তা যে হবে না জননি!

পিতা বন্দী সত্যপাশে—এক বরে ভরত হইবে রাজা,
অন্য বরে আমি মা গো তপস্বীর বেশে হব বনবাসী ;
তাই বলি মা গো হাসিমুখে মোরে দাও গো বিদায় !

কৌশল্যা। অহো ছাতি ফেটে যায়—
আরে রে সতিনি - কাল-ভুজঙ্গিনি !
ভাল—ভাল দংশিলি আমারে !
এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূরিল লো তোর !
অহো গেল—গেল সব—বড় জ্বালা—
রাম—রাম— (পুনঃ পতন)

সুমিত্রা। গেল—গেল সব—অযোধ্যার বাস গেল রে ঘুচিয়ে !

রাম। শান্ত হও ওমা, ধৈর্য্য ধর প্রাণে,
খ্যাত বিশ্বে ধৈর্য্যশীলা বলি তুমি যে জননি !
পুণ্যবতি, বহু পুণ্যে মা গো আমি—
তোর গর্ভে ল'য়েছি জনম—তাই মা, অধম রাম আজ
পুত্র হ'য়ে শোধে পিতৃঋণ। এই দিন আজ যদি—
না হ'তো আমার, তাহ'লে কিসে গো আর—
দিতাম সংসারে পিতার নিকট পুত্র ব'লে পরিচয় !

কৌশল্যা। ধিক্ পিতা—ধিক্ রাজা দশরথ !
নারীবশীভূত যেই—নারীবাক্যে পুত্রে যেবা—
বলে যেতে বনবাস !
নহ পুত্র তার তুমি বাছা, পুত্র যদি হইতে তাহার,
তাহ'লে কি তাঁর মুখে এ কথা শুনিতে ?

বলিতে পারিত কি সে—রাম যা রে তুই বনে!
ধিক্ সে নির্লজ্জ কাপুরুষ, সূর্য্যবংশে দিতে কালি—
জনম তাহার—কৈকয়ীর চরণ-নফর!

সুমিত্রা। কভু না শুনি শ্রবণে, পিতা পারে পুত্রে দিতে বনবাস!

রাম। মা গো বলিও না কটু কথা বিনা দোষে,
জন্মদুঃখী পিতারে আমার!
দিও না মা গালি, সত্যবশ সূর্য্যবংশ চিরদিন!
সেই সূর্য্যকুলমান রক্ষিতে জননি,
দেন তিনি তাঁগত জীবন রামে বনে।
মা গো—হেরনি ত তাঁর যে কি দশা—
যদি দেখিতে জননি,
বিবশা হইতে আরো, ফেটে যেতো বুক!
"রাম রাম" ব'লে—ভাসে আঁখি-জলে পিতা—
মাগো, আমার কারণ তিনি অচেতন,
হারাবেন বা জীবন,
আমা শোকে শোকাকুল পিতা!
দেখো মা তাঁহাকে, বলিও না কুবচন আর।
হায় হায়—মহাপাপী আমি রাম—
তাই পিতামাতা গুরুজনে
ভাসাইতে আঁখি-নীরে এসেছিনু এ ধরায়!

কৌশল্যা। রাম রে, বার বার না করিস্ অনুরোধ;
বাবা, পিতৃবাক্য করিবে পালন,

মাতা কোন্ অপরাধী? মাতা কি পুত্রের পূজ্যা নয়?
একাই কি পিতা পূজ্য রাম!

রাম। সত্য মাতঃ! মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী, মহীয়সী—
তার উচ্চ জন্মদাতা পিতা সন্তানের!
জননী গো, জান ত আখ্যান—
মহাবিজ্ঞ ঋষি মতিমান্ কণ্ডু নিজে
শাস্ত্রতত্ত্ব জানি পিতৃবাক্য মানি—
অনায়াসে গোহত্যা করিল,
নিহত হইল পিতৃবাক্যে আদি সূর্য্যবংশধর—
সগর সন্তান।
ভগবান্ ভৃগুর তনয় পিতৃবাক্যে হায়—
মাতৃশির করিল ছেদন, কত মা বলিব আর?
স্নেহাবেশে কেন আর ভাবিছ জননি,
বিধিলিপি নহে খণ্ডিবার, তবে রোধে তার—
কেন অধর্ম্ম করিব! নরকে ডুবিব নিজে—
পিতারে ডুবাব তাহে—পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা।
সেই পিত্রাদেশ সনাতন ধর্ম্ম বলি মানি,
সে আদেশ পালিতে জননি, কর রামেরে আদেশ।
দেখ মা হইল কত বেলা—

সুমিত্রা। হোক্ বেলা, কোথা যাবে বাপ, ত্যজে দুঃখিনী মায়েরে

রাম। মা, দিন যায় ব'য়ে—আমি না যাইলে—
পিতার না হবে স্নানাহার!

কৌশল্যা। বলিব কেমনে বাবা, যাও বলিব কেমনে?
এরূপ আদেশ দিতে—
পারে পিতা তোর, চারিটী যে তাঁহার কুমার,
আমার যে একা তুই রাম—দরিদ্রার ধন
ও চাঁদ বদন—তো বিনে কেমনে রহিব গৃহে—
পলকে না হেরিলে যে—ত্রিভুবন হেরি অন্ধকার!
বাছা রে আমার—যদি একান্তই যাবি,
তবে গুণনিধি—নে রে সাথে দুখিনী মায়েরে।
নাহি চাই রাজ্যসুখ—রাজ-অট্টালিকা,
পুত্র ল'য়ে সুখী হোক্ সতিনী কৈকয়ী।
রামহীন স্থান শ্মশান সমান—যেথানে শ্রীরাম,
রাম, সেথান আমার স্বর্গ—
আরামের শীতল মন্দির। মা বলা বিহঙ্গ তুই,
এতদিন ছিলি হৃদয়পিঞ্জরে,
আজ ছেড়ে তোরে কেমনে থাকিব রাম!
বৎসপ্রাণ গাভী কেমনে ত্যজিয়ে বৎস,
রবে পাপ-পুরে!

রাম। মাগো, তুমি যে রমণী, রমণীর স্বামীই গতি
আরাধ্য দেবতা—
সেই ধর্ম্মরাজ পিতা থাকিতে জীবিত,
কেমনে তাঁহারে ত্যজি—সামান্যা বিধবা সম—
বাহিরিবে পুরীর বাহিরে!

অসম্ভব মাতঃ! দেখহ বিচারি সতি,
তার চেয়ে দেহ অনুমতি, আসি ভাগ্যবতি,
চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল তরে - জননী গো,
ততদিন কাটাও সময় ব্রত-অনুষ্ঠানে!
তোমার পুণ্যের ফলে ফিরিব আবার।

কৌশল্যা। সব ব্রত সাঙ্গ যে আমার রাম,
ব্রত ফল তুই যে জীবন মোর!
আর ব্রত কি আছে রে বল্?
কাম্যফল পেয়েছি যখন—তোরে রামধন!

রাম। মা গো—স্নেহডোর তোর বড়ই কঠিন,
কাঁপায় রামের প্রাণ, ত্যজ গো মমতা
দীন রাম যাচে যোড় করে—
দেহ মাতঃ, বিদায় আমারে,
বিলম্বে বিফল হবে সব, অধার্ম্মিক হইবেন পিতা,
সন্দেহে বিমাতা কত কবে কুবচন।
ধরি শ্রীচরণ, দে মা পদধূলি,
এই মা বিদায়—কর আশীর্ব্বাদ—
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে পুনঃ আসি করিব প্রণাম।

(পদধূলি গ্রহণ

কৌশল্যা। কি বলিব—আর তোরে রাম,
ধর্ম্মবুদ্ধি তোর—করিল পরাস্ত মোরে!
হে কুলদেবতা, রক্ষ রক্ষ বনে রামেরে আমার।

সাবধানে থেক' বৎস, বনভূমি অতি ভয়ঙ্কর !
করি আশীর্ব্বাদ – নির্ব্বিঘ্নে ফিরিবে গেহে,
ততদিন পিতৃসেবা তব করিব যতনে,
ভাবিও না মনে পিতার কারণ ?
ডাক্ বাছা—মা মা—ব'লে – তুই রে যাইলে—
মা ব'লে ডাকিতে আর কেহ নাই রে আমার !
রাম—রাম জীবনসর্ব্বস্ব মোর—

রাম। মা—মা—চতুর্দ্দশবর্ষ আর কত দিন !
হইলেই গত—পুনঃ এসে মা ব'লে ডাকিব।

[প্রস্থান।

সুমিত্রা। দিদি, দিদি, ভুবন যে হ'ল শূন্যময়—

কৌশল্যা। অ্যাঁ – অ্যাঁ চ'লে গেল অযোধ্যার আলো !
যাস্ না—যাস্ না রাম হোস্‌নে পাষাণ,
একবার দাঁড়া, একবার ডাক্ মা মা ব'লে,
একবার হেরি চন্দ্রমুখ। ওরে কে কোথায় !
ফাঁকি দে পালায়—হৃদয়-পিঞ্জর-পাখী,
ধর্—ধর্ রামেরে আমার।
বাবা রাম – বাবা রাম—

[বেগে প্রস্থান।

সুমিত্রা। হায় বুঝি অভাগিনী হ'ল পাগলিনী,
হায়—হায় রামমণি পাগল করিল সবে !

এ জীবন আর কিবা হবে—রামশূন্য প্রাণ—
যাও—যাও বাহিরিয়া।
রামশূন্য পুরে একপদ না পারি চলিতে। রাম—

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দাদা, দাদা, দেখ এসে একবার,
জননীর দুঃখ আর দেখা নাহি যায়,
কাতরা কুরঙ্গী সম লুটিয়া ধূলায়—
ধায় তব কৌশল্যা জননী !
রঘুমণি কোন্ প্রাণে—
সহ তুমি হেন শোক-দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
নীরব নিথর সব—মাত্র শুধু—হায় হায়-ধ্বনি !
চক্ষু, অন্ধ হ'য়ে যাও, নয় হও প্রাণ দেহবিনিঃসৃত !
এই যে জননি !
শুনেছ ত মাগো দুঃখের কাহিনী যত ?
রত্নগর্ভা তুমি ভাগ্যবতী,
তাই রাঘবেন্দ্র রাম—
সদয় হইয়া দাসে কৈলা সহচর—
দণ্ডক বিপিনে। দেহ মাতঃ, অনুমতি—
রাঘব সংহতি যাই।

সুমিত্রা। লক্ষ্মণ রে—তুইও কি যাবি বনে ?
তবে থাকিব কেমনে পুরে !
হা অদৃষ্ট ! এতই নির্ম্মম তুমি !

লক্ষ্মণ। কেন মা অদৃষ্টে নিন্দ! যথা রাম—তথায় লক্ষ্মণ,
তোমারই পণে মাতঃ—রামের নফর আমি।
দিয়েছ ত হাসিমুখে রামের চরণে ফেলে!
তবে আমি না যাইলে—সে গহন বনে—
রামের চরণ সেবা কেবা করিবে জননি!
কেমনে বা আমি প্রভু ত্যজি—
এ অযোধ্যা-শ্মশানে ভ্রমিব!
তব গর্ভে জন্ম মাতঃ, মম—রামপদ সেবার কারণ।
ভাবিও না দেবি, এক পুত্র রহিল তোমার,
তার মুখ চেয়ে—ভুলিতে গো পারিবে আমারে।
কিন্তু মা শ্রীরাম-বিহনে আমি ক্ষণকাল—
জীবিত না রব। রাম অদর্শন—মৃত্যুবাণ মোর,
তাই বলি, দেহ পদধুলি—
রাম বলি যাত্রা করি মাতঃ!
কর আশীর্ব্বাদ—চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে আবার তোমারে-
মা ব'লে ডাকিব এসে। (পদধুলি গ্রহণ)

সুমিত্রা। লক্ষ্মণ রে—দুই পুত্র বলি দিস্ না প্রবোধ,
শত পুত্রমাতা—এক পুত্র বিনা—
এ ভুবন হেরে অন্ধকার!
যাক্—জানি সব আমি—
রামগত প্রাণ তোর, না বারিব তোরে—
যা রে বনে রাম সনে ভ্রাতৃভক্ত!

যাও—যাও—রামের নফর !
বিলম্বে শ্রীরাম মোর ভাবিতেও পারে,
যাও যাও প্রাণাধিক. রাম-কার্য্যে সঁপিয়ে জীবন,
জনম সফল কর গিয়া।
বাঁচি যদি—চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে—
হেরিব রে তোর পুনঃ ও চাঁদ বদন,
মা বাণী শুনিব কাণে।
চল বাছা, রামের নফর !
শ্রীরামের করে তোরে করি সমর্পণ।

[সুমিত্রার প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। হও মাগো অগ্রসর—ত্বরায় ভেটিব গিয়া।
যাব একবার প্রাণপ্রিয়া উর্ম্মিলার কাছে।
কেমনে তাহারে চাহিব বিদায় !
ফুলপ্রাণা সরলা আমার—যখন শুনিবে—
যাব আমি তারে তেয়াগিয়ে,
রবে মুখপানে চেয়ে উদাসিনী !
কোন্ প্রাণে আমি—বলিব তাহায়—
আসি লো সুন্দরি, চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে—
থাক রাজপুরে, সেব গুরুজনে কায়মনে।
কোন কথা বুঝি কহিবে না সন্ন্যাসিনী,
অশ্রুভরা চোখে শুধু চাবে ছল ছল !

উর্ম্মিলার প্রবেশ।

উর্ম্মিলা। শুনিনু প্রাণেশ!
দৈবের কারণ মধ্যমা শাশুড়ী করিলেন পণ,
তাহে সীতাপতি না কি যাইবেন বন?
তুমি ত যাইবে সাথে!

লক্ষ্মণ। তব অভিমত বল কি উর্ম্মিলে!

উর্ম্মিলা। যাবে বৈকি, দিদি যদিও এ কথা এখন শুনেন নি, কিন্তু শুন্‌লে তিনিও আর থাক্‌বেন না। তখন তুমি না গেলে সে ভয়ঙ্কর বনে আমাদের অভীষ্ট দেবতা রামসীতার সেবা শুশ্রূষা কে ক'র্‌বে?

লক্ষ্মণ। সত্যই ব'লেছ উর্ম্মিলা, আমি না গেলে চ'ল্‌বে কেন? তাই প্রস্তুত হ'য়েই তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ ক'র্‌তে এসেছি।

উর্ম্মিলা। এসেছ—বেশ ক'রেছ, আমি রাম-কার্য্যে সন্তুষ্ট-চিত্তে তোমায় বিদায় দান ক'র্‌ছি, তবে একটী মনের কথা ছিল—ব'ল্‌ব কি?

লক্ষ্মণ। কি ব'ল্‌বে বল উর্ম্মিলে! লক্ষ্মণের অদেয় তোমায় কি আছে উর্ম্মিলা!

উর্ম্মিলা। বল্‌ছিলাম প্রভু, তুমি ত বনবাসে সীতারামের শ্রীচরণ সেবা ক'র্‌বে, তোমার চরণসেবা কে ক'র্‌বে নাথ! তাই দাসীকে সঙ্গে নিলে কি ভাল হয় না? আমিও রামসীতা ও স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী হ'তাম।

লক্ষ্মণ। না উর্ম্মিলা—তুমি গেলে আমাদের অভাগিনী মায়েদের কে মুখ চাইবে? কে তাঁদের সেবা শুশ্রূষা ক'র্‌বে?

উর্ম্মিলা। তবে থাক্—যাব না, তুমি যাও, তুমি গেলেই সব হবে। আমাদের রামসীতার কোন অযত্ন হবে না—তবে আমার কষ্ট—তোমার জন্য—তা তুমি যখন আমায় নিবারণ ক'র্‌ছ, তখন আমি হাসিমুখে সে সকল কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব।

লক্ষ্মণ। তবে আসি—

[প্রস্থান।

উর্ম্মিলা। হায় কি সঙ্কট দিন রে আমার—
একদিকে আরাধ্য দেবতা—ইষ্ট দেবদেবী সনে
হ'ন্ বনবাসী—
অন্য দিকে শ্বশুর-শাশুড়ী ভাসিছেন আঁখি-জলে!
নারায়ণ, সবলতা দান' এ মনের!
অকূলে পড়িয়ে যেন—
ভুলি নাই প্রভু, তব পদ-কোকনদ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[সীতার কক্ষ]

সীতা ও উর্ম্মিলার প্রবেশ।

সীতা। ছিঃ বোন্, কাঁদ্‌তে আছে কি? আবার আমরা ফিরে আস্‌ব।

উর্ম্মিলা। না দিদি, তুমি যেও না, আমি তোমার সেবা ক'রব। তুমে গেলে আমি কেমন ক'রে থাক্‌ব? হে নারায়ণ! এই কর, আর্য্যপুত্র যেন দিদিকে নিয়ে না যান।

সীতা। আর্য্যপুত্র যদি আমায় নিয়ে না যান, তাহ'লে কি উর্ম্মিলে! তুই আমাকে এখানে দেখ্‌তে পাবি?

উর্ম্মিলা। কেন দিদি, কোথায় যাবে? আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে?

সীতা। প্রভু রামচন্দ্রের বন গমনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও সংসার-খেলার শেষ হবে।

উর্ম্মিলা। না দিদি, তবে তুমি যাও, আমি আর কাঁদ্‌ব না!

সীতা। কাঁদ্‌বি কেন বোন্, গৃহে ব'সে আমাদের কাজ তুই কর। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী রৈলেন, তাঁদের সেবা শুশ্রূষা ক'র্‌বি। কৈ—এখন ত আর্য্যপুত্র এলেন না, তবে কি তিনি আমার সঙ্গে দেখা ক'রেও যাবেন না! উর্ম্মিলা, বেলা কত হ'ল! দেখ্‌না, গবাক্ষ উন্মোচিত ক'রে দেখ্‌না, আর্য্যপুত্র আস্‌ছেন কি না? আমি কি করি উর্ম্মিলা, আর যে বোন্ স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না, আর যে উদ্যত অশ্রু সম্বরণ ক'র্‌তে পারি না ভগিনি! কতক্ষণে তাঁকে দেখ্‌ব! তিনি কি আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবেন? উর্ম্মিলা! আমি ত তাঁর শ্রীপদে কোন অপরাধে অপরাধিনী নই! না—না—তিনি নিষ্ঠুর—নির্দ্দয় নন, সীতার প্রাণ ত তিনি জানেন, তবে কি হ'ল, তিনি কোথায় গেলেন! আমি যে সে মহৌষধির অভাবে ত্রিভুবন শূন্য

দেখ্‌ছি। উর্ম্মিলা, নারী জীবন কেন হয় বোন্‌! বিধাতার কোন্‌ শাস্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য এই রমণীজাতির সৃষ্টি ?

উর্ম্মিলা। দিদি, তুমিই ত ব'লেছ—আপদে সংযমই শান্তি। তুমি ত কোন সময় ক্ষণেকের জন্যও ধৈর্য্য হারাও নি, তখন আজ কেন এত অধীর হ'চ্ছ ?

সীতা। গীত

মন যে মানে না—কেন সদাই সব হারাই হারাই।
জনম-দুখিনী সীতার অনুমানি বুঝি এ জনমে সুখ নাই।
শুনেছ উর্ম্মিলা তুমি, জননী না হেরিনু জনমি,
পেলাম যদি বা স্বামী—তাও বাদী জগৎ গোঁসাই,
চন্দন ভাবিয়া ললাটে লেপিনু ভাগ্যেতে হইল ছাই।

উর্ম্মিলা। আর ভাব্‌তে হবে না দিদি, আর্য্যপুত্র এবার আস্‌ছেন ; আমি আজি, তোমার পায়ে ধরি, যদি মনকে বুঝিয়ে পার, তাহ'লে আমাদিগে ছেড়ে যেও না। আমি তোমার কাছে থাক্‌লে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। আমি দিনরাত্রি তোমার পদ পূজা ক'র্‌ব।

[প্রস্থান।

সীতা। ঐ যে নবদূর্ব্বাদলকান্তিধর সীতার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর! হায় রে আজ যাঁর শিরোদেশে শত শলাকাময় জলফেননিভ রাজচ্ছত্র শোভা পেত, হস্তী অশ্বারোহী ও বন্দিগণ যাঁর অগ্রে অগ্রে আস্‌ত, তিনি আজ পদব্রজে বিষণ্ণ বিবর্ণবর্ণ পরাজিত সেনানায়কের ন্যায় নিজ কক্ষের পথে আগমন

ক'রছেন ! এস নাথ—সীতার সংসারসর্ব্বস্ব ! আমি সব শুনেছি। তাই আমি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে র'য়েছি। আমি তোমার বনপথের অগ্রসারিণী হব, তোমার অগ্রে কুশাঙ্কুরময় কণ্টকাকীর্ণ পথে পাদচারণ ক'রে—পথস্থ কুশ ও কণ্টক বিদলিত ক'রতে ক'রতে যাব।

রামের প্রবেশ।

রাম। প্রাণাধিকা সাধ্বি ! তুমি যেরূপ বিশালকুলসম্ভূতা, তদুপযোগী বাক্যই ব'লেছ। কিন্তু প্রিয়ে ! তোমার কর্ত্তব্য তদপেক্ষাও গুরুভারগ্রস্ত। সতি ! শুন নাই কি—আমা শোকে পরম পূজনীয় পিতৃদেব মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন ! গর্ভধারিণী দেবী কৌশল্যা শোকাকুলা ও উন্মাদিনী, অন্যান্য বিমাতারাও তাই, এখন তুমি আমার বনসঙ্গিনী হ'লে এ অযোধ্যায় কে তাঁদের সেবা শুশ্রূষা ক'রবে ? অতি কষ্টের সময় কে তাঁদের সান্ত্বনা দেবে ? সুতরাং বৈদেহি ! তুমি স্ত্রী-সদাচার বিলক্ষণ অবগত হ'য়ে কখন এরূপ সংকল্প ক'রো না। তার চেয়ে গৃহে থাক। ব্রতপরায়ণা হ'য়ে—শ্বশুর-শ্বশ্রূগণের সেবা-ধর্ম্ম গ্রহণ কর। তাহ'লেই আমার চিন্তা হ'তে দূরে থাকতে পারবে, আর আমিও সত্যব্রত পালন ক'রে অতি শীঘ্রই বন হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রব।

সীতা। প্রভু, পরম পণ্ডিত তুমি—কি বুঝাবে তোমায় অধিনী,
জান জানি মেঘ-সহচরী সৌদামিনী !
রঘুমণি—
প্রভঞ্জন যদি হ'য়ে বাদী সেই মেঘে স্থানান্তর করে—

তা হ'লে কি তারে ত্যজে সৌদামিনী ?
বিহঙ্গ-দম্পতি ব্যাধ ভয়ে কেহ কাহারে ত্যজিয়ে—
ক'রে কি হে প্রাণ ল'য়ে কভু পলায়ন!
এই ত সংসারে দাম্পত্য-বন্ধন!
সুখে কি বিপদে—
নিত্য নারী স্বামীর সঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী।
এ সুরম্য প্রাসাদের হ'তে ছায়া তব পদছায়া নাথ—
সমধিক শান্তি অনুমানি,
কে আমি--তুমিই সীতার প্রাণ,
তুমি যাবে বন, বনে বনে করিবে ভ্রমণ,
শ্রাম তনু যবে ক্লান্ত হবে,
কেবা শ্রীচরণ-সেবা তথা করিবে এ দাসী বিনা ?
তাই বলি নাথ, যাবে যথা আমি যাব তথা সাথে সাথে,
শ্রান্তিকালে চেলাঞ্চল করিব ব্যজন,
স্বহস্তে মার্জ্জনা করি দিব বসিবার স্থান,
তরুতলে বসিব দু'জনে,
কথোপকথনে এই ভাবে দিন যাবে কোনরূপে।

রাম। এ কি কথা কহ সুলোচনে!
বন নহে ক্রীড়ার আলয়—রাজবধূ রাজকন্যা তুমি,
দুঃখ কভু জীবনে সহনি—
বনভূমি অতি ভয়ঙ্কর—
পথে কণ্টকের ব্যাকুল সুখাগ্র রহে,

কৃষ্ণসর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, রাক্ষস, গণ্ডার—
বন্য হস্তী—সেই হস্তী আক্রমিত সামর্ষ মহিষ—
বিশাল বিষাণ তার করিয়া বাহির—সদা ঘুরে ফিরে।
কোথাও তরক্ষু ভীষণ বরাহ—কোথা দাবানল—
কোথাও নির্ঝর কূপে নক্রচক্র চরে।
অসতর্কে যদি কেহ ফিরে, অমনি সে গ্রাসে গ্রাহকুল!
দুর্গম সে বন অতি দুঃখময় স্থান,
শয়ন ভোজন স্নান—কোনটীও নিরাপদ নহে।
তবে বল প্রাণাধিকে! কোন্ প্রাণে তোমাধনে
ল'য়ে যাব তথা,
যেই হেম লতা কখন আতপতাপ সহেনি জীবনে।

সীতা। পাই ব্যথা প্রাণে অতি,
ভাবিও না পতি, তুমি মোরে তুচ্ছ শয্যার সঙ্গিনী,
জেন গুণমণি,
দ্যুমৎসেন-সুত সত্যব্রত অনুব্রতা সাবিত্রীর—
সমা নারী মোরে,
কষ্ট কি হবে আমার, জানি সুখ আপনার—
স্বামী সনে হয় কিবা? তুমি রবে হ'য়ে ব্রহ্মচারী,
আমি রব তাপসী হইয়ে—কেন হবে ভয়?
যারা হয় ইন্দ্রিয়ের দাস,
তাদের আশঙ্কা বাস হয় হে প্রবাসে।

রাম। বুঝিলাম সব, কিন্তু দেবি—পথে নারী অনর্থ ঘটন,

শাস্ত্রের বচন ইহা,
বিশেষতঃ চন্দ্রাননে, সে নিবিড় দণ্ডকের বনে
বিচরে রাক্ষসগণ সদা।

সীতা। ধিক্—ধিক্—ধিক্ এ জীবনে,
যে স্বামী আপন নারী রক্ষণে অপটু।
কই কটু জনকে আমার, বার বার সকাতরে,
হেন নারীর প্রকৃতি নয়ে—
কেন পিতা করিলেন মোরে সমর্পণ!
অথবা রে কি বলিব তাঁরে সবি বিধিলিপি—
তা না হ'লে নারীর প্রকৃতি বলি যারে,
দেখিছি ত তাঁরে, অবহেলে—
সেই দুর্জ্জয় ভীম ভাঙিল হরের ধনু,
দেখিছি ত বীরত্বের পূর্ণ অবতার ভৃগুর কুমার দর্প
করিবারে চূর।
আরো—আরো কত প্রচুর বিক্রম!
নারায়ণ! রাখহ মিনতি,
সতীবাক্য ধর, তোমা বিনে—এ ভুবনে—
বাঁচিব না এক তিল।
তোমা ছাড়া স্বর্গের বাসনা নাহি করি,
কায়া তুমি—ছায়া তব সীতা,
তোমা সনে ঘুচে যাবে ব্যথা,
দিবানিশি পাব অই শ্রীমুখ হেরিতে।

সীতা। গীত

আশার তুমি যে আশা।
হও না নিদয় প্রভু তৃষিতার মিটাতে পিপাসা ॥
তুমি যাইবে কাননে, আমি রহিব ভবনে,
বল বল হে কেমনে—চেয়ে কার মুখ পানে,
সতীর সর্ব্বস্ব পতি, একমাত্র হয় গতি,
জান না কি রঘুপতি—তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জেনে,
ওহে জীবন-ভরসা!
পাদপজড়িতা লতারে হে প্রভু ক'রো না নিরাশা ॥

রাম। গীত

নাহি নিষেধিব, চল চল—পতি-তোষিণি,
চাহে কি এ প্রাণ ছাড়িতে তোমারে।
চল সঙ্গিনী, হইবে বনগামিনী,
তোমার সঙ্গে, ভ্রমিব রঙ্গে, সে গহন দণ্ডক মাঝারে।
বিধাতা বৈমুখ রাজরাণী হ'তে, চল বনরাণী করি গে বনেতে,
কুরঙ্গনয়না কুরঙ্গী সহিতে, চল সখীভাবে খেলা করিবারে ॥
সঙ্গে সহচারী লক্ষ্মণ ধনুকধারী, সদা রবে তোমার হ'য়ে আজ্ঞাকারী,
অরণ্য রাজত্ব হইবে তোমারি, আমি রব প্রিয়া শান্তির আগারে।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। বাছা বাছা অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়াছি রঘুমণি,
শুনেছি দণ্ডকবনে অতি হিংস্র জন্তু ভয়!

বিলম্ব আছে কি প্রভু, বিমাতা আদেশে—
রাজমন্ত্রী সুমন্ত্র দাঁড়ায়ে দ্বারদেশে।
বুঝি ব্যস্ত হ'য়েছেন মাতা—আমাদের বিলম্ব কারণ।

রাম। বিলম্ব কি ভাই!
সীতাও যাইবে সাথে।
শোন ভাই রে লক্ষ্মণ, এখনও এক কার্য্য বাকী,
কিছু ধন আছয়ে আমার,
কি হইবে আর, যাব যবে বনবাসে!
যাও কোষাবাসে—আনি ধন ত্বরা—
দান গিয়া—ভিখারী দরিদ্র জনে।
এই ধনদান কথা কেহ সুধালে তোমায়—
কহিও সবারে—রাম যাইবে কান্তারে—
কল্যাণের তরে তাঁর ধন বিতরণ,
হে দরিদ্রগণ, করিও আশীষ তারে।
এস প্রিয়ে, ভিখারীর নারী সেজে ভিখারিণী,
নিজ ধন-অলঙ্কার করি বিতরণ!
রে লক্ষ্মণ! অকস্মাৎ কোলাহল কেন উঠিল সহসা,
চল—চল, দেখি চল,
বুঝিবারে ঘটিল কি পুনঃ বিড়ম্বনা!

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে দরিদ্রগণ। ওরে ওরে, আবার ধন বিলুচ্চে, নোব চল্, নোব চল্, নোব চল্।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[কৈকয়ীর কক্ষ]

দশরথের প্রবেশ।

দশরথ। আর যেন এ অযোধ্যা সে অযোধ্যাই নয়! নগরীর ই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ আর শ্রুত হ'চ্চে না। বেদপাঠনিরত ক ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠের ধ্বনি নিস্তব্ধ হ'য়েছে! পথচারী রিকগণের উৎকট হলহলা রব—নীরব! মাত্র একটা রাশ্যসূচক সঙ্গীত যেন আমার কর্ণের দুই পার্শ্বে দিয়ে— ন বসন প'রে মলিন মুখে কারা গেয়ে চ'লে যাচ্চে! ক'র্‌লাম , হ'লো কি? আহা—হো দুর্মোচ্য কলঙ্কের কি আর চন আছে! রাম আমার কোন্ দোষের দোষী! রাম কি মার কোন ব্রাহ্মণের ধনাপহরণ ক'রেছিল, না সে ন দরিদ্রকে পীড়ন ক'রেছিল, না সে কোন পরদারে আসক্ত য়েছিল, তাই তার নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান ক'র্‌লাম! ইক্ষ্বাকু- শের প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রেরই প্রাপ্য, তবে মি তাকে কোন্ ধর্ম্মে—কোন্ নিয়মে-কোন্ দোষে রাজ্য হ'তে ঞ্চিত ক'র্‌লাম! প্রাণ এখনও তুমি এ পাপিষ্ঠকে বিযুক্ত হ'তে র নি? যে রামের মৃদুভাষা কর্ণে অমৃত বর্ষণ ক'র্‌ত, যার কুমার নবদূর্ব্বাদলবিনিন্দিত রূপ—আমার চক্ষুতে দিবারাত্রি বিজয় এনে মুগ্ধ ক'র্‌ত, যার বিশ্বব্যাপী সর্ব্বজনবিদিত মুক্তাদামনিভ শুভ্র যশঃপ্রভায় আমার হৃদয় আনন্দের হিল্লোলে অবিশ্রাম ক্রীড়া

ক'রত—তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে—কি সুখে—কি প্রমোদে কি আশায়—তুমি এই পশুরীতিধারী দুরাত্মা দশরথের হৃদয়ের পাপ-পঙ্কিল-জলে অবগাহন ক'রে আছ! অহো হো—যে রাম আমার আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদের শ্রেষ্ঠ কক্ষে চিরদিন বাস ক'র্‌তে অভ্যস্ত, যার গৃহ পুষ্পমাল্য, চিত্র ও চন্দনে সর্ব্বক্ষণ রঞ্জিত, সেই গৃহস্বামী আজ ধূলিলুণ্ঠিত হবার জন্য কানন যাত্রা ক'র্‌ছে! পাশহস্ত কৃতান্ত! কোথায় তুমি? রামের বনগমনের পূর্ব্বে তুমি সুরাসুরবিজয়ী দশরথকে তোমার শান্তি-আশ্রমে একটুকু আশ্রয় স্থান দাও। অহো হো—ভাব্‌তে গেলেও যে হৃৎকম্প হয়—হা রাম—হা রাম—কি ক'র্‌লাম—(মূর্চ্ছা)

কৈকয়ী ও মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। তুমি কি ঠাওরেছ বাছা, তা ত আমি বুঝ্‌তে পারি নি! ধন—ধন—হীরে জহরৎ—সব দু'হাতে ক'রে বিলিয়ে দিচ্চে! আহা আমার ভরতের উপরে মিন্‌সেদের কি এত আক্রোশ! রাজ্যে বিষ্ঠের পোকার মত এত লোক—তার মধ্যে ভরতকে আন্‌তে একটা বেরুল না মা! আবার তার উপরে আক্কেল দেখ না, আমাকে কি না তাড়া নিয়ে মার্‌তে আসে! আমি কিচ্ছুটি ব'ল্লুমনি ব'ল্‌ব কেন, আগে ব'ল্‌বার দিন পাই, তবে ত ব'ল্‌ব। যাক্, এখন মিন্‌সেকে বোঝা—মিন্‌সের এ সব নেকামি, যেটাদিকে ধনরত্ন সব দিয়ে নিজে ছলা পেতে শুয়ে র'য়েছে! বল্ না, মিন্‌সে কার ধন কাকে দেয়!

কৈকয়ী। মন্থরা, ওঁর ধন যখন উনি দিচ্চেন, তখন—

মন্থরা। ওমা, মাগী কি বে-আক্কেলি মা, ওঁর ধন! ওঁর ধন কিসের? ওঁর ধন ছাড়া কি রাজ্যি না কি! মাগী কি বোকা মা! বলি যখন নাচ্‌তেই ব'সেছ, তখন আর লজ্জা কিসের ল্যা মাগী! পষ্টাপষ্টি ব'ল্‌বি, পষ্টাপষ্টি কাজ ক'র্‌বি! আর এখনও ত ছোঁড়ার যাবার নামটী নেই, বুঝি কি বুদ্ধি টুদ্ধি আঁটছে! ব'ল্লুম, শত্রুকে শীগ্‌গির ঘরের বার কর্, তা নইলে সব ফস্‌কাবে, লাভে হ'তে চুনকালি মাথা সার হবে! হায়, হায়, আমি কি বোকা মেয়ের পাল্লায় প'ড়েছি মা, আমার যে ডাক্ ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হয় গো!

কৈকয়ী। আর কাঁদ্‌তে হবে না মন্থরা, আর লজ্জা কেন, আর সম্ভ্রম কেন? যে কাপট্য-অগ্নির শিখা বিস্ফুরিত ক'রেছি, তাতে মানুষ কেন এখন স্থির থাক্‌বে? এখন যে মানুষ ছটফট্ ক'র্‌চ, ছোটাছুটি ত ক'র্‌ছে না; তাই ক'র্‌ছি। তুই মা, অন্তরালে থেকে সব দেখ্! মানবী কিরূপে রাক্ষসী—পিশাচী-প্রেতিনী হয়, তাই দেখ্! বলি মহারাজ—

মন্থরা। (স্বগত) হাঁ, এই ত চাই, মন্থরার বুদ্ধি যেখানে, সেখানে মানুষ আবার জ্যান্ত থাক্‌বে! (প্রকাশ্যে) এই লো এইখানে এই সব রৈল।

[প্রস্থান।

কৈকয়ী। বলি মহারাজ! যদি সত্যই রক্ষা ক'র্‌লেন,

তাহ'লে আবার তা ভঙ্গ ক'রতে প্রয়াসী হ'য়েছেন কেন শুনলেম আপনি নাকি রামকে ধনদান ক'রেছেন ? বলি সত্যসন্ধ মহারাজ ! সে ধনে আপনার আর কি কোন অধিকার আছে ? বলি—বিচারক, দত্তবস্তু পুনগ্রহণ ক'রলে কি পাপস্পর্শ করে না ? বলি এইরূপেই কি আদি সূর্য্যবংশধরগণ সত্য প্রতিপালন করেছিলেন ? বেশ, এখনও সময় আছে, আপনার বর আপনি প্রতিগ্রহণ করুন, আমার আর বরে কোন আবশ্যক নাই।

দশরথ। হা নৃশংসে—রাক্ষসি - কালভুজঙ্গিনি ! এখনও তুই দংশন ক'রছিস ! এত ক'রেও তুই ক্ষান্ত হ'লি না ? হা অনার্য্যে সে ধনের সহিত তোর পাপরাজ্যের সম্বন্ধ কি ? তা আমার নিজস্ব। সে অর্থের সহিত রাজ্যের কোন সংস্রব নাই। তা আমি নিঃশঙ্কচিত্তে রাম কেন—স্ব ইচ্ছাক্রমে যারে তারে দান ক'রতে পারি। সে ধনের বিষয় উল্লেখ ক'রতে পারে, এমন সাধ্য কার ?

কৈকয়ী। তা বেশ, তাহ'লে এখনও রামের বনগমনের বিলম্ব হ'চ্চে কেন ? বলি, আমার কি তা ব'লবারও অধিকার নাই ?

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। অধিকার যথেষ্টই ক'রেছ মা. আর অধিকারের অবশিষ্ট কি ? যে অধিকারে আজ আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব

রামকে চীরবল্কল পরিয়ে বনে দিতে ব'সেছ, তদপেক্ষা আর সমধিক অধিকার কি চাও জননি! ধিক্ স্বার্থান্ধা, রাজকন্যা হ'য়ে এত লোভবশবর্ত্তিনী যে নিজ পরম গুরু স্বামীর প্রাণ এখনও বাক্যবাণে বিদ্ধ ক'র্‌ছ? এখনও তোমার চৈতন্য আস্‌ছে না যে, তুমি আজ কি ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ত্তব্য-বহির্ভূত কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'র্‌ছ?

দশরথ। গুরুদেব! আমায় শীঘ্র এই নৃশংসার গৃহ হ'তে স্থানান্তরে ল'য়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। গুরুদেব! আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছি না! হা রাম—হা রাম— (মূর্চ্ছা)

মন্থরা। (ইঙ্গিত) খুব শক্ত মা, খুব শক্ত!

কৈকয়ী। মহারাজ! আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রে গমন ক'র্‌তে পার্‌লেই মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

সুমন্ত্র সহ রাম ও লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ।

সুমন্ত্র। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, আপনার প্রাণপ্রতিম বনগমনোদ্যত রাম আপনার শ্রীচরণ বন্দনার নিমিত্ত সমাগত, এইক্ষণেই তিনি মহারণ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন, যদি সেই প্রাণাধিককে একান্ত দেখ্‌বার বাঞ্ছা থাকে, তাহ'লে মুহূর্ত্তকাল শোকাপনয়ন ক'রে সেই বিষয়নিস্পৃহ মহাযোগীর দেবমূর্ত্তিখানি দর্শন ক'রে নিন!

দশরথ। অ্যাঁ, কৈ আমার রাম, সুমন্ত্র! (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) বাবা রাম—বাবা রাম—একবার বক্ষে আয় বাপ—উহু হু—অন্ধকার—অন্ধকার—হা রাম— (মূর্চ্ছা)

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। বাবা—বাবা—(দশরথকে ধারণ)

নেপথ্যে—কৌশল্যা ও অন্যান্য রাজমহিষীগণ—

গীত।

হায় হায় এখন, কেন প্রাণ ধারণ, গুণের রাম যায় বন।
কাজ কি আর গৃহবাসে—বাহির হ'রে পোড়া জীবন॥
চন্দ্র সূর্য্য অস্তে যাও, গ্রহ তারা লোপ পাও,
বৈশ্বানর তাপ দাও, পুড়ে যাক্ অযোধ্যা ভবন॥

রাম রে—কোথা যাবি বাপ—

কৌশল্যা। তোর কৌশল্যা মায়ের দশা কি হবে বাবা!

সকলে। কৈ, কৈ—বুকের মাণিক রাম কৈ?

বেগে রাজমহিষীগণ সহ কৌশল্যার প্রবেশ।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। মা—মা—মা— (সকলকে ধারণ)

কৌশল্যা। ওমা . কুললক্ষ্মী আমার, রাজর্ষি জনকের স্নেহের আদরিণী জননী আমার, তুইও মা সেজেছিস্? তুইও আমার রামের সঙ্গে বনে যাবি? হায়, হায়—উঃ কি বজ্রময় হৃদয় আমার রে—এখনও ফাট্‌ছে না যে! হা মহারাজ—এই ক'র্‌লে—এই ক'র্‌লে! হা মহারাজ! রাজাধিরাজ! দণ্ডধর! এই বিচার ক'র্‌লে! এই বিচার ক'র্‌লে! বাছার আমার কোন্ অপরাধে—দুঃখিনী আমি, আমারই বা কোন্ দোষে—তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব রামকে বনবাস দিচ্চ? আমার যে আর

কেউ নাই! মহারাজ ভিখারিণীকে যে একটী মাত্র হার উপহার দিয়েছিলে, হে সত্যসন্ধ দয়াময়! তবে কোন্ সত্যে সেই বস্তুকে আজ তুমি প্রত্যাহরণ ক'র্‌ছ! বল বিচারকর্ত্তা, তুমিই বিচার ক'রে বল—বিচার ক'রে কি এই ক'র্‌লে? বল পিতার পুত্র—বল—বল' পিতার কাজ কি এই ক'র্‌লে?

দশরথ। রাণি, রাণি—ক্ষমা কর। অভাগিনি, পাষণ্ড রাক্ষসের গলে মাল্য দেওয়ার এই পরিণাম! রামের আমার পিতা কে? আমার রামের পিতা রাক্ষস নয়! নাহিরে! আজ হ'তে জগতে পিতা নামের ধ্বংস হোক্! আর যেন কোন পুত্র, জগতে অকৃত্রিম পিতৃস্নেহের গর্ব্ব না করে!

রাম। সত্যবান্ পিতা! অনুতাপ ত্যাগ করুন। আমি বনে গেলেই আপনার সত্য রক্ষা হবে, তাই আমি বনবাসকল্পে বিদায়প্রার্থী হ'য়েছি এবং আমার অনেক নিষেধ সত্বেও লক্ষ্মণ ও সীতা আমার সহিত বনগমনে উদ্যত হ'য়েছে, সুতরাং পিতঃ, তাদিগকেও আপনি আমার সহিত বনগমনে অনুমতি দান করুন। আর অধিক বেলা নাই, অপরাহ্ণ হ'য়ে এসেছে।

দশরথ। হা রাম! তোমার এই কঠোর বাণী শুন্‌বার জন্যই কি পাপাত্মা দশরথের প্রাণ এখন বহির্গত হয়নি! হৃদয়-সর্ব্বস্ব! আমার সত্যভঙ্গজনিত মহাপাতক আমাতে সঞ্চিত হোক, তথাপি তুমি আমার গৃহে থাক, বনগমনের প্রয়োজন নাই, আমি কৈকয়ীকে বর দান ক'রে একান্ত বিমুগ্ধ হ'য়ে প'ড়েছি, তুমি আমাকে নিগৃহীত ক'রে লৌহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ

কর, বক্ষে প্রস্তর দাও। রাম, তুমি আমার এই অযোধ্যার সিংহাসনে রাজা হও।

কৈকয়ী। (স্বগত) কি এতদূর—(প্রকাশ্যে) রাজা, সত্য রক্ষার জন্য আর আমার কোন অনুরোধ নাই।

রাম। দয়াময় পিতা, ক্ষমা করুন, আমি আপনার জন্য স্বর্গভোগসুখও কামনা করি না, সুতরাং আমি আপনাকে সংসারে মিথ্যাবাদী অধার্ম্মিক ব'লে পরিচয় দিতে পারব না। আপনাকে সত্য মুক্ত ক'রতে পিতৃঋণ কিঞ্চিৎ পরিশোধের জন্য আমি নিশ্চয়ই বনগমন ক'রব। পিতঃ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা যেমন শোক না ক'রে নিজ পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ অনুমতি দান ক'রেছিলেন, আপনিও তেমনি বীতশোক হ'য়ে আমাদের বনগমনে আদেশ প্রদান করুন।

দশরথ। বাবা রাম রে, তুমি ধর্ম্মাত্মা ও সত্যপরায়ণ, সুতরাং তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্ত্তিত করা আমার ন্যায় মহাপাপীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য। তবে বৎস! আমার একান্ত অনুরোধ যে তুমি আজ যেও না, অদ্যকার দিনের জন্য অযোধ্যায় অবস্থান কর, আমি অন্তকারের মত তোমার চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ ক'রব, আর তোমায় চক্ষে চক্ষে রেখে একত্রে তোমার সহিত ভোজন ক'রব। রাম—তোমায় আমার আর অধিক কিছু বল্‌বার নাই, তুমি তোমার বনগমন কালে এই দুরাত্মা বৃদ্ধ পিতার এই অনুরোধটী রক্ষা ক'রে যাও।

কৈকয়ী। তার চেয়ে মহারাজ, আপনি ত স্পষ্টই ব'লতে

পারেন, আর ব'লেছেনও ত, রাম রাজ্যাসন গ্রহণ কর। ভাল, ভাল, তাহ'লে মহারাজ এ ছলনাময় সত্য ক'র্‌বার আবশ্যক কি?

রাম। না মা, আপনি আর কেন দুঃখিত হ'চ্চেন, আপনি এই রাজ্য আমার ভরতকে এইমুহূর্ত্তে দান করুন, আমি আমার জন্য সুখ কিম্বা রাজ্য—কিছুরই কামনা করি না। আমিই ত আপনার নিকট সত্যবদ্ধ হ'য়েছি মা, সুতরাং আমি সে সত্য কখন ভঙ্গ ক'র্‌ব না। পিতা দেবগণ হ'তেও পূজ্য, তবে মা, আমি সেই দেবপূজ্য পিতৃদেবতার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌ব এই কি আপনি ধারণা ক'রেছেন! কখন তা হবে না মা! আমি সর্ব্বতোভাবে পিতৃ আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে এসে আবার আপনাদের পদবন্দনা ক'র্‌ব। জননি গো, বিদায় দাও, আমি ভ্রমবশতঃ বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তাহ'লে মা, তোমাদের স্নেহের রাম ব'লে আমায় ক্ষমা কর।

সকলে। হা রাম—কি হ'ল—কি বলিস্ বাপ! কে আর আমাদের মা ব'লে ডাকবে?

দশরথ। সুমন্ত্র—বিষপান করাও, অস্ত্র ল'য়ে আমার দেহ খণ্ড খণ্ড কর, উঃ, রাম রে আর সহ্য হয় না!

সুমন্ত্র। দেবি! কর্ণ আছে কি, চক্ষু তোমার কোথায়? পাষাণি! ক'র্‌লে কি আর ক'র্‌ছ কি—তা কি একবারও ভাব্‌ছ না! ভগবান কি তোমার এ সময় সে ভাবনারও শক্তি

প ক'রেছেন! বুঝ্‌লাম—তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! তোমার হৃদয় লৌহকাঠিন্যে গঠিত, তোমার জিহ্বা ক্ষুরধারাপেক্ষাও শাণিত। তুমি রাক্ষসী, যেহেতু তুমি পতিনাশিনী ও কুলকলঙ্কিনী। যে স্বামী—তোমার চরাচরাত্মক সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক ইন্দ্রের অজেয়, পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পনীয় ও সমুদ্রের ন্যায় অক্ষোভণীয়—সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন অপরিমেয় প্রতাপশালী সকাননসাগরালঙ্কারা ধরণীর একচ্ছত্রাধিপতি মহারাজ দশরথ, তাঁর প্রতি, তোমার দয়া মায়া নাই! ধিক্ ধিক্ তোমায় রাজ্ঞি! কোন্ উচ্চরাজকুলসম্ভূতা ভদ্রকন্যা এরূপ হীন প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হ'য়ে ধর্ম্মে ও লোকলজ্জায় জলাঞ্জলি দিতে পেরেছে? কবে কোথায় জগতের কোন্ ইতিহাসের কোন্ রমণী আপন স্বামীর জীবন পণে আপনার পণরক্ষায় মনোযোগিনী হ'য়েছে? ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের এই কি শাসন যে, স্বামীর প্রাণান্তকারিণী রমণী জগতে আবার সুখভাগিনী হয়? রাজ্ঞি, তুমি আমাদের অযোধ্যার কালরাত্রিস্বরূপ! ঐ দেখ, সম্মুখে ঐ কুম্ভীপাক নরক! এ পর্য্যন্ত কোন নারী এখনও সে কুম্ভীপাক নরকে বাস করে নাই। তোমারই জন্য সেই নূতন কুম্ভীপাকের সৃষ্টি হ'য়েছে এবং তোমায় সাদরে আহ্বান ক'র্‌ছে! এ ত তোমার পরিণামের অবশ্যম্ভাবিনী গতি, কিন্তু ইহকালেই কি সুখিনী হ'তে পার্‌বে বিবেচনা ক'র্‌ছ, যে পুত্রের জন্য তুমি অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় পুরুষপ্রবর গুণনিধি শ্রীরামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত ক'রে অযোধ্যা গ্রহণ ক'র্‌ছ, সে অযোধ্যা তোমার রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান রাজ্যে পরি-

ণত হবে। এমন কি চণ্ডালও তোমার রাজ্যে বাস ক'র্‌বে না। আমরাও সেই রামের সঙ্গে বনগমন ক'র্‌ব। ধিক্ ধিক্ পৃথিবি! এখনও তুমি বিদীর্ণা হ'চ্চ না? ধিক্ ধিক্ উত্তাল সিন্ধু, এখনও তুমি বেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে এই পাপময়ী পাষাণীকে প্লাবিত ক'র্‌তে কুণ্ঠা বোধ ক'র্‌ছ! ধিক্ ধিক্ বিশুদ্ধ ব্রহ্মষিগণসৃষ্ট ভয়ঙ্কর অগ্নিকল্প বাক্‌দণ্ড সকল, এখনও তোমরা এই কুলনাশিনী পৈশাচকবৃত্তিময়ী পাপিনীর ধ্বংস সাধনে অসমর্থ হ'য়েছ? কি ব'ল্‌ব রাক্ষসি, তুমি প্রভুপত্নী, তা না হ'লে এতক্ষণ আমি তোমার কণ্ঠে ভীষণ প্রস্তর বন্ধন ক'রে মা সরযূর গর্ভে নিমজ্জিত ক'রে রাখ্‌তাম! উঃ মহারাজ! এও কি চক্ষে দেখা যায়, না এও আর সহ্য হয়!　　　(রোদন)

দশরথ। উঃ সুমন্ত্র! আর না, আর সহ্য হয় না, আর কেন, এখন এক কার্য্য কর, আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হ'য়েছে, সবই সহ্য ক'র্‌তে হবে, কিন্তু আমার প্রাণের রামকে নিঃস্বভাবে বনে যেতে দিও না। অগণিত হয়, হস্তী, ধন, রত্ন, উৎকৃষ্ট মল্ল, বীর্য্যবান্ সেনাসকল আমার প্রাণের রামকে প্রদান কর। ভরত রাজ্য গ্রহণ করুক, কিন্তু রাম আমার কাম্য-বস্তু সকলে বঞ্চিত না হয়। হা রাম! সংসারে পুত্রের পিতা কি জন্য হয় বাপ! অহো জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—

কৈকয়ী। থাক্ মহারাজ, আর তোমার ভরতকে রাজ্য দান ক'র্‌তে হবে না, সে আমার ধনবীরশূন্য অসার রাজ্য লালসার ভিখারী নয়, ... রাজ্য দান ক'র্‌লে তোমার

তৃপ্তি হবে, শান্তি হবে, স্বার্থপর লোকের বাসনা পূর্ণ হবে, সেই রামকে তুমি রাজ্য দান কর। কেন রামের বনগমন? কেন এ আমার কলঙ্ক ক্রয় করা? রাজা, সত্য কি এরই নাম? এই রূপেই কি মহাত্মা সগর রাজা নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে নির্ব্বাসিত ক'রেছিলেন? সত্যসন্ধ! উত্তর দাও না কেন? বাছা রাম, তুমিও নয় সত্যবাদী বিষয়নিস্পৃহ ব'লে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ ক'র্‌ছিলে? বলি এই সব কি সে সত্যপালনের অঙ্গীভূত কার্য্য? আমিই নয়—তোমার বিমাতা, স্বার্থপরবশা, ভরতের পক্ষপাতিনী, কিন্তু রঘুনন্দন! তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ, জীবের বিষয়মোহ চির অভ্যস্ত কি না? তা হ'তে নিষ্কৃতি লাভ সহজে করা যায় কি না? এতেই কলঙ্কিনী আমি? এতেই কৈকয়ী রাক্ষসী, পিশাচী, মহাপাপিনী? বলি, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সংযতাত্মা মহাত্মাগণের এরূপ অবস্থা হ'চ্চে কেন? যারা—সত্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'য়ে—সত্যভঙ্গে প্রস্তুত, তারা জগতের বক্ষে কোন্ মূর্ত্তি! ধিক্কারের মূর্ত্তি নয় কি?

রাম। মা, আর না, যথেষ্ট হ'য়েছে, এইক্ষণেই সত্য রক্ষা হবে জননি!

কৈকয়ী। বেশ, এইক্ষণে সত্যরক্ষা ক'র্‌বে? তাহ'লে—এই ধর—বাকল বস্ত্র, এই পরিধান ক'রে রাজ্য ত্যাগ ক'রে চলে যাও।

দশরথ। উঃ, সুমন্ত্র—প্রাণ যায়—প্রাণ যায়, শীঘ্র রাক্ষসীকে আমার সম্মুখ হ'তে ল'য়ে যাও! রে রাক্ষসি, তুই আমার

সম্পূর্ণ ত্যজ্য। দূর হ, দূর হ, তুই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ। আর আর তোর মুখ দর্শন ক'র্‌তে চাই না! যে পুত্রের জন্য তুই আমার বক্ষে এই ভীষণ শেল বিদ্ধ ক'র্‌লি, হে ভগবন্! আমায় যেন সে পুত্র ভরতের মুখ এ জন্মে দেখ্‌তে না হয়!

কৈকয়ী। বেশ রাজা, তার জন্য আর আমার আক্ষেপ নাই, এখন তুমি তোমার সত্য পালন কর। কি রাম! লক্ষ্মণ ও সীতা দু'জনেই তোমার সঙ্গে যাবে?

রাম। হাঁ মা, কিছুতেই ওরা আমার নিষেধ শুন্‌লে না!

কৈকয়ী। তা বেশ, তাহ'লে সকলেই তোমরা বাকল বসন প'রে যাও। সীতা, তুমি রাণী সজ্জা, রত্ন আভরণাদি ত্যাগ কর, এই ধর, এই বসন পর।

বশিষ্ঠ। সম্পূর্ণ অন্যায়, সম্পূর্ণ অন্যায়! এ অন্যায়—নিঃসহায় শীর্ণ দুর্ব্বল জীবেরও প্রাণে শক্তি বর্দ্ধিত ক'রে দেয়! অয়ি সৎস্বভাববর্জ্জিতে কেকয়দুহিতে! তুমি আজ নিজ মর্য্যাদা হারিয়ে কোন্ সাহসে—কোন্ বিচারে অযোনিজা সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী সীতাকে বৃক্ষের বল্কলে সাজাতে চাচ্চ! সাবধান—সাবধান—এখনও অযোধ্যার চন্দ্র সূর্য্য-জ্যোতিষ্কমণ্ডল গ্রহ-তারা-নক্ষত্র সকলেই নিয়মিতভাবে কার্য্যসাধন ক'র্‌ছে! এখনও কুসুম-গন্ধবহী সমীরণ তোমার ন্যায় মহাপাপিনীর প্রাণবায়ুর সহিত সখ্যতা স্থাপন ক'রে রেখেছে! এখনও ইন্দ্রের বজ্র, শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের মহাশক্তির তিরোধান হয় নি! অয়ি ক্রূরে, ক'র্‌ছ কি, জানকীর বর অঙ্গে তুমি আজ বৃক্ষের বল্কল পরাবে?

বলি—দুশ্চারিণি, কোন্ বরে তুমি এই দুষ্পূরণীয় ইচ্ছার পরি-পোষণে যত্নবতী হ'য়েছ? অয়ি বিষকুম্ভসুধামুখি, তুমি মহারাজ দশরথকে বঞ্চিত ক'রেছ ব'লে বশিষ্ঠকে কখন প্রতারিত ক'রতে পারবে না! আমি মা জানকীকে—অযোধ্যার কুললক্ষ্মী গৌরব-প্রতিমাকে কখনই বৃক্ষের বল্কল পরিধান ক'রতে দোব না, বনগমনও ক'রতে দোব না, উনিই রামের প্রকৃতপ্রাপ্য এই অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ ক'রবেন। আমি অদ্যই এই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বজন সমক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিধি মতে মা সীতাকে অযোধ্যার রাণী ক'রব। তোমার বা ভরতের স্থান এ রাজত্বে হবে না। দেখি,কার সাধ্য আমার এই অব্যর্থ মনোগতি রুদ্ধ ক'রতে সমর্থ হয়! আমার সমস্ত পুণ্য মা পুণ্যময়ী জানকীতে সংস্থাপিত হবে! রে স্বার্থের কিঙ্করি, থাক্, স্বয়ং তোর স্বার্থ ল'য়ে তুই থাক্।

রাম। গুরু, গুরু, ক্ষান্ত হন তপোধন! আপনি সর্ব্বদর্শী হ'য়ে এ সঙ্কল্প ক'রছেন কেন? পদে ধরি প্রভু, দৈবের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

বশিষ্ঠ। তবে তাই হোক্, বৎস, তাই হোক্। তাঁর অনন্ত প্রবাহ অনন্তে গিয়ে মিশে যাক্!

কৈকয়ী। সীতা! তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছনা! এই ধর, পর— (বাকল দান)

রাম। এস সীতা, আমি তোমায় বাকল বসন পরিয়ে দিই, লক্ষ্মণ আর বিলম্ব ক'রো না ভাই—

(সকলের বাকল পরিধান)

লক্ষ্মণ। যাই, যাই, আমি চলে যাই, তার পর—আর্য্যা মা জানকীর অঙ্গ হ'তে বসনভূষণ উন্মোচন ক'র্‌বেন। অহো বিধাতঃ! এও কি চক্ষে দেখ্‌তে পারা যায়! ধন্য পিতা, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার পুত্রবৎসলতা! এ জগতে ভাল কীর্ত্তি রাখ্‌লে! মা গো ধরণি, বিদীর্ণ হ' মা, মা জানকী নিরাভরণা হবার পূর্ব্বেই যেন মা তোমার গর্ভে প্রবেশ ক'র্‌তে পারি। ভাল, ভাল, ভরতজননি, ভাল ক'রে মা জানকীকে ভিখারিণী বেশে সাজিয়ে দাও। হা! ধর্ম্ম! তুমি কি রসাতলগত হ'য়েছ? নতুবা, এ অধর্ম্ম—কেমন ক'রে চক্ষে দেখ্‌ছ প্রভু!

রাম। লক্ষ্মণ! আবার—

লক্ষ্মণ। না দাদা—রুদ্ধ স্রোতের গতি কিঞ্চিৎ মুক্ত করি, না হ'লে যে উন্মাদ হব! এবার যা ইচ্ছা কর দাদা!

গীত

রাম। তবে আসি মাতঃ, বল বল পিতঃ, দাসে যেতে কাননে।

লক্ষ্মণ। নহিলে বিমাতা, হবেন কুপিতা, ব্যথা দিবে পিতা তোমার জীবনে।

সীতা। শোন্‌, মা কহি তোমারে, তোমারি সেবার তরে,

উর্ম্মিলা রহিল ঘরে,

(তার সেবা নিয়ো মা, তারে করিও ক্ষমা।)

আবার জননী, পতি সহ, আমি, আস্‌ব ফিরে চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে,

(এসে আবার সেবা করিব মা, তোমার স্নেহের চরণসেবা

আবার করিব মা, শ্বশুরে আমার বুঝায়ো,

সতীর পতি বিনে আর নাই যে গতি!)

রাম। ধরি মা গো শ্রীচরণ, বলিও না কুবচন, জনম দুঃখী পিতারে আমার,
(এমন পিতা কাঁরো হয় নাই মা, যে পিতা হ'তে শুধ পিতৃঋণ গো,
মন প্রাণ দিয়ে, পিতারে তুষিয়ে, তাঁর কমায়ো মা দুঃখ-ভার !)

লক্ষ্মণ। ও মা ভরতজননী, আর চেও না বর পিতারে,
(বিদায়-কালে আমার এই মিনতি,)

সকলে। কর আশীর্ব্বাদ, পূর্ণ দেবসাধ,
কেবল হরিষে বিষাদ হ'ল গো আমাদের বনগমনে।

(সকলের প্রণাম।)

সুমিত্রা। (লক্ষ্মণের মুখচুম্বন পূর্ব্বক) বাবা আমার, যাচ্ছ যাও, আবার ফিরে এস, তবে যাবার সময়—তোমার মাতৃবাক্য স্মরণ রেখ; সাবধান, তুমি যে রামের বনবাসক্লেশ দূর ক'র্‌বার জন্য তার অনুগমন ক'র্‌ছ, তার যেন কোনও ত্রুটী না হয়, রামের আমার ভৃত্যাভাবজনিত কোন ক্লেশ যেন না ঘটে। জ্যেষ্ঠ পরম-গুরু, তাঁকে পিতার ন্যায় মান্য ক'র্‌বে, তাঁর বিপদে আত্মবিপদ বলে মনে ক'র্‌বে, আর জনকনন্দিনী মা লক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে আমার ন্যায় জ্ঞান ক'র্‌বে। যাও বাছা, তুমি স্বচ্ছন্দচিত্তে চলে যাও, তোমাকে আমি আমার রামের পাদপদ্মে সঁপে দিয়েছি। তোমার মঙ্গল হোক।

কৌশল্যা। মহারাজ, আমার বাছারা চ'ল্লো! একবার চক্ষু উন্মীলন করুন, আমার বাছারা কেমন যোগী সেজেছে, তাই একবার দেখুন! হা অদৃষ্ট—এই ক'র্‌লে! ওরে—কে আর আমায় মা ব'লে ডাক্‌বে! (মূর্চ্ছা)

দশরথ। সূর্য্যদেব! অস্তে যাও, অস্তে যাও, প্রলয়ের অন্ধকার

ছুটে এস, ছুটে এস। কালরাত্রি! তোমার অট্টহাস্যে দশরথের কক্ষ মুখরিত কর। বাবা—বাবা রাম—যাবে? যাবে—বৈকি, সত্যের জন্য উন্মাদ রাজকুমার, যাবে বৈকি! তবে—তবে—একটী অনুরোধ আমার রক্ষা ক'র—পদব্রজে যেও না। সুমন্ত্র, রথ সজ্জিত ক'রে আমার রামলক্ষ্মণে ল'য়ে যাও। আর আমায় বাছাদের চাঁদমুখ দেখ্‌তে হবে না। যাও, যাও, অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মীকে বনে বিদায় দিয়ে এস গে! ওমা—সীতে! কোথায় তুই আমার রামের বামে ব'স্‌বি, তা না হ'য়ে বনবাস! এই ক'র্‌লুম মা! মহাত্মা রাজর্ষি জনক এস, কি ক'র্‌লুম দেখ,—আমার কুল-লক্ষ্মী—রাজলক্ষ্মী, তোমার স্নেহের আদরের লক্ষ্মীকে আজ কেমন অবস্থায় এনেছি দেখ। হা রাম—　　(মূর্চ্ছা)

রাম। বাবা, তবে আমরা চ'ল্লাম।

[রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও সুমন্ত্রের প্রস্থান।

অন্যান্য মহিষীগণ। হায় হায় রাক্ষসী কৈকয়ি! এই ক'র্‌লি! এই ক'র্‌লি! তুই আমাদের অযোধ্যানাশের জন্যই কি এসে-ছিলি রাক্ষসি! ওগো—কি হবে—সংসার অন্ধকার দেখ্‌ছি, হা রাম—হা রাম—কোথায় চল্লি বাবা—

কৌশল্যা। চ'লে গেছে? কোথায় চ'লে গেল! বাছা আমার আমাকে কার কাছে দিয়ে গেল? না, না, রাম রে, তোর একা যাওয়া হবে না, আমিও তোর সঙ্গে যাব, দাঁড়া বাবা, দাঁড়া—

[বেগে প্রস্থান।

দশরথ। কৌশল্যা, কৌশল্যা, মহিষি, ধর, ধর, রামকে আমার ধর। এখনও সে অধিক দূর ক'র নি, এখন সে পুরীর মধ্যে আছে। এখনও ধ'র্‌তে পার্‌বে, দগ্ধ দেহ ল'য়ে আর কি হবে বল, আমরা রামের সঙ্গে যাই চল। ছাড়, ছাড়, পথ ছাড়— যেতে দাও—আমার রামের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ক'র্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

সকলে। হায়—হায়—কি হ'লো রে—ধর্, ধর্ মহারাজকে ধর্।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

নেপথ্যে—নাগরিক ও নাগরিকাগণ।

গীত

রথ রাখ হে সুমন্ত্র, বারেক হেরি জীবন-রামে নয়ন ভরি।
আমাদের দেখার সাধ যে মিটে নাই হে,
তাই তোমায় বিনয় করি করে ধরি।

সুমন্ত্র, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ।

রাম। সুমন্ত্র! শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, আর যে এ শোক-দৃশ্য দেখা যায় না!

নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকগণ। গীত

(রাম হে) কোথা যাবে পাষাণ অন্তরে, সোণার পুরী আঁধার ক'রে,
যদি হবে বনবাসী, ওহে রামশশী, তবে লও সাথে এ সব কিঙ্কর কিঙ্করী॥

রাম। হে অযোধ্যাবাসিগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও—প্রতিনিবৃত্ত হও। আমার প্রতি যে তোমরা বহু সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শন ক'র্‌ছ, তাতেই আমি যথেষ্ট ধন্য হ'য়েছি! ভাই সব এই প্রীতি—এই সম্মান আমার ভরতে অর্পণ ক'রো, তাহ'লে আরও আমি সুখী হব। সুমন্ত্র! আর কেন, শুন্‌ছ না, পিতা মাতার করুণ ধ্বনি শোনা যাচ্চে! ও আবার কি, ঐ যে আমার পিতার বয়স্য—আমার ভক্তিভাজন দেবতা ছুটে আস্‌ছেন, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল। আর কিঞ্চিৎ মাত্র বিলম্ব ক'রো না। ভক্তিভাজন পিতৃবয়স্য, প্রতিনিবৃত্ত হ'ন্, প্রতিনিবৃত্ত হ'ন্।

[রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও সুমন্ত্রের প্রস্থান।

বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। বাবা রাম, একবার এই আমার হংসশুভ্র কেশের দিকে চাও, আর এই আমার লোলচর্ম্ম শিথিল শরীরের দিকে লক্ষ্য কর। চতুর্দ্দশ বর্ষ আর জীবিত থাকৃব না! আমাকে তোমার সাথী কর। রাম—রাম—হে অযোধ্যাবাসিগণ! আর দেখ্‌ছ কি, আমাদের প্রাণের রাম আমাদিগে জন্মের মত

ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল! চল—চল—শীঘ্র গিয়ে রথচক্র ধারণ করিগে। বাবা রাম, বাবা রাম—

[বেগে প্রস্থান।

নাগরিক ও নাগরিকাগণ। গীত

হা রাম হা রাম রাম, হও না হও না বাম,
সঙ্গে লও গুণধাম—নৈলে জীবন দিব শ্রীপদে তোমারি।
আমরা রামহীন অযোধ্যাধামে কভু নাহি রব হে শ্রীহরি।

[সকলের প্রস্থান।

—:০(*)০:—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[কৈকয়ীর কক্ষ]

মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। মুখে আগুন, মুখে আগুন, রাজ্যি শুদ্ধ লোক যেন মরা কান্না তুল্‌ছে! রামা ছোঁড়া বনে গেল, কারো বাড়ীতে হাঁড়ি চাপ্‌ছে নে। একি পেরজার কম আস্‌পদ্ধা, আসুক আগে আমার ভরত, তার পর বুঝে নোব! সব পের্‌জার বাস তুল্‌ব, আবার নূতন পের্‌জা এনে অযোধ্যায় বসাব, তবে আমার নাম মন্থরা। এ সব রাজা মিন্‌সের কারসাজি! মিন্‌সের কি কম কথা, বলে কি না আমার ভরতের পিণ্ডি নেবে না। আরে মিন্‌সে, তোকে পিণ্ডি দিবে কে! আমার ভরত তোকে পিণ্ডি দিলে ত তুই নিবি? দোয়াব, দোয়াব, আমার ভরতকে আমি তোর পিণ্ডি দিতে দোয়াব! যে তুই আমার ভরতকে ভাল বাসিস্‌, তা কি আমার মনে নাই! মন্থরাকেই হাঁপ খাইয়েছ

মিন্‌সে—তোমায় পিণ্ডি আমি খাওয়াব! বলি ইনি আবার কোথায় গেলেন গো, মাগী যেন ছেলে বিইয়ে একখানি হ'য়েছেন! কেন ল্যা মাগি! তুই আমার ভরতের কি ক'রেছিস, দশটা মাস, দশটা দিন পেটে ধরেছিলি বৈত নয়! আমাকে কত গুমুত খেয়ে মানুষ ক'র্‌তে হ'য়েছে। তবে ত, ভরত অত বড়টা হ'য়েছে। তা বিধেতেই জানে, আর আমি মন্থরা—আমি জানি! দেখ্‌তে গেলে আমিই ভরতের মা, তবে রাজার বামে ব'সেনি এই যা! ও মা—কি নজ্জা মা, কি নজ্জা মা! তা যা বল, ভরত আমাকে তাই ভাবে। আসুক, আমার ভরত আসুক, আমি আর বাঁদিগিরি ক'র্‌তে পার্‌ব না। আমি রাজার মা হ'লুম, আমার সে একটা বেবস্থা করুক। কৈকয়ী কে? ভরত যদি ছেলের মত ছেলে হয়, তাহ'লে ভরত আমার আগে মান রাখ্‌বে, তার পর তার কৈকয়ী। এ রাজ্যি ত আমারই দেওয়া, তা না হ'লে রাজ্যির মিব্বংশে লোকেরা গালে চড় মেরে ফাঁকি দিয়েছিল আর কি? ঐ যে—আস্‌ছেন, মুখখানা যেন তলো হাঁড়ি! মাগী যদি ম'র্‌ত, তাহ'লে আমিই কেবল রাজার মা হ'য়ে অযোধ্যায় থাক্‌তুম।

কৈকয়ীর প্রবেশ

কৈকয়ী। রাম বনে চ'লে গেল, রাজা ক'র্‌বার জন্যও আমার ভরতকে আন্‌তে কেকয় রাজ্যে দূত গেল, ভরত আমার আস্‌বে, রাজা হবে, আমি রাজমাতা হব, এ অযোধ্যাও

আমার ভরতের হবে! হ'ল্‌ও সব, হবেও সব! কিন্তু প্রাণের মধ্যে এ কি হ'চ্চে! যেন একটা কম্পন আস্‌ছে, সে কম্পন যেন বাম পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি হ'তে—মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত! সে কম্পনে যেন দুঃস্বপ্নদৃষ্ট যমালয়ের চরের মত কত বিভীষিকার জীবন্ত মূর্ত্তি ব্যঙ্গবিদ্রূপের তাড়না ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটাছুটি ক'র্‌ছে! কি যেন একটা আতঙ্ক—কি যেন একটা গ্লানি, কি যেন একটা দুঃশ্চিন্তা আমার মনের মধ্যে বেশ আসন পেতে নিয়েছে! রাম জটাবল্কল ধারণ ক'রে বনে গেল—শোকার্ত্তা রাজপুরমহিলাগণের আর্ত্তনাদে সমস্ত অযোধ্যা রাজ্য মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল, বৃদ্ধ রাজার আকুলাশ্রু, বিবৎসা ধেনুর ন্যায় জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী কৌশল্যার মর্ম্মভেদী চীৎকার, পাষাণী আমি—তা দেখে ও শুনে অলক্ষ্যে আমারও চক্ষের কোণে অশ্রুরেখা দেখা দিলে—কিন্তু বনগমনোদ্যত রামের সেই সহাস্য মুখখানি—তেমনি সহাস্য, তেমনি সরল, তেমনি কোমল, তেমনি লাবণ্য ঢল ঢল দেখ্‌লেম্‌। ভ্রাত্রানুগত লক্ষ্মণ বরং ক্রোধে ও ক্ষোভে আমায় ব্যঙ্গ ও কুটিল ভ্রুকুটিরেখায় তাড়না ক'রেছিল, কিন্তু রাম আমার একবারের জন্যও বিহ্বল হয় নি, বা তার চাঞ্চল্য দেখ্‌লুম নি! সে রাম কে? মানবের অতীত তার আর সন্দেহ কি? আমি সেই রামকে বনে পাঠালুম, আমি কেকয়রাজের কন্যা—সূর্য্যবংশের রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে ক'র্‌লুম্‌ কি! সুমন্ত্র, কুলগুরু বশিষ্ঠ, স্ত্রীর সর্ব্বস্ব স্বামী—কেউ ত আমায় এ উপদেশ দিতে ত্রুটী করেন নি! আমি কারো উপদেশ

কর্ণে নিলাম না, সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় দূর ক'রে দিলুম! সত্যসন্ধ স্বামী আমায় ত্যাগ ক'র্‌লেন, আমার মুখ দর্শন ক'র্‌বেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লেন, তাতেও আমার চৈতন্য হ'ল না! বৃদ্ধ মন্ত্রী সুমন্ত্রের, কুলগুরুর বশিষ্ঠের, অভীষ্ট দেবতা স্বামীর— সকলেরই অবমাননা ক'র্‌লুম! রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা— সকলেরই অভিশাপ গ্রহণ ক'র্‌লুম, আমার নিন্দায়, আমার কুৎসায় সমস্ত অযোধ্যা কেন, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ণ হ'য়েছে! রাজপুরীতে ত আর একমুহূর্ত্তও থাকৃতে ইচ্ছা হ'চ্চে না। ক্ষুদ্র দাসদাসীও আরক্তলোচনে দৃষ্টিপাত ক'র্‌ছে! আমার ক্ষুদ্র আদেশটী পর্য্যন্ত প্রতিপালন ক'র্‌তে তারা যেন ক্ষুন্ন মনে বিরক্তি প্রকাশ করে। কেউ বাক্যালাপও করে না! ক'র্‌লুম কি, এ ধিক্কারময় ঘৃণিত জীবন ল'য়ে নীরবভাবে ক'দিন থাকৃতে পার্‌ব! কোথায় যাই, কেন এ কার্য্য ক'র্‌লুম, কার মন্ত্রণায় ক'র্‌লুম—আমার মন্ত্রণাদাতা কে? আমার মন, না, আমি ত রাম রাজা হবার কথা শুনেই আহ্লাদিত হ'য়েছিলুম—তার পর কি হ'ল, মন্থরা এল—মন্থরাই আমায় প্রথম ব'ল্‌লে—ক'র্‌ছ কি? তোমার ভরত গাছতলায় ব'স্‌তে চ'ল্লো! আমি তখনও ঠিক ছিলাম, মন্থরাকে বুঝালাম, কিন্তু কুটিল মন্থরা—সর্ব্বনাশিনী মন্থরা—নীচপ্রকৃতি মন্থরা—অন্তজা কুঁজি মন্থরা—চণ্ডালিনী মন্থরা—আর আমাকে স্থির থাকৃতে দিলে না!

মন্থরা। (স্বগত) বটে, মাগীর কথা শুনেছ? আমি মর্‌লুম্ ওঁর জন্যে, আর উনি কি না আমার ব্যাখ্যানা বার!

ক'রছেন! কাল এমনিই বটে! তবে র্যা মাগি! আমার ধর্ম্ম-সোহাগি, কিছু বলি না ব'লে! শোনাচ্চি, আজ ভাল ক'রে শোনাচ্চি, রাজার মা হ'য়েছেন! ওরে আমার রাজার মা রে! আজ কেরে কেরে ডাক ছাড়াব, তবে আমার নাম কুঁজি মন্থরা। (প্রকাশ্যে) বলি বাছা, তা এত আমায় গালি গালাজ কেন? এখন কাজ হাসিল হ'য়েছে, এখন তাড়িয়ে দাও, দেশে চ'লে যাই।

কৈকয়ী। (স্বগত) এ পাপ এখনও আমায় ত্যাগ করে না। (প্রকাশ্যে) মন্থরা, আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল, এখন তুই সরে যা।

মন্থরা। তা সরছি, সরছি, এখন যে রাজার মা হ'য়েছ গো, আর এ মন্থরাকে ভাল লাগবে কেন?

কৈকয়ী। কি—কি—রাক্ষসী, কি ব'ললি! রাজার মা হ'য়েছি? রাজার মা হ'য়েছি না প্রেতিনী হ'য়েছি! রাজার মা হ'য়েছি—না তুই রাক্ষসী আজ আমায় রাক্ষসী সাজিয়েছিস্। ধিক্ আমার রাজার মা নাম গ্রহণে, ধিক্ আমার কলঙ্কিত জীবনে, ধিক্ আমার কৈকয়ী নামে!

মন্থরা। মেয়ে যে একেবারে উন্মাদ গো, হ'ল কি!

কৈকয়ী। রাক্ষসি! কৈকয়ীর সর্ব্বনাশিনি! হ'ল কি, তা আবার জিজ্ঞাসা ক'রছিস্? হবে কি, যা হবার তাই হ'য়েছে। কেবল পোড়ারমুখী ধিক্-জীবনী কৈকয়ীর মৃত্যু হয়নি, তার পর সব হ'য়েছে! পিতৃকুল—শ্বশুরকুল—নারীকুল সব কুলে কালি দিয়েছি, বিমাতা নামে বিষ তুলেছি, পৃথিবীর চক্ষে বালাই হ'য়েছি, আর হবে কি?

মন্থরা। তা বাছা, আমি কি ক'র্‌লুম্‌ যে, আমার উপর তুমি ঝাল ঝাড়্‌ছ? কেন গা, আমিই বা এত সহ্যি ক'র্‌তে যাব! সত্যি ত আমি আর মনে জ্ঞেয়ানে কিছু জানি নে মা!

কৈকয়ী। কি দুশ্চারিণি, কিছুই জানিস্‌ না? কে আমার বুকে স্বার্থের গরল ঢেলে দিলে? কে আমায় সাক্ষাৎ নাগিনী হ'য়ে দংশন ক'র্‌লে? নাগিনীর বিষেই যে আমি জর জর হ'য়ে দিক্‌ বিদিক্‌ হারা হ'লুম্‌। হিতৈষী বন্ধু, গুরু, স্বামীর বাক্য পর্য্যন্ত পায়ে দলন ক'র্‌লুম্‌, সোণার সংসারকে শ্মশান ক'র্‌লুম্‌, আমার সর্ব্বগুণের গুণবান্‌ প্রাণের রামকে আমি বনে দিলুম্‌, অহো বড় জ্বালা! বংশক্ষয়কারিণি, তুই সূর্য্যবংশ ধ্বংস ক'র্‌বার জন্যই আমাদের এ অযোধ্যাপুরে প্রবেশ ক'রে-ছিলি, আমিও ফুলমালা ভ্রমে সাক্ষাৎ অজগরীকে বুকে ক'রে এনে-ছিলুম! অলক্ষ্মী তুই এসেই আমাদের এ অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে চঞ্চলা ক'রেছিস! আমার মুখে কালি দিয়েছিস্‌! দূর হ, আমার চক্ষের সম্মুখ হ'তে দূর হ! ওরে কে কোথায়—শীঘ্র এসে আমার সম্মুখ হ'তে মন্থরা নাম্নী রাক্ষসীকে পদাঘাত ক'র্‌তে ক'র্‌তে রাজ্যের বহির্ভাগে দিয়ে আয়! কৈ—কৈ, কেউ এল না—আমিই বহিষ্কৃত ক'র্‌ব, আমি প্রেতিনী—আমার আবার মান সম্ভ্রম কি? দূর হও চণ্ডালিনি—এই পদাঘাতে তোর কুঁজ ভাঙ্‌ব! তোকে মৃত্যুমুখে পাঠাব, তোর তপ্ত শোণিত পান ক'র্‌ব, সর্ব্ব গাত্রে লেপন ক'র্‌ব, তাণ্ডব নৃত্যে নৃত্য ক'র্‌ব! প্রাণের রামের কাছে ছুটে যাব, দন্তে তৃণ ক'রে—জোড় করে ক্ষমা চেয়ে

তাকে আমার অযোধ্যায় ফিরিয়ে আন্‌ব, তবে আমার দেহের উত্তাপের হ্রাস পাবে—প্রাণের জ্বালা ক'ম্‌বে—আয়—আয়—এক পদাঘাত নয়—শত শত পদাঘাত!

(মন্থরাকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পদাঘাত করণ)

মন্থরা। ও মা—বাই গো—র'ক্ষে কর মা—পায়ে পড়ি, এমন কর্ম্ম আর ক'র্‌ব নি!

কৈকয়ী। হ'য়েছে কি, হ'য়েছে কি, পাপিনি, পিশাচি! হ'য়ছে কি, রাহুগ্রাস ক'র্‌লে তার মুক্তি আছে, কিন্তু তোর মুক্তি নেই। না—হ'ল না, পদাঘাতে তোর মৃত্যু হবে না, খড়্গ আনি গে—রামদ্বেষিণী কৈকয়ীর সর্ব্বনাশিনী—মন্থরার পাপের প্রায়শ্চিত্ত জগতের লোককে দেখাব। তার পর আমার প্রায়শ্চিত্ত আমি ক'র্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

ব্রহ্মশাপের প্রবেশ।

ব্রহ্মশাপ। ব্রহ্মশাপ পূর্ণ আজ কৈকয়ীর প্রতি—
কর অনুতাপ গর্ব্বিতা রমণী!
তুলি আনি যদি সমুদ্রের বারি—
কর প্রক্ষালন এ কলঙ্ক-কালি,
তবু মুছিবে না—রহিবে ঘোষণা—
রামবনবাস কলঙ্ক অপার।

[প্রস্থান।

মন্থরা। ও মা—ঝক্ মেরেছি—সব খেয়েছি, এমন কম্মও করে! আরে ছিঃ ছিঃ এমন কম্মও করে! আরে ধিক্‌জীবনি, ক'র্‌লি কি—কোথায় রাজার মা—আর কোথায় কি না প্রাণ নিয়ে টানাটানি! পালাই মা—মাগী যে বড় খাণ্ডা গো—খাঁড়া আন্‌তে গেছে! আহা কুঁজটা আমার একেবারে গেছে! কে আছিস্ রে, একটু ফুঁক দিয়ে দে না রে!

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[গঙ্গাতটস্থ বন]

চণ্ডালগণ ও গুহকের প্রবেশ।

চণ্ডালগণ। গীত

ভজ রাম সীতারাম ভজ রাম লছমন্ ধনুকধারী।

গুহক। জয় জয় রাম গুণধাম, দেখ্ দেখ্ দেখ্ কোথা সে মিতা হামারি।

চণ্ডালগণ। বল কোথা রে রাম মিতে, ওরে লখা ওরে সীতে,

এসেছি ভাই তোদের নিতে, শুনেছি সব ব্যাওরা ভারি,

গুহক। তোদের বনে নাকি দিয়েছে মিতে, আর বনের হবি দণ্ডধারী।

গুহক। বন সব চঁুড়িয়ে ফেল, চঁুড়িয়ে ফেল। সেটাকে বার কর। মিতেটা কি মোর কাছে আস্‌বে না রে! না, মোর মিতে ত এম্নিটী নয়। সেটার খুব আমার উপরে দয়া মায়া রে তবে সেটা আজ বড় মনের দুঃখে আছে রে, তাই বুঝি আস্‌ছে না, চল্—চল্ ও ধারটার দিকে যাই। এ ধারটা দিয়ে ও ধারটা ভাল দেখা যায় না রে—

চণ্ডাল। মিতে মিতে ব'লে চেঁচিয়ে চল্। সেটা যেন শুনতে পায়—তাহ'লে আর মোদের বেশী বুল্‌তে হবে না রে!

গুহক। মিতে—মিতে, ওরে নথা, ওরে নীতে! ও ভাই রামা মিতে—আয় রে ভাই —আয় তোরে রে একবার দেখি রে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[গঙ্গাতট]

রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের প্রবেশ।

রাম। নিরখি লক্ষ্মণ ভাই!
শোভে অই গঙ্গার পুলিনে শৃঙ্গবের পুর।
নিয়ে চলে কাননকুন্তলা দেবী—
নৃত্যশীলা সুরতরঙ্গিনী,—
শুভ্রফেনমালা সহ বীণার ঝঙ্কারে।
অই হের ভাই! পরম বান্ধব মোর—
নিষাদ অধীপ গুহক-আলয়!
হে সচিব! আর কেন, যাও ফিরি অযোধ্যায়।
বলিও পিতায়, নির্ব্বিঘ্নে আইনু মোরা বনে।

সুমন্ত্র। কহ রঘুমণি!
কেমনে হে আমি শূন্যরথ শূন্য প্রাণ ল'য়ে—
অযোধ্যা ফিরিব!
কেমনে বুঝাব, যবে উন্মত্ত অযোধ্যাবাসী

ছুটে আসি শতকণ্ঠে সুধাবে আমায়, শত শত বার।
প্রভুপুত্র তুমি রঘুনাথ,
লও সাথে অনুগত ভৃত্য জনে,
তব সনে চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে—
সানন্দ অন্তরে অযোধ্যা ফিরিব পুনঃ—
এ মোর মিনতি রঘুপতি !

রাম। হে সচিব—সবি জান তুমি,
তুমি না যাইলে সন্দেহ-সলিলে
ভাসিবে—বিমাতা,
না হবে প্রত্যয় তাঁর আমরা এসেছি বনে।
মনে মনে পাবেন বেদনা !
যাও দেব !
সূর্য্যকুলে তব সম—
কেহ আর নাই পরম সুহৃদ্।
যাও তুমি দাও গিয়া শোকাকুল পিতারে সান্ত্বনা,
অন্য অন্য গুরুজনে দিও হে প্রণাম।
যাব মোরা এবে মিত্র গুহকের ঠাঁই।

সুমন্ত্র। কেমনে ফিরিব আমি রাম,
ফাটে প্রাণ অযোধ্যা যাইতে !
শ্মশানেতে কি সুখে যাইব !
তবে তব বাণী—রঘুমণি !
অনিচ্ছায় যাইতে হইল !

অখ্যাতি রহিল, মহাপাপী এ সুমন্ত্র
দিল,—অযোধ্যার দেবমূর্ত্তি বিসর্জ্জন। (প্রস্থানোদ্যত)

লক্ষ্মণ। যাবে মন্ত্রি, যাও অযোধ্যায়—
বলিও সে নৃশংস পিতায়—
যিনি ধার্ম্মিকের চূড়ামণি—সত্যসন্ধ,
পুত্রস্নেহ অগাধ যাঁহার, বলো তাঁরে—
ভাল কীর্ত্তি রাখিলে ধরায় রাজা দশরথ—
রামে দিয়ে বনবাস !
আরো বলো—সর্পী বিমাতারে,
যাঁর স্বার্থ-বিষে ঢালা পাষাণ অন্তর—
বলো সেই কৈকয়ী মায়েরে,
ব'লেছে লক্ষ্মণ, ভরতেরে ল'য়ে—
সুখে যেন করেন রাজত্বভোগ।

রাম। আবার লক্ষ্মণ !. বলি বারম্বার—
তবু তোরে নিবারিতে অশক্ত হইনু।
যাও, যাও হে সুমন্ত্র ! বালক লক্ষ্মণ,
বলো না ও সব কথা কারে !
আহা আমার ব্যথিত অতি পিতা !

সুমন্ত্র। হা হা রাম—কি প্রাণ তোমার—
কোন্ দেব শাপভ্রষ্ট হ'য়ে এলে ভূমণ্ডলে।
অজ্ঞ জীব মোরা বুঝিতে নারিনু !

রাম। চল ভাই, এই পথে—

সারি সারি শ্যামতরুশ্রেণী—কোমল পল্লবছায়া—
মন্দবায়ু সানন্দে খেলায়, লতিকায় করিয়ে সঙ্গিনী,
ধায় বনবিহঙ্গিনী—বিহঙ্গের সনে—
ইষ্ট আলাপনে বিটপীর শিরে শিরে,
চল ধীরে—জনক-দুহিতে !

চণ্ডালগণ ও গুহকের প্রবেশ।

সকলে। হো—হো—হো—মোরা সব খুঁজ্‌ছি—হাল্লাক মেরে গেছি—আর তোরা সব এ পথটায় যাচ্চিস্ ?

গুহক। মিতে রে মিতে—আর এইটে বুঝি তোর মাগী মিতিনী সীতে, আর এইটে ত নখা, বল্‌ত রে, তোদের এমন ক'রে কে সাজিয়ে পেঠিয়েছে ! হাহা হারে মিতে ! গাছের ডাল তোরে পরিয়েছে ! বল্‌ত মিতে, কে তোদের এমননটা ক'র্‌লে ? দেখ্ দেখি মিতে, আমরা তার গদ্দানটা সাবাড় ক'র্‌তে পারি কি না দেখ্ দেখি।

রাম। তুমি সব পার ভাই রামামিতা, কিন্তু কেউ এর নিমিত্ত নয়। আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি, পিতৃ-সত্যপালনের জন্য এসেছি ভাই !

গুহক। বেশ—তবে তুই মোর রাজ্যিটা নিয়ে নে। মোরা তোরে রাজ্যি দোব, রাজা ক'র্‌ব। আচ্ছা—আচ্ছা—সে সব কথা পরে কইব। এখন চল্—মোর মিতিনীকে নিয়ে চল্, তোর মিতিনী খুব খোস ক'র্‌বে।

রাম। ভাই মিতে ! আমি সত্য ক'রেছি, ব্রহ্মচারী হ'য়ে

বন ভ্রমণ ক'র্‌ব, সুতরাং আজিই আমার যেতে হবে, তুমি ভাই, নৌকা দেখ, আমায় গঙ্গা পার ক'রে দাও।

গুহক। বেশ কথাটী বল্লি—মিতিনিটীকে নিয়ে, ভাই নথাটীকে নিয়ে তুই আজ চ'লে যাবি! মিতের বাড়ীতে তুই স'ধবিনি, ওরে ডাক্‌তো রে রামার মিতিনীকে, দেখ রামামিতে মোর মিতিনীকে নিয়ে আজ কেমনে ক'রে যায়! (রামকে ক্রোড়ে গ্রহণ) কৈ যা দেখি, আমিও তোরে মোর ক'ল্‌জেটীতে ক'রে ধ'রে রাখ্‌ব। কৈ, যা দেখি, ওরে ভোমরা ত কাঠ বিঁধে, ফুলটীকে ত বিঁধ্‌তে পারে নি, কৈ, যা দেখি, ভাই নথাকে তারা বুকে ধর্‌ত রে! (জনৈক চণ্ডাল লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে গ্রহণ) মিতিনি, তুই মোর পাছু পাছু চ'লে আয় ত ভাই!

গুহক-স্ত্রীর প্রবেশ।

গুহক-স্ত্রী। কৈ রে—কৈ রে—মোর রামামিতিনী কৈ রে, ম্যারে মিন্‌সে, তোর আক্কেলটী কিছু নেই রে, মোর মিতিনীকে হাটিয়ে নিয়ে যাচ্চিস্! আয় মিতিনি—তোকে আমি ক'ল্‌জের ভেতর পুরিয়ে নি আয়! (ক্রোড়ে গ্রহণ)

গুহক। আজকে তোদের কিছুতেই ছাড়্‌ব নি। কৈ, যা দেখি মোরে মেরে রেখে তুই—কৈ, যা দেখি! দেখি তুই কেমনটী মরদ! হো হো—সেটী হ'চ্চেনি! তোরে হাতে আমি বেঁধে রাখ্‌ব! কৈ, যা দেখি, কেমন তুই মরদ! ঘরে তোরা না ঢুকিস্, মোর ঘরের নজিরে মুই আর তোর মিতিনী সব একসাথ ব'সে রাত জাগ্‌ব! মোর লওয়া গাছের ফল পাড়্‌ব,

তোর মুখের ফল মোরা কেড়ে খাব, তবে ত ছাড়ব! মিতিনি, তুই কিছু মনেটী করিস্ নি ভাই, কৈ বা দেখি!

গুহক। গীত।

চল্ চল্ রে ভাই রামামিতে, চল্ চল রে নথা সীতে,
এমন দিন আর মুই পাবনি।
মিতিনীর সাথে নথা—আবার তুই মোর মিতা—
ধিন্তা ধিনা ধিন্তা ধিনা, তেরে না না ধিন্তা ধিন্তা ধিনি।

গুহক-স্ত্রী। মিতিনী লো—শুনেছি তোর দুঃখের কথা,
মোর চেয়েও মিন্সের বুকে ব্যথা,
ভাবিস না লো মিতেকে ক'রে রাজা তোরে ক'রব রাণী,
মোরা মাগী মিন্সে দু'জন মিলে পূজ্‌ব তোদের চরণখানি।

সকলে। ধিন্তা ধিনি, ধিন্তা ধিনি, ধিন্তা ধিনি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[কৌশল্যার কক্ষ]

পুরনারী সহ উন্মত্ত দশরথকে লইয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রার প্রবেশ।

দশরথ। আমায় তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্চ! যে নিবিড় গহন বনে রাম আমার প্রবেশ ক'রেছে, সেই দণ্ডকের বন কত দূর! ঘন ঘন পদ বিক্ষেপ কর, তা না হ'লে বাছাকে ধ'র্‌তে পার্‌ব না! কৌশল্যা, তোমার কি কঠিন প্রাণ, তুমি

এখনও এখানে র'য়েছ ? আমার রামকে একা ছেড়ে দিয়েছ ? কে তাকে আমার ক্ষুধার কালে যত্ন ক'রে খাদ্য দিয়ে তার ক্ষুন্নিবারণ ক'র্‌বে ? সে যে আমার হস্তে না খেয়ে তৃপ্তিলাভ করে না কৌশল্যা ! আচ্ছা—চল—একত্রেই যাব ; তবে এক কাজ কর। পার্‌বে ? পার্‌বে—পুত্রের জন্য গর্ভধারিণী জননী এ সংসারে আবার না ক'র্‌তে পারে কি ? চ'লে যাও, ঐ যে সূর্য্যদেব দূর গগনেরও উপরের গগনে—শূন্যেরও অতি শূন্যে—তার পর শূন্যে—যেথান হ'তে তিনি তাঁর নিজবংশ রঘুবংশের কীর্ত্তিকলাপ সহস্রকিরণচক্ষে দর্শন ক'রছেন, যেথান হ'তে তিনি আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা—জীবলোচনের গোচরীভূত করাচ্চেন, সেখানে চ'লে যাও ! তুমি তাঁর কুলবধূ—তুমি করযোড়ে তাঁকে মিনতি ক'রে ব'ল্‌বে, তিনি তোমার কথা রক্ষা ক'রবেন, ব'ল্‌বে,—দেব ! আজ আর তুমি অস্তে যেও না। কেন না—রাম আমার কয়েক দিন যাবৎ উপবাসী, কয়েক দিন যাবৎ অরণ্যে কষ্ট উপভোগ ক'রছে, তাই আমরা তার জনক-জননী—সেই রাম অন্বেষণে যাত্রা ক'রছি। তুমি অস্ত গেলে রাত্রি হ'লে আর আমরা রামের দর্শন পেলেও বাছার চন্দ্রমুখখানি দেখ্‌তে পাব না ! জান কৌশল্যা, তুমি হয় ত এই কথা ব'ল্লেই—সেই বংশের আদি দেবতা পরম পণ্ডিত—তিনি ব'লবেন, "অয়ি পাগলিনি, আমি অস্তগমন না ক'রলুম, রাত্রিই বা হ'লো, তাতে তোমাদেরই ত সুযোগমুহূর্ত্ত উপস্থিত হবে ! কেন না রাত্রিকালেই চন্দ্রের দর্শন ঘটে, তখন রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র রাত্রিকালেই ত দর্শনযোগ্য।"

ভুল না কৌশল্যা—তুমি ভাবুকের এ কথায় ভুল না! তুমি ব'ল্‌বে, না দেব, তুমি অস্ত গেলেই ঘোরা তমসাময়ী নিশিথিনী সমগ্র মেদিনী আচ্ছন্ন ক'রবে, আমরা একে রামশোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাতে রাত্রি হ'লে আর আমরা রাম অন্বেষণ ক'রতে পারব না। দেখ—ব'ল্‌তে পারবে ত? হাঁ, এ কথা বলা চাই। সাধ্বি! না পারলেও আমার অনুরোধে তোমায় পারতে হবে। আজ যেন তিনি অস্তে না যান! হা রাম, অত ক্রুদ্ধ যাস না বাপ!

কৌশল্যা। হায় প্রভু, উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে কি ব'ল্‌ছেন! একে আমি পুত্রশোকে পাগলিনী, তার উপর আপনার এই অবস্থা! হা মধুসূদন! আমি কোথায় যাই! বাবা রাম রে—আমি কি করি বাপ! (রোদন)

সুমিত্রা। দিদি, আবার তুমিও এমন ক'রবে! সকলে এমন ক'রলে আমরা কি ক'রব! হা গুণধর, একবার এস বাপ এসে দেখে যাও যে, তোমা বিহনে—তোমার জন্য দুঃখী পিতা মাতার আর অযোধ্যার কি দুরবস্থা হ'য়েছে!

দশরথ। বেশ, আমি সত্য রক্ষা ক'রতে প্রস্তুত আছি আন অগ্নি! যে অগ্নির নিকট—যে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে দুশ্চারিণী চণ্ডালিনী কৈকয়ী আমি তোর পাণিগ্রহণ ক'রেছিলাম, আজ আমি সেই সর্ব্বলোকপবিত্র অগ্নিদেবের নিকট তোকে পরিত্যাগ ক'রব কৈ—আন্‌লে, অগ্নি আন্‌লে, এনেছ? হে অগ্নিদেব! আমি আজ তোমার সাক্ষাতে পাপিনীকে ত্যাগ ক'রলুম। বেশ—বেশ—ক্ষতি

কি ? ক্ষমা দাও মহিষি ! মার্জ্জনা কর। ভিক্ষা প্রার্থনা ক'র্‌ছি— রামকে আমার ভিক্ষা চাচ্ছি—ভিক্ষা দাও, সাম্রাজ্য ধন, ধনৈশ্বর্য্য রত্নভাণ্ডার নাও, দুর্ম্মূল্য জীবন নাও, মাত্র আমার রামকে ভিক্ষা দাও, পৃথিবীর সমস্ত রত্নের বিনিময়ে—কেবল একটী মাত্র রত্ন—আমি তোমায় ভিক্ষা চাচ্চি।

কৌশল্যা। কি বজ্রময় হৃদয় রে—এখনও যে ফাটে না ! হতভাগিনী আমি, পূর্ব্ব জন্মে কত শত রমণীর প্রাণে এরূপ পুত্রশোকের দারুণ আগুন জ্বেলে দিয়েছিলুম, তাই সেই পাপে আমার এই মনস্তাপ ঘ'ট্‌ছে সুমিত্রা !

দশরথ। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, কৌশল্যা, এখনও কি সুমন্ত্র ফিরে এলো না ! সুমন্ত্র আমার পরম সুহৃদ্‌। দেখ না, সে সুমন্ত্র কখনই রামকে অমার বনে একাকী রেখে ফিরে আস্‌বে না ! সন্ধ্যা হ'য়ে এল, কৈ—এল—আমার রাম কৈ এল— রাম—রাম—		(মূর্চ্ছা)

পুরনারীগণ। হায় হায়, কি হ'ল !

সুমিত্রা। হায়—হায় কি হ'ল দিদি ! মহারাজ যে কেমন হ'য়ে প'ড়লেন !

কৌশল্যা। সুমিত্রা, মুখে জল দে বোন্‌ ! আমার আর ওঠ্‌বার শক্তি নেই। হা নারায়ণ ! একে পুত্রশোক—তার উপর স্বামীর এই অবস্থা ! কৈ ভগিনি, আমার শরীর ত এখন ভস্মরাশি হ'ল না !

উম্মাদিনীর ন্যায় সন্ন্যাসিনী বেশে
কৈকয়ীর প্রবেশ।

কৈকয়ী। কৈ স্বামিন্! কৈ ধরণীর একচ্ছত্র সম্রাট! দণ্ড দাও, দণ্ড দাও, দণ্ডধর—দণ্ড না দিলে পাপিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—আমার রামকে এইক্ষণে অযোধ্যায় আন্‌বার ব্যবস্থা কর। পদাঘাত কর, পদাঘাত কর! সত্যসন্ধ! একি তোমার সত্যরক্ষা! মহাপাপিনী দুশ্চারিণী আমি, আমার কথায় তুমি আমার পরম ধার্ম্মিক রামকে বনবাসে দিলে? তোমার পণ তুমি রক্ষা ক'র্‌লে, এখন পাপিনীর উপায় কর। যন্ত্রণায় প্রাণ ফেটে যাচ্চে! বল—বল, অনুমতি দাও, গলে অঞ্চল দিয়ে দন্তে তৃণ ক'রে আমার রামকে আমি ফিরিয়ে আনিগে! জ্বলে গেল—জ্বলে গেল, অন্ধকার—অন্ধকার দেখ্‌ছি! রাজা, স্বামিন্! দাসী কৈকয়ীর বাক্যে তুমি সব ক'রেছ, এখন একটী বাক্য রক্ষা কর দয়াময়! বুঝেছি—এবার অনুতাপে জ্বলে যাচ্চি, আমিও রামের মত ব্রহ্মচর্য্যে থাক্‌তে সন্ন্যাসিনী সেজেছি! বাছাদের মত মা সীতার মত, সেই গাছের বাকল প'রেছি! আর কি দণ্ড আছে, দাও দণ্ডধর!

দশরথ। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) অ্যাঁ—কে তুমি—কৈকয়ী? না—না—রাজার মা তুমি; তুমি যে আমার রামকে বনে দিয়ে রাজার মা হ'য়েছ! রাজার মা, রাজার মা, আর কেন, আর আক্ষেপ, দুঃখ কেন! তোমার ভরত কি এখনও আসে নি? তার জন্য চিন্তা কি, এই মুহূর্ত্তে আস্‌বে! যে স্বর্ণসিংহাসনে—

যে মণিমুক্তাময় আসনে রাম আমার ব'সত, সেই সিংহাসনে তোমার ভরত এসে উপবেশন ক'রবে! যে দণ্ড রাম আমার ধারণ ক'রত, সে আজ সেই দণ্ড গ্রহণ ক'রবে। এই ধনসম্পদ-শালিনী সৌন্দর্য্যময়ী অযোধ্যা-নগরী তার হবে, তুমিও রাজমাতা হবে। রাজমাতা! কৃপা কর! আজ সুরাসুরজয়ী দশরথ, তোমার কৃপাপ্রার্থী, ক্ষমাপ্রার্থী, এস—এস—রাজমাতা এস, আজ আমার কি সৌভাগ্য, রাজমাতার দর্শন পেলাম! অভয়ে, বরদে! অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী তুমি, বর দাও, অভয় দাও। এই আদেশ কর, আর যেন জগতের লোক বহু বিবাহ না করে; আর যেন জগতের স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস না করে; আর যেন জগতের পিতা—পুত্রস্নেহের গর্ব্ব না করে। প্রসন্ন হও, প্রসন্নতাময়ি! শক্তিশেল যা বিদ্ধ ক'রেছ, তাই থাক্, আবার কেন হননোদ্যত হ'য়েছ! আর ত আমি তোমার নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই নি! আর ত আমার দ্বিতীয় রাম নেই! আর ত রাম-বনবাস হবে না! আর ত দ্বিতীয় দশরথ পাবে না!

কৈকয়ী। পদে ধরি নাথ—পদাঘাত কর, শত সহস্র অসংখ্য পদাঘাত কর! ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা ভিন্ন দাসীর আর অন্য গতি নাই! (পদ ধারণ)

দশরথ। ছিঃ ছিঃ রাজমাতা, গৌরব হারাও কেন? রাজ-কন্যা—রাজপুত্রবধূ—রাজরাণী তুমি, তোমার কি—গৌরবহারা হ'তে আছে! ক্ষমা কর রাজমাতা, আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাই, তুমি আমায় ক্ষমা কর! অয়ি কেকয়দুহিতে!

অয়ি ভরতজননি! তুমি আমায় ক্ষমা কর। আর না—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—কৈকয়ী—স্বামী ব'লে যদি এ অন্তিমের সময় দয়া—সহানুভূতি দেখাতে এস, তাহ'লে বৃদ্ধের এই অন্তিম নিবেদন রক্ষা কর—তুমি আমার স্ত্রী নও, তুমি আমার চক্ষের দূরবর্ত্তিনী হও! আর আমার দগ্ধাঙ্গে লবণ প্রক্ষেপ করো না। হা রাম—রাম আমার—

কৈকয়ী। হা অদৃষ্ট! বজ্র কোথায় তুমি! মস্তকে পতিত হও, কলঙ্কিনীকে ভস্ম কর। আর যেন এ কালামুখ জগৎকে না দেখাতে হয়। উঃ কি অকলঙ্কের সমুদ্রে—কি কলঙ্কের কালকূট মন্থন ক'র্‌লুম! আমার এ কলঙ্ক বায়ু যে চন্দ্রসূর্য্যস্থিতির সঙ্গে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ ক'রে বেড়াবে! আমার এ কলঙ্কের শোকময়ী কাহিনী যে জীবের প্রাণে তাদের হৃদয়ের রক্তে শত যুগ যুগান্তেও লেখা থাক্‌বে।

[বেগে প্রস্থান।

কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য পুরনারীগণ। ঐ যে সুমন্ত্র! বল বল সুমন্ত্র, আমাদের রামকে কোথায় রেখে এলে?

কৌশল্যা। সুমন্ত্র! সুমন্ত্র! আমার বাবা রাম কি ব'ল্‌লে?

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। (স্বগত) কি উত্তর দি, হা ভগবান, আমার মৃত্যু ত হবেই, তবে এ সময় সেই মৃত্যুর বিধান কর না কেন? আবার শোকসিন্ধুর সৃষ্টি ক'র্‌ব! আবার তাতে ভাস্‌ব! কি

ক'র্‌ব! মহাপাপী সুমন্ত্রের যে এই জন্যই সৃষ্টি। (প্রকাশ্যে) মা রাম-জননী গো! আপনার সত্যসন্ধ গুণবান্ পুত্র আর কি ব'ল্‌বেন, আপনাকে প্রণাম জানিয়ে মহারাজকে সেবাশুশ্রূষার জন্য বার-বার অনুরোধ ক'রেছেন।

কৌশল্যা। আর কিছু ব'ল্লে না, রাম আমার আর কিছু ব'ল্লে না? আস্‌বার কথা সে কিছু ব'ল্লে না! বাবা রে—তোর দুঃখিনী মা'র কথা আর কিছু মনে হ'ল না! হা গুণনিধি! তুমি আমার কণ্টকিত পথে কিরূপে পর্য্যটন ক'র্‌ছ? ও বাবা—কুলের কুললক্ষ্মী মা জানকী আমার—দুধের বাছা লক্ষ্মণ আমার—এদের নিয়ে তুমি কেমন ক'রে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে! না সুমিত্রা, পার্‌ব না বোন্, এ শ্মশানে কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌ব না! চল্—চল্ যেখানে আমার রাম আছে, সেখানে যাই চল, না হয় সরযূতে ঝাঁপ দিতে যাই চল— (গমনোদ্যত)।

সুমিত্রা। দিদি—কেন অমন ক'রছ, রাজীবলোচন আমার যা ব'লে দিয়েছে; তাই কর। সে আমাদের পুত্র নয়, কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা।

দশরথ। বড় জ্বালা রে—বড় জ্বালা—হে দ্বারদর্শিগণ! আমাকে তোমরা রাক্ষসীর নিকট হ'তে শীঘ্র রামমাতা কৌশল্যার গৃহে নিয়ে যাও। সূর্য্যদেব কি অত প্রকাণ্ড—অত লোহিতবর্ণ— অত রুক্ষকিরণমালী!

সুমিত্রা। দিদি, মহারাজ কেবলই প্রলাপ ব'ল্‌ছেন!

সকলে। মহারাজ, মহারাজ, সুমন্ত্র তোমার প্রিয়তম

রামের সংবাদ ল'য়ে এসেছে, তাঁর সঙ্গে কথা কন, তাঁকে রামের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করুন।

দশরথ। সুমন্ত্র, সুমন্ত্র! তুমি এলে, আমার রাম কৈ? সে কি আর আসবে না? তোমার আস্‌বার সময় সে আমার তোমায় কি ব'ল্লে? আমি তার নরাধম পিতা, আমার সম্বন্ধে কোন কথা ব'ল্লে না?

সুমন্ত্র। মহারাজ! তিনি আপনাকে প্রণাম জানিয়ে বারম্বার শোক ক'র্‌তে নিবারণ ক'রেছেন। আর ব'লেছেন, আমাদের বনবাসে কোন কষ্ট হবে না।

দশরথ। আর আমার সেই ভ্রাতৃপদসেবী মহাযোগী ছদ্মবেশী দেবমূর্ত্তি প্রাণের প্রাণ লক্ষ্মণ কিছু ব'ল্লে না?

সুমন্ত্র। প্রভু, তিনি হৃদয়ের কষ্টে রুষ্ট হ'য়ে আপনাকে দু' একটী কটুবাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলেন, কিন্তু সৌজন্যের আধার গুণধাম রাম আপনার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শেষে আমাকে ব'ল্লেন, দেখ সুমন্ত্র! পিতৃদেবতা যেন এ বালক লক্ষ্মণের কোন কথা শ্রবণ না করেন।

দশরথ। আর সেই এ পাপাত্মাজনিত মুদ্রিত কমলা, সজল-নয়না, ম্লানবদনা মা সীতা আমার কি কিছু ব'ল্লেন না?

সুমন্ত্র। ব'ল্লেন বৈকি, তিনি আপনার চরণ বন্দনা ক'রে ব'ল্লেন, পিতাকে ভাবনা ক'র্‌তে নিষেধ ক'র্‌বেন, আমি চৌদ্দ-বৎসর পরে তাঁর সর্ব্বগুণময় পুত্রসহ তাঁর আবার চরণ বন্দনা ক'র্‌ব।

দশরথ। হা পুণ্য! তত দিন কি আমি আর জীবিত থাক্‌ব যে বাছাদের চন্দ্রমুখ আবার নিরীক্ষণ ক'র্‌তে পার্‌ব। যাও সুমন্ত্র! আমার বোধ হয় মৃত্যু নিকট, দুঃখ রৈল সুমন্ত্র, মৃত্যুর সময় রামের আমার ইন্দীবর মুখখানি দেখ্‌তে পেলাম না! হায়—হায় বাছা আমার হয় ত কোথায় কোন নির্ঝরের তীরে হস্তিশিশুর ন্যায় ধূলিবিলুণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে! কোন কাষ্ঠ বা প্রস্তর খণ্ডের উপর মস্তক রক্ষা ক'রে শয়ন ক'রে আছে! আবার হয় ত প্রাতে সেই ধূলিময় গাত্রে বনের কষায় ফলমূল অন্বেষণে বহির্গত হবে। বুক ফেটে গেল—ফেটে গেল—প্রাণ—গেল—গেল—

সকলে। হায়—হায়—মহারাজ যে কেমন হ'য়ে পড়্‌লেন! মুখে শীঘ্র জল দাও।

মুনিমন্যুর প্রবেশ।

মুনিমন্যু। গীত

ভুগ্‌ছ বুঝ মহারাজ পুত্রশোকের কি যাতনা;
আমার বক্ষ ল'য়ে, দেখহ মিলায়ে, উভয়ের কি না সম বেদনা।
মর্ম্মভেদী শর এমনি হেনেছিলে, আমার গুণের সিন্ধু ধনে,
কালে ডালি দিলে, পিতার প্রাণ ল'য়ে এখন বুঝিয়ে,
পুত্র তরে হায় পিতার কি ভাবনা।
তাহে আমি অন্ধ—অন্ধা সে গৃহিণী, গমনে অশক্ত এমন দুটী প্রাণী,
যোগাত সে পুত্র ক্ষুধায় খাদ্য আনি, পিতা মাতা বিনা কিছু জান্‌ত না।

দশরথ। অশরীরী মূর্ত্তি, কে তুমি, আমার অতীত স্মৃতিকে

পুনরুদ্দীপ্ত ক'র্‌লে? এস, আমাকে সাকার মূর্ত্তিতে দেখা দাও। ও তুমি! তুমি সেই মহাসাধু অন্ধমুনির অভিশাপ—হে মুনিমন্যু, বেশ হ'য়েছে, যথা সময়ে এসে উপস্থিত হ'য়েছ। প্রভু, বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—পুত্রশোকের বড় জ্বালা! প্রভু, তুমিই সত্য। হৃদয় দান ক'র্‌তে চাচ্ছিলে নয়, দাও-তোমার পুত্রশোকদগ্ধ হৃদয়খানি একবার দাও—আর একটী অনুরোধ-সেই অতীত ঘটনা এখন একবার প্রত্যক্ষ করাও,—সেই সে কুম্ভহস্তে বালক সিন্ধু প্রস্রবণের তীরে, সেই সে আমি ধনু-হস্তে যুবক দশরথ—সরযূর অরণ্যাবৃত পুলিনে, আর সেই অন্ধঋষিমিথুন—তাঁর পত্নী—পত্রকুটীরে কিরূপ করুণ কাব্যের অভিনয় ক'রেছিলুম, তা একবার প্রত্যক্ষ করাও। অতি জ্বালা পাচ্ছি, এ সময় আমার সেই অতীত ঘটনার করুণ অভিনয় অতি সুন্দর, অতি মনোহর হবে! জ্বালায় জ্বালায় হতচৈতন্য হ'য়ে যাব! বিষে বিষে বিষ ক্ষয়িত হবে!

মুনিমন্যু। এস রাজা, এত দিনে আমার বাক্য সার্থক হ'য়েছে। তাই আমার মৃত আত্মা ধন্য! এত দিনে আমার প্রাণ-ব্যথায় ব্যথিত সুহৃদ পেলেম, ঐ দেখ—সেই করুণ চিত্র—ঐ সেই কুম্ভহস্তে তপস্বী বালক সিন্ধু—

কুম্ভহস্তে সিন্ধুর প্রবেশ।

সিন্ধু। গীত

আমার বাপ উপসী, মা উপসী, আমি ফিরি ফলের তরে।
সারাদিন ঘুরে ঘুরে একটী ফল পেলেম নারে, কেমনে যাই শূন্য করে॥

কোথা যাই কিবা করি, ল'য়ে যাই বারি ভরি,
তবু পারব দিতে বাপ মায়ে ক্ষুধা'য় কাতর হ'লে পরে।
আমার অন্ধ পিতা অন্ধ মাতা কেউ নাই আমা বই এ ত্রিসংসারে।

(কুম্ভ নিমজ্জন)

দশরথ। জাগ—জাগ—গাত্রোত্থান কর, কৌশল্যা—কৌশল্যা, যৌবনের এক নিদারুণ ব্যাপার তোমায় দেখাই এস, ঐ দেখ্‌ছ কি, ঐ একটি নব কিশোর সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি! শিরে জটাভার, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, বল্কল উত্তরীয় বিভূষিত হস্তে কুম্ভ, শিশুমূর্ত্তি! ঐ বালকের নাম সিন্ধু, ওর পিতা মাতা অন্ধ তপস্বী তপস্বিনী, ঐ বালকই সেই অন্ধ অন্ধার একমাত্র জীবনোপায়। বালক একদিন তমসাময়ী রজনীতে—ক্ষুধাক্লিন্ন পিতা মাতার জন্য ফল না পেয়ে সরযূর বিশুদ্ধ বারিতেই ক্ষুন্নিবারণ ক'র্‌বেন ব'লে কুম্ভ জলে পূর্ণ ক'র্‌ছিলেন। তখন বর্ষাকাল, আমি সেই সুখকর বর্ষার সায়ংকালে সেই সরযূতীরস্থ অরণ্যে মৃগয়ায় রত ছিলুম। ঐ দেখ কৌশল্যা, আমার সেই অবিবাহিত যুবক দশরথ মূর্ত্তি।

সহসা ধনুহস্তে যুবক দশরথের মূর্ত্তির আবির্ভাব।

দশরথ। (শর সন্ধান) আমি তখন সেই কুম্ভের জলপূর্ণের শব্দকে হস্তীর বৃংহণ মনে করে—আমার তীক্ষ্ণ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ ক'রলুম। (আবির্ভূত দশরথের সিন্ধু বক্ষে শর নিক্ষেপ)

সিন্ধু। অহো বুক ফেটে গেল, অহো বুক ফেটে গেল,

ও গো—আমায় হত্যা ক'র্‌লে, আমার অন্ধ পিতা মাতার উপায় কি হবে! (পতন)

দশরথ। ঐ দেখ কৌশল্যা, সেই শর বালকের বক্ষে বিদ্ধ হ'তেই, বালক অচিরায় পতিত হ'ল। ঐ দেখ—তখন আমি সেই নরকণ্ঠ শুনে ভীত হ'য়ে তথায় ছুটে গিয়ে সেই মর্ম্মবিদারক দৃশ্য দর্শন ক'রলাম। ঐ শোন—তখন বালক কি ব'ল্‌তে লাগ্‌ল।

সিন্ধু। ওগো—অদূর কুটিরে আমার অন্ধ অন্ধা পিতামাতা আমার অপেক্ষায় র'য়েছেন, আমাকে সেখানে নিয়ে চল। আমার মৃত্যু হ'লে তাঁদের সান্ত্বনা দিবার কেউ নাই!

দশরথ। তখন আমি সেই শরবিদ্ধ রক্তাক্ত ধূলিময় দীন বালক সিন্ধুকে বক্ষে তুলে নিলুম ও কুটিরাভিমুখে যেতে লাগ্‌লুম! ঐ দেখ আমার সেই মূর্ত্তি! তখন অদূর হ'তে শ্রুত হ'তে লাগ্‌ল, ঐ শোন—কৌশল্যা—তরুপত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনেই যেন ব'ল্‌ছিল—

(আবির্ভূত দশরথ শরবিদ্ধ সিন্ধুকে বক্ষে লইয়া গমন)

মুনিমন্যু। কিং চিরয়াসি মে পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্রমানয়।

দশরথ। শোন কৌশল্যা—ঐ যে ব'ল্‌ছে—পুত্র! বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন, শীঘ্র জল আন। ও কার শব্দ জান, ঐ সেই বালকের পিতা অন্ধমুনির কণ্ঠস্বর! পুত্রের বিলম্ব হ'চ্চে দেখে পুত্রস্নেহপ্রবণ পিতার প্রাণ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল! তখন আমি কি ব'ল্‌লাম, শোন কৌশল্যা—

আবির্ভূত দশরথ। "ক্ষত্রিয়োঽহং দশরথো, নাহং পুত্রঃ মহাত্মন্"।

দশরথ। ব'ল্লাম, হে মহাত্মন্! আমি দশরথ নামক ক্ষত্রিয়, আপনার পুত্র নই। তার পর কিরূপে এই বালক সিন্ধুর হত্যা-ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাঁরা আদ্যোপান্ত শুন্‌লেন—শুনে কি ব'লেন শান—

মুনিমন্যু। দাও রাজা, আমার বালককে কোলে দাও—

(ধীরে ধীরে হস্তস্পর্শ পূর্ব্বক)

গীত।

কেন সিন্ধু গুণসিন্ধু—কেন বাপ নিদয় এমন।
আসিয়া পিতার কোলে কেন না করিলে অভিবাদন॥
কে আর রজনীশেষে, শুনাইবে প্রিয়ভাষে,
শাস্ত্রের আবৃত্তি বাছা জুড়ায়ে তাপিত শ্রবণ।
সন্ধ্যা বন্দনা করি, অগ্নি আনি কেবা মরি,
করাইবে স্নান আমাদের—
কে আর আনিবে ফল, কে দিবে তৃষ্ণার জল,
আমি নই হই দোষী, মা তোর দোষী নয় ত কখন॥

দশরথ। শুন্‌লে কৌশল্যা—অন্ধের বিলাপগাথা শুন্‌লে? আরও—

মুনিমন্যু। অহো সহ্য হয় না, অগ্নি জ্বেলে দাও, অগ্নি জ্বেলে দাও রাজা—অগ্নি জ্বেলে দাও, পুত্রশোক আর সহ্য করা যায় না—

দশরথ। ঐ অন্ধ ঋষি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দণ্ডায়মান হ'লেন, আমি ঐ ছুটছি—(আবির্ভূত দশরথের তথা করণ) কাষ্ঠ আন্‌ছি, অগ্নি জ্বেলে দিলুম—

[আবির্ভূত মূর্ত্তিগণের প্রস্থান।

পুত্রশোকগ্রস্ত পিতা মাতা, আমার পুত্রশোকে মৃত্যু হবে, এই অভিশাপ দানে সেই অনলে সকল জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়ালেন! না—না যেও না—যেও না ঋষি, যদি যাও তাহ'লে একবার সেই শরবিদ্ধ বালক সিন্ধুকে আমার নিকট দাও!

(শরবিদ্ধ সিন্ধুর পুনঃ আবির্ভাব)

সিন্ধু। ওহো বুক ফেটে গেল রাজা, বড় জ্বালা—

দশরথ। বড় জ্বালা বালক, আমারও বুকে আজ বড় জ্বালা! তোমার চির বিদায়ের মত আমার রামও আমায় ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে—এস—এস একবার তোমায় বুকে করি—(উঠিয়া সিন্ধুকে বক্ষে ধারণ) বাবা রে—আজ আমার ব্যথিত হৃদয়ের সকল জ্বালার অবসান হ'ল! হা রাম—হা রাম— (মৃত্যু)

সকলে। হায়-হায় কি হ'ল, কি হ'ল—হা মহারাজ! আমাদিগে অনাথ ক'রে কোথায় চ'ল্লেন—

কৌশল্যা। অ্যাঁ চ'লে গেলে মহারাজ! তুমিও আমাকে অভাগী দেখে ত্যাগ ক'র্‌লে! ওঠ নাথ, ওঠ, তুমি নির্দ্দয় হ'লে আমার মুখ চাইবার কে রৈল! সর্ব্বস্ব ধন! চরণে অপরাধ ক'রেছি, সব যে মার্জ্জনা ক'রেছ, আজ দাসীর প্রতি বাম হ'চ্চ কেন? হা পতিঘাতিনি কৈকয়ি, এবার তোর বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে! পুত্রহারা ক'রেছিস্, আবার স্বামীহারা ক'র্‌লি, তোর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল। বাবা রাম, একবার এ সময় এসে দেখা দে। (মূর্চ্ছা)

সুমিত্রা। আর কেন, সব হ'য়েছে—সব স'য়েছি, এক মহারাজের জন্য সব স'য়েছি! আর কেন, আর সৈব কেন! যার জন্য সহ্য, সে সত্যের রত্ন ত চ'লে গেল! কার জন্য চ'লে গেল—কে এমন সর্ব্বনাশ সাধ্‌লে! সতিনি, রাক্ষসী কৈকয়ি—দুশ্চারিণী কুলকলঙ্কিনী কৈকয়ি! সপত্নীর চিত্র সংসারে যেমন ক'রে দেখাতে হয়, তার জীবন্ত চিত্র দেখিয়েছ! আর সহ্য ক'র্‌ব না। আজ কুক্কুরীকে শত খণ্ডে বিভক্ত ক'র্‌ব। কৈকয়ীর নাম জগত হ'তে ঘুচাব। এস ভগিনী সব—আজ আমরা বিধবা হ'লাম—এ বৈধব্যের জ্বালা যদি ঘুচাতে সাধ থাকে, তবে আমার সঙ্গে এস—

সুমিত্রা ও কৌশল্যা ব্যতীত সকলে। চল দিদি—স্বামী-হন্ত্রী কৈকয়ীর পাপরক্তে আমাদের পতি-শোকের তর্পণ করি গে চল। (সকলে গমনোদ্যত)

বেগে বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। শান্ত হও, মা জননী সব, অতি ক্রোধ ত্যাগ কর। বিধাতার সঙ্গীতের মূল রাগিণীর ন্যায় অখণ্ডনীয় গতিচক্রে সকলই পেষিত হ'য়ে যাবে মা! কেন তোমরা সাধুচরিত্রা উজ্জ্বল পুণ্যবতী হ'য়ে নিমিত্তের নিবিড় কলঙ্কে কলঙ্কিত হবে মা! আবার সব হবে। এ শোকের মর্ম্মভেদী দৃশ্য চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু পাপিষ্ঠার ক্ষতচিহ্ন অনন্ত যুগ যুগান্তে কিছুতেই বিলুপ্ত হবার নয়। জননী গো—সাধ্বী দেবী তোমরা,

এতদিন যেমন স্বামীর অনুবর্ত্তিনী থেকে নারীজীবনের যত কিছু কঠোরতা সহ্য ক'রেছিলে, এখনও তেমনি অব্যর্থগতি কালের অনুবর্ত্তিনী থেকে সেই কঠোরতা সহ্য কর। মা, সময়ের উচিত কার্য্য কর। যে সত্যসন্ধ পরম ধার্ম্মিক ধর্ম্মতেজের জ্বলন্ত মহারাজ দশরথ আজ এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে সত্যের আদর্শ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন ক'রে অমর রাজ্য লাভ ক'রলেন, তাঁর সেই পরম পবিত্র দেহখানি এরূপ অনাবৃত রাখা কর্ত্তব্য নয়। তৈলদ্রোণী মধ্যে সুবাসিত তৈলে নিমগ্ন রাখাই কর্ত্তব্য। তার পর ভরত আগমন ক'রলে শাস্ত্রোক্ত বিধানে এই শ্মশান অযোধ্যার শ্মশান-ক্ষেত্রে সংকার করা হবে। এখন লও মা, দেবস্বভাবধারী মহারাজের দেহখানি লও। পবিত্রভাবে রক্ষা কর গে।" ধন্য সত্যবৎসল! তুমিই ধন্য। ধন্য পুত্রবৎসল! তুমিই ধন্য। তোমার আত্মার সদ্গতি হোক্। এ মৃত্যু তোমার মৃত্যু নয়, তুমি হিন্দুর গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লে। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকবে, ততদিন তোমার এই সত্যবৎসলতার পরম পবিত্র তৈলচিত্র অমর ভাবে জগতের জলে স্থলে অনলে অনিলে ব্যোমে দেদীপ্যমান হবে। তোমার নামে অক্ষয় পুণ্যলাভ ও দুর্দ্দিনের অন্ত হবে। মহর্ষি বাল্মিকী-প্রণীত রামায়ণ কাব্যের তুমিই করুণরসের মূর্ত্তিমান্ জীবন্ত দৃশ্য!

যবনিকা পতন।